১৯১৩-২০১৩ 1913–2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Fortnightly Ahmadi

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ৫ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ ভাদ্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ৮ জিলক্বদ, ১৪৩৪ হিজরি | ১৫ তাবুক, ১৩৯২ হি. শা. | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ঈসাব্দ

যুক্তরাজ্যের ৪৭তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ২০১৩ সফলতার সাথে সমাপ্ত

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়-

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official — Commercial/Industrial — Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica tours & travels

Travel Agent & Tour Operator

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক, ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক

গত ৩০, ৩১ আগষ্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তিনদিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ৪৭তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'লা বিনাসরিহিল আযীয-এর পবিত্র সত্তার উপস্থিতিতে এবং দোয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করা এই জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্‌! জলসার এই তিন দিন শুধু যুক্তরাজ্যেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বে বিশেষ এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। এই তিন দিন বিশেষ বরকত মন্ডিত দিনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এবারের জলসায় ৩১ হাজারের অধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ যোগদান করে নিজেদেরকে আশিষ মন্ডিত করেন। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর শক্তিশালী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ জলসার বরকত পেতে সারা বিশ্বের ২০৪টি দেশের লক্ষ-কোটি আহমদীরাও সম্পৃক্ত হোন। এবারের জলসায় ৮৯টি দেশ থেকে প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এবারের জলসা ছিল যুক্তরাজ্যে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার শত বছর পূর্তির বিশেষ জলসা। জলসায় বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, এমপিসহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের ভাষণে গত এক বছরে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষণ-ধারার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তুলে ধরেন। তাঁর ভাষন থেকে স্পষ্ট হয় কিভাবে মহান আল্লাহ্ তা'লা এ জামা'তের উপর তাঁর কৃপাবারী বর্ষন করছেন। এবছর ২টি নতুন দেশ (১) কোষ্টারিকা (২) মন্টিনিগো, দু'টি দেশে আহমদীয়া জামা'তের চারা রোপিত হয়। মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় এ বছর ৬৬৫টি স্থানে নতুন ভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং সারা বিশ্বে গত এক বছরে ৫লাখ ৪০ হাজার ৭৮২ জন সত্যান্বেষী আহমদীয়া খিলাফতের বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। এই এক বছরে ৩৯৪টি নতুন মসজিদ যোগ হয়েছে, এর মধ্যে ১৩৬টি নতুন নির্মিত এবং ২৫৮টি পূর্ব নির্মিত।

বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ-গোষ্ঠী ও ভাষা-ভাষী মানুষেরা স্ব-দেশের কৃষ্টি-কালচার নিয়ে এ জলসায় উপস্থিত হলেও জলসায় সকলকে মহা-মিলনের এক মোহনায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। আহমদীয়া জামা'তের সালানা জলসার এই দৃশ্য আচমকা কোন ঘটনা নয়। এ প্রসঙ্গে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালামকে আল্লাহ্ তা'লা আজ থেকে শতাধিক বর্ষকাল পূর্বে ইলহামের মাধ্যমে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেনঃ ***ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক, ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক*** অর্থাৎ যদিও এখন তুমি একা কিন্তু তোমার কাছে এমন যুগও আসবে যখন তুমি একা থাকবে না। দলে দলে লোক দূর দূরান্তের দেশ থেকে তোমার কাছে আসবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই শান-শওকতের সাথে পূর্ণ হয়ে চলছে। চরম বিরোধিতা, নির্জলা মিথ্যারোপ ও চক্রান্ত সত্ত্বেও খোদা তা'লা এ জামা'তকে প্রতি দিনই বাড়িয়ে চলছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একদিকে ইসলাম আহমদীয়াতের সমাগত সত্যকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে অপর দিকে এর বিরোধীরা নাস্তানাবুদ হয়ে চলছে সর্বত্র।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বিশ্ব-মানবতার সুরক্ষায় মহানবী (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণে দিকদর্শী পথ-নির্দেশনা দান করে এই জলসায় যেমন বক্তব্য দান করেছেন, তেমনই মানবতার কল্যাণার্থে আন্তরিক মর্মবেদনা নিয়ে ইজতেমায়ী দোয়াও পরিচালনা করেছেন।

এক কথায় বলা যায়, এবারের জলসা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অসাধারণ সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিনীত প্রার্থনা, হুযূর (আই.)-এর পুণ্যময় সকল আকাঙ্ক্ষা ও কর্মপরিকল্পনাকে 'রুহুল কুদ্দুস' এর সাহায্যদানে তিঁনি বিশেষভাবে কল্যাণ মণ্ডিত করুন। আমীন!

সূচিপত্র

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (২৮ জুন ২০১৩)	৫
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (৩১ মে, ২০১৩)	১১
রূপক বর্ণনার অন্তরালে মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস মুহাম্মদ খলিলুর রহমানখন্দকার আজমল হক	২২
দোয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন	২৪
আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি জাফর আহমদ	২৭
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মাহমুদ আহমদ সুমন	২৯
ইসলাম ও মালী কুরবানী মৌ. মোহাম্মদ মোজফ্ফর আহমদ রাজু	৩১
যিকরে খায়ের- **এক সজ্জন ব্যক্তির তিরোধান**	৩৩
মহান সফলতার সাথে যুক্তরাজ্যের ৪৭তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা সম্পন্ন	৩৪
যুক্তরাজ্যের ৪৭তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিনে হুযূর (আই.) প্রদত্ত বক্তব্যের এক ঝলক	৩৬
সংবাদ	৩৮
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪০

কুরআন শরীফ

সূরা ইবরাহীম-১৪

৩৩। আল্লাহ্‌ তিনিই, যিনি আকামসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি এর মাধ্যমে রিয্‌ক হিসেবে তোমাদের জন্য নানা প্রকার ফলফলাদি উৎপন্ন করেছেন। আর তিনি নৌযানগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, যেন তা তাঁর আদেশে সাগরে চলাচল করে। আর তিনি তোমাদের সেবায় নদনদীকেও নিয়োজিত করেছেন।

اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ
الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٣﴾

* ৩৪। আর তিনি সর্বক্ষণ ঘূর্ণায়মান সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তিনি রাতদিনকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর যা-ই তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছ, এর[১৪৬৭] সবকিছুই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলেও তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই যালেম (ও) অকৃতজ্ঞ।

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ
وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٥﴾ ع

১৪৬৭। "আর যাই-ই তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছ"-বাক্যাংশটি মানুষের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করার কথা ব্যক্ত করে। আল্লাহ্‌ তাআলা মানব প্রকৃতির সকল চাহিদা বা প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

হাদীস শরীফ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ

কুরআন ঃ

"নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহ্‌র ও পরকালের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অনেক বেশী স্মরণ করে"।

(সূরা আল আহযাব : ২২)

হাদীস ঃ

* হযরত আমের (রা.) অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে, জিজ্ঞাসা করলেন, "হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন।" "হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তুমি কি কুরআন পড় নাই?" হযরত আমের (রা.) বললেন, "কেন (পড়ব) না" তিনি বললেন, "হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর চরিত্র তো কুরআনই ছিল" (নিসাঈ)।

* হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, "হযরত রাসূল করীম (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী" (মুসলিম)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার আগমনের উদ্দেশ্য উত্তম-চরিত্র ও আদর্শের পূর্ণতা দান করা" (আল আদাবুল মুফরাদ)।

* হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) বলেছেন, "নবী করীম (সা.) প্রকৃতিগতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না" (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর উত্তম চরিত্রের যে উল্লেখ রয়েছে, তা হযরত মূসা (আ.) অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম। কারণ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর মধ্যে সেই সব উত্তম-চরিত্র, গুণ একত্র হয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন নবীর মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা আঁ-হযরত (সা.) সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন, 'ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম' অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের ওপর দন্ডায়মান আছ। 'আযীম' শব্দটি দ্বারা যখন কোন বস্তুর তা'রীফ করা হয়, তখন আরবী বাক্‌ধারায় তা দ্বারা ঐ বস্তুর চরম ও পরম কামালিয়াত (পূর্ণতা) বুঝায়। মানবাত্মার মধ্যে যত উত্তম চারিত্রিক-গুণ ও মধুর আচরণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব, ঐ সব চারিত্রিক গুণ পূর্ণ মাত্রায় মুহাম্মদীয় সত্তায় বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং তাঁর এই তা'রীফ এত উচ্চাঙ্গের যে, এর চেয়ে অধিক তা'রীফ সম্ভব নয়"। (বারাহীনে আহমদীয়া)

অমৃতবাণী

খোদা তা'লার সাহায্যেই খোদা তা'লাকে লাভ করা যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার এক নাম ***পরাক্রমশালী***। তিনি স্বীয় সম্মান কাউকেও দেন না; কেবল তাদেরকেই দেন, যাঁরা তাঁর ভালবাসায় নিজেদেরকে (সত্তাকে) হারিয়ে ফেলে। খোদার এক নাম ***যাহের***। যারা তাঁর তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল এবং যারা তাঁর প্রেমে বিলীন হয়ে যায়, তারা তাঁর গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এদেরকে ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতি: হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতি: দান করেন, স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই নি:সঙ্গ বন্ধুর উপাসনা করে এবং তার সন্তুষ্টি এইভাবে চায়, যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে, যাকে খোদার ভালবাসা তাঁর নিজের প্রতি এই পর্যায়ে আকর্ষণ করে যে, তার (উপাসনাকারীর) নিজ সত্তা মাঝখান হতে উঠে যায়। প্রথমত: খোদার অস্তিত্বের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। অত:পর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে, যেন প্রেমের বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাঁর বিরহ বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে। তাঁর সাথে একান্তে স্বস্তি লাভ করতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যায় তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদা তাআলা এই দোয়া শিখিয়েছেন ***: ইয়াকানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন*** অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত-প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁর উপাসনা করাই ***'বেলায়েত'*** (বন্ধুত্ব)।

এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁর সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তর তাঁর ওপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁর স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে। যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয়-পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয়, তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে, যাতে তাঁর আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে।

এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবতটি অত্যন্ত তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকেও অন্যায় ভাবে হত্যা না করা বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়। ***কিন্তু সব কিছুর ওপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে, তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার।*** (হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃ: থেকে উদ্ধৃত)

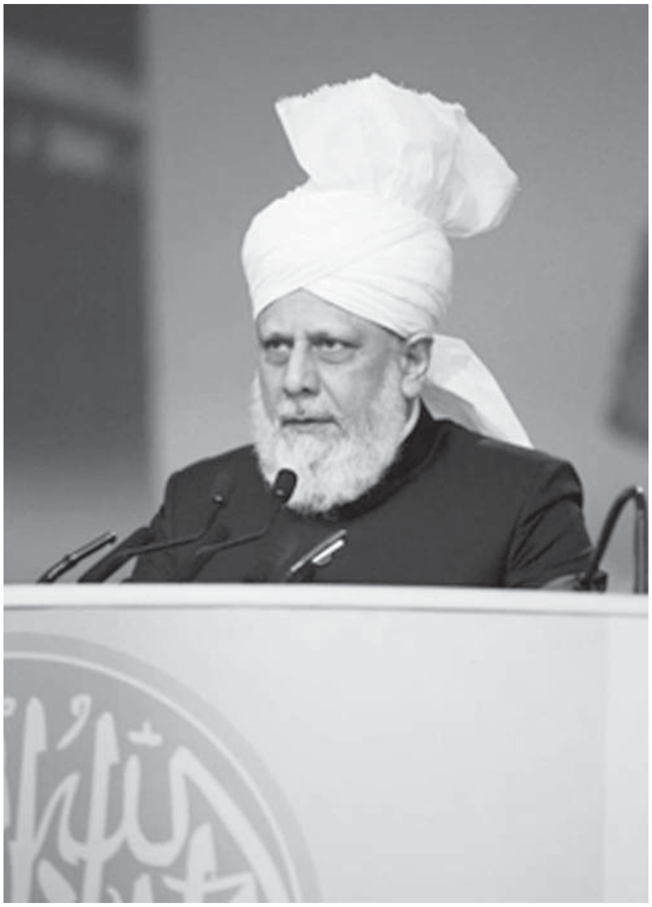

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত ২৮ জুন ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য সকল প্রকার অংশীবাদীতা থেকে নিজেকে পুত:পবিত্র করতে হবে।

নিজের মাঝে ধার্মীকতা সৃষ্টি কর। কেননা যখন নিজের মাঝে এই অবস্থা সৃষ্টি করবে কেবল তখনই তাক্ওয়ার প্রকৃত অবস্থা দৃষ্টিগোচর হবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজ আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আহমদীয়া জামা'ত জার্মানী তাদের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত করার সৌভাগ্য লাভ করছে। যা ইনশাআল্লাহ তা'লা আগামী তিন দিন পর্যন্ত চলবে। একই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য হচ্ছে আমেরিকা ও কাবাবির জামা'ত। কেননা তাদের আমীরগণও এ ইচ্ছা পোষন করেছিলেন, যেহেতু এ দিন গুলোতে আমাদের জলসাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাই আমাদের কথাও উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

এখন আমেরিকায় তো খুবই সকাল। কাবাবীরেও জুমুআর নামাযের সময় হয়ত অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমেরিকার জুমুআর নামায তো পাঁচ ছয় ঘন্টা পরে আরম্ভ হবে। হয়ত শেষের দিন অর্থাৎ রবিবার খুব সম্ভব তাদের সমাপনী অধিবেশনও এই সময়েই হবে যখন এখানে সমাপনী অধিবেশন হবে ইনশাআল্লাহ তা'লা। এ দিক থেকে তারাও জলসার সমাপনী বক্তব্য ও দোয়াতে যোগদান করবে। ইনশাআল্লাহ তা'লা।

এ দৃষ্টিকোন থেকে একই দিনে বিভিন্ন দেশে জলসা অনুষ্ঠিত হওয়া কল্যাণমন্ডিত হয়। বিভিন্ন দেশের আহমদীগণ যারা জলসার উদ্দেশ্যে একত্রিত হোন তারা সম্প্রচারিত খুতবা থেকে সরাসরি লাভবান হোন। তারা তাতে অংশগ্রহণ করেন আর জামা'তের একটি বড় সংখ্যক লোকের নিকট যুগ খলিফার বানী পৌঁছে যায়। নি:সন্দেহে পৃথিবীতে জামা'তের একটি বড় সংখ্যা সরাসরি সম্প্রচারিত জলসার অনুষ্ঠান দেখেন ও শুনেন। কিন্তু আমার ধারনা তারপরও জামা'তের একটি বেশ বড় সংখ্যা তা শ্রবণ করে না। কাজেই যেভাবে আমি বলেছি, আমেরিকা বা অন্যান্য স্থানের আহমদীগণ যাদের ওখানে একই দিনগুলোতে জলসা হচ্ছে, তারা শেষের দিন সরাসরি অংশগ্রহন করবে। কিন্তু আজ জুমুআর দিনও অনেকের দৃষ্টিই এ দিকে থাকবে। সেই সকল দেশের সাথে সময়ের মিল নাই ঠিকই, কিন্তু যেহেতু বেশীর ভাগ মানুষ জলসার উদ্দেশ্যে বরং তাদের নিয়তই থাকে জলসায় যোগদান করা এ কারনে তারা যেখানেই থাকুক নিজ নিজ সময় অনুযায়ী খুতবা বা বক্তব্যসমূহ শ্রবণ করেন। অর্থাৎ সাধারণ অবস্থার তুলনায় অধিক সংখ্যায় এ সকল বক্তব্য তারা শ্রবন করেন।

আমি আমার আজকের খুতবায় জলসার বরাতে জলসার উদ্দেশ্য কি

মানবাধিকারের জন্য সকল প্রকারের হিংসা বিদ্বেষ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। অথবা সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ নিজের হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। নিজ হৃদয়কে আয়নার মত স্বচ্ছ করতে হবে। আল্লাহ তা'লার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য সকল প্রকার অংশীবাদীতা থেকে নিজেকে পুত:পবিত্র করতে হবে।

তা স্মরণ করাতে চাই। অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসার যে সকল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা স্মরণ করানো আবশ্যকীয়। বিশেষভাবে জলসার দিনগুলোতে যেন মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে এবং পরবর্তীতে প্রত্যেক আহমদী নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তা নিজের মাঝে ধারন করে নিজ আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এ বিষয়টিও মানুষের উপর নির্ভর করে সে কত সময় পর্যন্ত মনযোগ নিবদ্ধ রাখতে পারে।

কেননা আজকাল মানুষ জাগতিক কাজ-কর্ম এবং বিভিন্ন ঝামেলার মাঝেও নিমজ্জিত। এ কারনে বেশীর ভাগ সময় জাগতিকতা প্রাধান্য লাভ করে যার ফলে ফরয ও নফল সমূহে দূর্বলতার সৃষ্টি হয়। জলসায় যোগদান করার পরে আমাকে কতিপয় আহমদী লিখেন জলসার তিন দিন তো আমাদের অবস্থাই পাল্টে যায়। এ তিন দিন এমনভাবে কাটে যেন আমরা অন্য কোন জগতে বাস করছি। একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা বিরাজমান থাকে। দোয়া করুন এ অবস্থা যেন পরবর্তীতেও প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাই হোক এই হচ্ছে অবস্থা যা জলসার দিনগুলোতে বিদ্যমান থাকে এবং এর প্রভাব জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেকের উপর পরে।

প্রত্যেকের ঈমানের অবস্থা অনুযায়ী তা তার মাঝে বিরাজমান থাকে। অনেকে তো জলসার পর পরই তা ভুলে যায়, আবার কতক জন জলসার বক্তব্য শ্রবন করার সময় নিজের সাথে যে যে অংগীকার করেছিল তাও ভুলে বসবে, নিজ খোদার সাথে অংগীকার করেছিল এই সকল নেকীকে প্রতিষ্ঠিত রাখবো। কেউ কয়েক দিন তা প্রতিষ্ঠিত রাখবে। অনেকে কয়েক সপ্তাহ এবং কয়েক মাস এটার প্রভাব নিজের মাঝে বিদ্যমান রাখবে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা, যা থেকে আমরা দৃষ্টি ফিরাতে পারিনা। খুব কম সংখ্যক এমন রয়েছে যাদের উপর এই আধ্যাত্মিক পরিবেশের প্রভাব বছরের পর বছর বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং যেহেতু বেশীর ভাগ মানুষের মাঝে এর প্রভাব ক্ষণিকের জন্য বিদ্যমান থাকে তাই খোদা তা'লা বার বার নসিহত করার কথা বলেছেন। বার বার নসিহত করার কথাও বলেছেন আবার এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কথাও বলেছেন যা দ্বারা মু'মিনগণের দৃষ্টি নেকীর দিকে ধাবিত হয়, তাদেরকে নিজেদের ফরয সমূহের প্রতি এবং নিজেদের দায়িত্বাবলীর প্রতি মনযোগী করে। তাদেরকে নিজ আমল সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কাজেই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসার প্রবর্তন করে আমাদের প্রতি একটি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। যার ফলে আমাদের একত্রিত হয়ে নিজেদের সংশোধনের একটি সুযোগ হস্তগত হয়। আধ্যাত্মিক খাবার গ্রহন করার সুযোগ লাভ হয়। নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। কাজেই যেভাবে আমি বলেছি এখন জলসা সালানার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশনার আলোকেই কিছু বলব। যা দ্বারা জানা যাবে, জলসায় আগমনকারীদের তিনি কেমনটা দেখতে চাইতেন। একজন আহমদীকে কি শোভায় সজ্জিত দেখার আকাঙ্খী ছিলেন-তিনি। বর্ণনা শুরু করার পূর্বে ব্যবস্থাপনা আমাকে রিপোর্ট দিন, আমার কথা শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে কি' না? অথবা একেবারে শেষের সারিতে যিনি বসে আছেন হাত উঠিয়ে বলুন, কথা পরিস্কার শুনা যাচ্ছে কি না? (সাড়া পাওয়ার পর হুযূর বলেন) আচ্ছা ঠিক আছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "হৃদয় পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ঝুকে যাক। এবং তার মাঝে যেন খোদা তা'লার ভয়ের সৃষ্টি হয়। সে নেক, তাকওয়াশীল, ইবাদতগুযার, পুণ্যবান, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে অন্যদের জন্য যেন দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে যায়,বিনয়ী, নম্র নেক স্বভাবের সৃষ্টি হয়। সে যেন ধর্মীয় কাজের জন্য নিজের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৪)।

এই কয়েকটি বাক্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একজন প্রকৃত আহমদীর সমস্ত জীবনের কর্ম পরিকল্পনা বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, " জলসায় যোগদানকারীদের মাঝে যেন এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় যে, নেকীতে তারা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় নমুনা-স্বরূপ হয়ে

উঠে।”

মানুষ যদি চিন্তা করে তাহলে এই একটি শব্দের মাঝে এতো ব্যাপক উপদেশ রয়েছে, এর মাধ্যমে মন্দের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে জাগতিকতার আরাম-আয়েশ থেকে বিরত রাখা, জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। স্বীয় মন্দ কামনা-বাসনার বহিঃপ্রকাশ থেকে নিজেকে দূরে রাখা। এমনভাবে নিজেকে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত রাখা যেন নিজস্ব চাহিদা নি:শেষ হয়ে যায়। যেন কোন প্রকারের কামনার সৃষ্টিই না হয়। এখন যদি আপনি দৃষ্টিপাত করেন তাহলে দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে মানুষের জন্য যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে মানুষ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারে না। অতএব এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সাংসারিকতা থেকে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। ধার্মীকতা বলতে এখানে এটা বুঝানো হচ্ছে, অসঙ্গত কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

আল্লাহ্ তা'লা যে সকল নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করেছেন, তা থেকে কল্যাণ গ্রহণ না করাও খোদা তা'লার অকৃতজ্ঞতাস্বরূপ। বর্ণিত হয়েছে, কতিপয় সাহাবা এই নিয়ত করেছেন আমরা সারা বছর রোযা রাখব। প্রতিদিন রোযা রাখব, বিয়ে–শাদী করব না, স্ত্রীদের নিকটেও যাব না, সারা রাত ধরে নামায পড়ব। যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ বিষয়টি জানলেন তো তিনি বলেন, আমি রোযাও রাখি, ইফতারও করি, নামাযও পড়ি এবং রাতে ঘুমাইও আবার অন্যান্য জাগতিক কাজও করি, গৃহস্থালী কাজও করি আবার মেয়ে মানুষকে বিয়েও করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার মধ্যে বলে গণ্য হবে না।

তিনি (সা.) আরও বলেন, স্বরণ রেখ! আমি তোমাদের তুলনায় খোদা তা'লাকে অনেক বেশি ভয় করি এবং নিজ কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিচালিত করি। (সহি বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস নং ৫০৬৩)

কাজেই এর মর্মবাণী হচ্ছে, প্রকৃত ধার্মীকতা বলতে জাগতিক কামনা-বাসনা এবং এ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া নয় বরং সেগুলির মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ কর এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো ও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে সম্মুখে রেখে যদি জাগতিক বস্তু থেকে কল্যাণ লাভ কর তাহলে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত ধার্মীকতা। এখানে এসে, পশ্চিমা দেশ সূমহে প্রচলিত স্বাধীনতার সুযোগে এখানের প্রতিটি বিষয়ের মাঝে জাগতিক কামনা-বাসনার লোভ-লালসা যদি তোমাকে আকর্ষণ করে তাহলে তোমাদের জলসায় যোগদান করা কোন কাজে আসবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বয়আতও কোন কাজে আসবে না। সুতরাং তিনি (আ.) বলেন, নিজের মাঝে ধার্মীকতা সৃষ্টি কর। কেননা যখন নিজের মাঝে এই অবস্থা সৃষ্টি করবে কেবল তখনই তাক্ওয়ার প্রকৃত অবস্থা দৃষ্টিগোচর হবে। তাকওয়া কী জিনিস? তাকওয়া হচ্ছে সর্বদা নিজের মাঝে এই ভয় বিদ্যমান রাখা, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন আমার দ্বারা কোন অবস্থাতেই যেন এরুপ কাজ না হয়।খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির ভয় যেন তাঁর শাস্তির ভীতির কারনে না হয়ে বরং যেভাবে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয়ের অসন্তুষ্টির ভয় বিদ্যমান থাকে সেভাবে হওয়া উচিত। আর এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন সমস্ত ভালবাসার উর্ধ্বে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা প্রাধান্য লাভ করবে। এরুপ অবস্থার সৃষ্টি কেবল তখনই হতে পারে যখন খোদা তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এবং তাঁকে লাভ করবে ও তাঁর সত্বায় বিলীন হবে।

কাজেই এটাই হচ্ছে সেই মান, যা অর্জন করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো উচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাকওয়ার এ মানকে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্নভাবে শত-শত বার নসিহত করেছেন। তিনি (আ.) তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, নিজ জামা'তের কল্যানের জন্য আমার মনে হয় তাক্ওয়ার ব্যপারে নসিহত করা উচিত। কেননা এ বিষয়টি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন তাকওয়া ব্যতীত আল্লাহ তা'লা অন্য কিছু দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, “ইন্নাল্লাহা মা'আল্লাযিনা ইত্তাকু ওয়াল্লাযিনা হুম মুহসিনুন” (সূরা নহল : ১২৯)। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ-৭ প্রকাশনা ২০০৩)। অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ তা'লা তাদের সাথে থাকেন যারা তাকওয়া অবলম্বনকারী এবং অনুগ্রহ পরায়ন। সুতরাং জামা'তের সদস্যগনকে বার বার এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নসিহত করা হয়, তার কারন হচ্ছে আমরা যুগ ইমামের বয়আত করে এ দাবী ও ঘোষণা করছি যে, আমরা সেই জামা'ত, যাদের প্রতি খোদা তা'লা এই বয়আতের কারনে সন্তুষ্ট। অথবা আমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বয়আত করেছি।

আল্লাহ তা'লার নির্দেশসমূহের উপর চলার চেষ্টা করুন। যদি এর উপর আমল না করেন তাহলে এ দাবী নিছক দাবীই থেকে যাবে। যদি আমাদের পদক্ষেপ তাকওয়ার দিকে অগ্রসর না হয় তাহলে এটা কেবল দাবী সর্বস্ব এক কথা মাত্র এই আয়াত যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন এটা তাকওয়ার বিষয়টিই স্পষ্ট করছে, তাকওয়াশীল হচ্ছে ঐসকল লোক যারা 'মুহসীন'এর অধিকারী। মুহসীনের অর্থ হচ্ছে যারা অন্যদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, অন্যদের মন-মানসিকতা আবেগ অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলে। যারা জ্ঞানী তাদেরকে এই জ্ঞান তাকওয়ার রাস্তায় পরিচালিত করে।

সুতরাং দেখুন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-র কথার মাঝে কত সৌন্দর্য নিহিত। প্রথমে ধার্মীকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজের কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিচালিত করার কথা বলেছেন। অতঃপর তাকওয়া অবলম্বনের কথা বলে আল্লাহ্ তা'লার সেই বাক্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যাতে এই তাকিদ প্রদান করা হয়েছে, নিজের আবেগ অনুভূতির তুলনায় অন্যের আবেগ অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে কল্যাণের অধিকারী হও। সুতরাং মুত্তাকী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যাও।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, “ আমাদের জামা'তের জন্য বিশেষভাবে তাকওয়ার আবশ্যকীয়তা রয়েছে। বিশেষত এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা এমন ব্যক্তির সাথে এবং এমন ইমামের বয়আত করেছে যিনি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হওয়ার দাবীদার। তাহলে (বয়আতকারী) এই সকল লোক,

"মানুষ যে সৎ কর্ম করে সেটির দুটি অংশ-একটি হচ্ছে ফরয অপরটি নফল। ফরয অর্থাৎ যা মানুষের উপর আবশ্যকীয় করা হয়েছে যেমন কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে ঋণ পরিশোধ করা এবং নেকীর বদলে নেকী করা।" বর্তমান যুগে অনেকে ঋণ তো নিয়ে থাকেন। কিন্তু সেটা পরিশোধ করার ব্যাপারে গড়িমসি করে। তিনি বলেন, "ঋণ পরিশোধ করা তো তোমাদের জন্য ফরযের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমাদের সাথে কেউ নেকী করে তার প্রতিদানে নেকী করা আবশ্যক।

তারা যদি কোন ধরনের ক্রোধ, হিংসা বা শিরকে নিমজ্জিত থাকে অথবা জগতের মোহে নিমজ্জিত থাকে তবুও কি তারা সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে?" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ-৭ প্রকাশনা ২০০৩)।

সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, বয়আতের ঘোষণা কোন সাধারণ ঘোষণা নয়। তোমরা যার হাতে বয়আত করছ এর ঘোষণা তিনি নিজে দিয়েছেন। তো এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। কেননা তিনি বলেছেন আমি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হওয়ার দাবীদার। আমাকে জগতের সংশোধনের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরন করা হয়েছে। এখন আমার মাধ্যমে মানুষ খোদাকে চিনবে ও খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। আমার মাধ্যমে এবং আমার মান্যকারীদের মাধ্যমেই সেই উত্তম চরিত্র সজীব হবে যা পালন করার জন্য হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লা শেষ শরিয়তবাহী পুস্তকে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন করীমে তাকিদ প্রদান করেছেন।

সুতরাং মানবাধিকারের জন্য সকল প্রকারের হিংসা বিদ্বেষ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। অথবা সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ নিজের হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। নিজ হৃদয়কে আয়নার মত স্বচ্ছ করতে হবে। আল্লাহ তা'লার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য সকল প্রকার অংশীবাদীতা থেকে নিজেকে পুত:পবিত্র করতে হবে। জাগতিকতার ভয় বা জাগতিকতার মোহ যা মানুষকে খোদার কথা ভুলিয়ে দেয়, যার ফলে মানুষ খোদাকে ভুলে যায়,যার ফলে তার ইবাদতের মাঝে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়, যদি এ সকল বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করে চল তবেই প্রকৃত বয়আতের অঙ্গীকার আদায়কারী হবে। আর এটা তাকওয়া ব্যতীত সম্ভব নয়।

যদি বয়আতের হক আদায় করতে চাও তাহলে নিজের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে সংশোধন কর। নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন কর তাহলে এর ফলে তুমি অগনিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। এ ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শক্ত কথায় সাবধান করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ তা'লা রহিম ও করিম। অনুরুপভাবে মহা পরাক্রমশালী এবং প্রতিশোধ গ্রহনকারীও। যখন তিনি দেখেন একটি জামা'ত, বড় বড় সব দাবী তাদের আর লম্ফ-ঝম্পও রয়েছে, কিন্তু আমল সেই মানের নয়, এতে তাঁর ক্রোধ অনেকাংশে বেড়ে যায়।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ-৭ প্রকাশনা ২০০৩)।

আমরা যেন কখনো আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধে নিপতিত না হই। বরং আমরা সর্বদা তাকওয়াকে সামনে রেখে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারী হই। সর্বদা আল্লাহ তা'লার দয়া ও ফযলের অন্বেষণকারী হই এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অর্জনকারী হওয়ার চেষ্টা করি। এ মান অর্জন করার জন্য আমাদের অবস্থা কীরূপ হওয়া উচিত এবং কীরূপ চেষ্টা করা উচিত এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন-

"মানুষ যে সৎ কর্ম করে সেটির দুটি অংশ-একটি হচ্ছে ফরয অপরটি নফল। ফরয অর্থাৎ যা মানুষের উপর আবশ্যকীয় করা হয়েছে যেমন কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে ঋণ পরিশোধ করা এবং নেকীর বদলে নেকী করা।" বর্তমান যুগে অনেকে ঋণ তো নিয়ে থাকেন। কিন্তু সেটা পরিশোধ করার ব্যাপারে গড়িমসি করে। তিনি বলেন, "ঋণ পরিশোধ করা তো তোমাদের জন্য ফরযের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমাদের সাথে কেউ নেকী করে তার প্রতিদানে নেকী করা আবশ্যক।

এ সকল ফরয ব্যতীত একটি নেকীর সাথে নফল সূমহও রয়েছে- অর্থাৎ এরূপ নেকী যার বিনিময়ে তার প্রাপ্য অধিকারের তুলনায় বেশি প্রদান করা হয়। যেমন অনুগ্রহের বিনিময়ে সমপরিমাণের চেয়ে আরও বেশি অনুগ্রহ করা, এটা হচ্ছে নফল। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাকাত ছাড়াও আরও বেশি দান-খয়রাত করা। যারা এরুপ করেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের বন্ধু হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর বন্ধুত্ব এতো গভীর হয় যে, তিনি তার হাত-পা এমনকি তার জিহ্বা পর্যন্ত হয়ে যান যা দ্বারা সে কথা বলে।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড পৃ-৯ প্রকাশনা ২০০৩)।

সুতরাং এ হচ্ছে আমাদের খোদা! যিনি কেবল আমাদের কর্মসূমহের প্রতিদানই দেন না বরং এরূপ ব্যক্তির বন্ধুও হয়ে যান।

অর্থাৎ খোদা তা'লার বন্ধুত্বের এবং নিরাপত্তার এরূপ রাস্তা উন্মুক্ত হয় যেখানে কোন মানবীয় চিন্তাভাবনা পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু মানুষ কখন এ মর্যাদা লাভ করতে পারে? নির্দেশ হলো, এমন অবস্থায়, তোমরা অনুগ্রহের প্রতিদানে অনুগ্রহ কর। যদি কেউ তোমার সাথে সদাচরণ করে তাহলে তুমি সে সুযোগের সন্ধানে থাক কিভাবে তুমিও তার সেই সদাচরণের প্রতিদান দিবে। এতটুকুই যথেষ্ট নয়, সমপরিমাণ অনুগ্রহ তো কেবল প্রতিদান। বরং একজন প্রকৃত মু'মিনের কাজ তার প্রাপ্ত অনুগ্রহের তুলনায় অধিক অনুগ্রহ করা। এখন দেখুন! যে সমাজে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে, একজনের নেক কাজের পরিবর্তে অন্যজন, এর তুলনায় বেশি নেকী করছে। আর প্রত্যেকেই এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছে এবং সবাই এর উপর আমলও করছে যে, একজন কোন নেকী করলে এর প্রতিদানে সে এর থেকে বেশি নেক কাজ করার চিন্তায় মগ্ন রয়েছে। কোন সমাজে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে সেই সমাজ কখনো স্বার্থপর হতে পারে না বরং নিরাপত্তা, ভালবাসা ও আন্তরিকতার দেশে পরিণত হবে।

এ সমস্ত কিছুই যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয় তখন সেই খোদা, যিনি মানুষের হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং সবচেয়ে বেশি পুরস্কার প্রদানকারী, যার দান ও প্রতিদানের কোন সীমারেখা নেই, তিনি এমনভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকেন যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না।

সুতরাং এই হচ্ছে গুণাবলী যা আমাদের নিজেদের মাঝে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা আবশ্যক। আমাদের ইবাদতের ফরয সমূহের সাথে নফল সূমহও রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভকারী হতে পারি। আমাদের অন্যান্য আমল সমূহের সাথে বাড়তি পুণ্যও থাকে। এটা কোন পার্থীব উদ্দেশ্যে নয়। কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে তার কাছ থেকে আরও কোন কিছু লাভের আশায় যেন অনুগ্রহ করা না হয়। বরং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হওয়া উচিত।

আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত তাকওয়া। এটি হল সেই সারবস্তু আল্লাহ্ তা'লা যার কদর করেন। অন্যথায় খোদা তা'লা বলেন, তোমাদের বাহ্যিক ইবাদত, বাহ্যিক কুরবানী আমার নিকট কোন মূল্য রাখে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নামায পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন ফরয ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত সেই নামায যদি আমরা পড়ি, সেই ইবাদতের প্রাণ-ই হলো নামায।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইন্সা ইল্লা লি ইয়াবুদুন" (সূরা আয যারিয়াত : ৫৭) অর্থাৎ আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

নামায প্রতিষ্ঠা করতে নামায আদায় করা, সঠিক সময়ে নামায আদায় করার ব্যাপারে কুরআন করীমে বহু স্থানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ নামাযই আবার অনেকের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়ায়। (সূরা আল মাউ'ন)

কাজেই এটি আমাদের জন্য অবশ্যই চিন্তার বিষয়, একটি নেকী কেন একজন মানুষের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়? এটির একটি সহজ-সরল জবাব হচ্ছে, আল্লাহ তা'লা প্রতিটি নেকী তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'লা সেই সারবস্তুকে চান যা ছাল-বাকলের অভ্যন্তরে থাকে, বাহিরের খোলসে নয়। নামাযের মাধ্যমে যদি আমাদের মাঝে অন্যদের জন্য সহানুভূতির আবেগ সৃষ্টি না হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে আমরা একটি বাহ্যিক রীতি নীতি তো পালন করছি কিন্তু যে সারবস্তু থাকার কথা ছিল, আমাদের নামাযে তা নেই।

অনেক সময় আমরা খোলস সমৃদ্ধ ফুলও দেখি, বাহির থেকে দেখতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু খোসা খোলার পর দেখা যায় সেটার ভিতরের অংশ পরিপূর্ণভাবে গঠিত হয় নি, অথবা পোকা-মাকড় সেটাকে খেয়ে ফেলেছে। উদাহরনস্বরূপ বাদাম, যা মানুষ খুব আগ্রহের সাথে খুললে ভিতর থেকে পচাঁ বের হয়।

সুতরাং আমাদের উচিত নিজেদের আমল দ্বারা খোদা তা'লার নির্দেশ সমূহ পালন করে সেই মূল বা ফলকে সুরক্ষা করা যাতে আল্লাহ তা'লার নিকট তা গ্রহণীয় হয়। আর তা কেবল তখনই হবে যখন আমাদের নামায,আমাদের ইবাদত আমাদের মাঝে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ছাড়াও মানব সেবার জন্য আমাদের মাঝে সহানুভূতির আবেগও সৃষ্টি করবে। আল্লাহ তা'লার ফজলে আহমদীয়া জামা'ত জার্মানী প্রতি বছর চার পাঁচটি করে মসজিদ নির্মাণ করছে আর সেগুলো আমার উদ্বোধনের সুযোগও হয়ে থাকে। প্রায় সকল স্থানে আমি এ কথা বলি, মসজিদ নির্মানের পরে সে অঞ্চলে বসবাসকারী আহমদীদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। মসজিদ নির্মান করে তাতে কেবল নামায পড়ার জন্য আসতে থাকার মাঝে সামগ্রিক কোন পূর্ণতা নেই। পাঁচ বেলাই মসজিদে নামায পড়তে আসা উচিত আর প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই মসজিদের মাধ্যমে পরস্পরের সম্পর্ক যেন আরো সুদৃঢ় হয়। আর সে অঞ্চলের আহমদীদের আমল দ্বারা যেন ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আহমদী, অ-আহমদী প্রত্যেকের মাঝে যেন ইবাদতকারী সেই আত্মার প্রভাব পড়ে যা নিজ গন্ডিতে বিস্তার লাভ করে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এ শিক্ষা ও বাসনার বহি:প্রকাশ যেন প্রত্যেক আহমদীর মাধ্যমে প্রকাশ পায় । যে ব্যাপারে, তিনি বলেছেন, কোমল হৃদয়,পরস্পর ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অন্যদের জন্য যেন দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। সুতরাং এই ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টান্ত পরস্পর একে অপরের জন্যও এবং অন্যদের জন্যও। পরস্পরের এই দৃষ্টান্ত, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসাকে নিজের মাঝে ধারন করে তাক্ওয়ার মানকে যেমন উন্নত করবে তেমনি ইসলামের সুন্দর শিক্ষার দিকে অন্যদের দৃষ্টিও আকর্ষন করবে। এভাবে তবলীগের রাস্তাও বিশেষভাবে খুলে যাবে। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'তের জন্য একটি দোয়ায় বলেন,

"আল্লাহ তা'লা আমার এই জামা'তের সদস্যগনের হৃদয়কে পুত:পবিত্র করুন এবং নিজ রহমতের হাত প্রসারিত করে তাদের হৃদয় নিজের দিকে ফিরিয়ে নিন,সকল প্রকার মন্দ ও হিংসা বিদ্বেষ দূর করে দিন এবং তাদের পরস্পরের মাঝে প্রকৃত ভালবাসা সৃষ্টি করে দিন।" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড পৃ-৩৯৪)।

আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে এই

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে মিশন নিয়ে এসেছেন তার কাজ হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে মানুষকে খোদার সাথে পরিচয় করিয়ে খোদার সাথে সাক্ষাত করানো। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এ দু'টিই হচ্ছে এমন কাজ যা আমাদের কাছে তাকওয়া ও কুরবানী চায়। যা আমাদের কর্মময় জীবনে আমূল পরিবর্তন চায়।

দোয়ার অধিকারী বানিয়ে দিন। অত:পর তিনি তাঁর সেই লিখায় যা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি তাতে বিনয় ও নম্রতার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। এটিও হচ্ছে এমন কর্ম যা পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি করে। যা একজনকে আরেকজনের অধিকার আদায়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষন করে। এবং অন্যদের মনযোগও আকর্ষণ করে। আল্লাহ তা'লাও নিজ বান্দাদের ব্যপারে এই চিহ্ন বর্ননা করেন, "ইয়ামশুনা আলাল আরযে হুনা" অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। (সূরা আল ফুরকান : ৬৪)।

কাজেই এই বিনয়, মানুষের মাঝে সেই অবস্থার সৃষ্টি করে যা মানুষকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করে এবং সামাজিক সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি করে। পরস্পরের সু-সম্পর্কও বৃদ্ধি করে। অভ্যন্তরীন হিংসা বিদ্বেষকেও দূরীভুত করে দেয় এবং ভালবাসা বৃদ্ধি করে দেয়। এরপর তিনি (আ.) ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদীতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। তাকওয়ার উপর পরিচালিত ব্যক্তিই সকল প্রকার নেক কাজ সম্পন্নকারী। এটিই হচ্ছে তাকওয়ার পরিচয়।

সুতরাং, প্রকৃত তাকওয়া যে লাভ করেছে, সমস্ত কিছুই সে পেয়ে গেছে । কিন্তু কতিপয় বিষয়ের প্রতি মনযোগ দেয়াও আবশ্যক। কতিপয় কর্ম তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করে। এ কারনে আল্লাহ্ তা'লা বিনয় ও সত্য কথা বলার ব্যাপারে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ইয়া আই ইউহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুলু কাওলান সাদিদা' অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ আল্লাহ্ তা'লার তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ সরল কথা বল' (সূরা আহযাব : ৭১)।

এ আয়াতের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য দু'তিন সপ্তাহ পূর্বে আমি খুতবাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যাই হোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এখানে বিশেষভাবে ঐ সকল লোকের কথা বলেছেন যারা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, নিজেদের তাক্ওয়া বৃদ্ধির জন্য এবং নিজেদের সংশোধনের জন্য জলসায় আগমন করেন। যদি এরূপ হয় তবেই তোমরা জলসায় যোগদানের হক্দার বলে সাব্যস্ত হবে। এর জন্য নেকী, সত্যবাদীতা এবং পুত:পবিত্রতা নিজের মাঝে ধারণ কর। এটি অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয় একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

কাজেই নিজেদের সত্যবাদীতার মানকে উন্নত কর যেন যে উদ্দেশ্যে তোমরা একত্রিত হয়েছ তা লাভ করতে পার। যখন প্রত্যেক আহমদীর ন্যায়পরায়ণতার মান বৃদ্ধি পাবে তখন তাদের কথায়ও প্রভাব পড়বে। আমাদের কথায় প্রভাব বিস্তার করলে আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও মিশনকেও সামনে এগিয়ে নেয়া লোকদের অন্তর্ভূক্ত বলে গন্য হব।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে মিশন নিয়ে এসেছেন তার কাজ হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে মানুষকে খোদার সাথে পরিচয় করিয়ে খোদার সাথে সাক্ষাত করানো। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এ দু'টিই হচ্ছে এমন কাজ যা আমাদের কাছে তাকওয়া ও কুরবানী চায়। যা আমাদের কর্মময় জীবনে আমূল পরিবর্তন চায়। জগদ্বাসীকে আমরা ততক্ষন পর্যন্ত খোদার সাথে সাক্ষাত করাতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের খোদার সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি না হবে। অন্যটি হচ্ছে মানবাধিকারের বিষয়, সেটি আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারব না যতক্ষন পর্যন্ত আমরা বিনয়, নম্রতা, সত্যতা, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ত্যাগস্বীকারের মন মানসিকতা নিজেদের মাঝে ধারন না করব।

সুতরাং এই তিন দিন, আমাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আবেগের পর্যবেক্ষন করব এবং তা বৃদ্ধি করব। ইনশাআল্লাহ তা'লা। জলসায় আগমনের উদ্দেশ্যও যেন লাভকারী হই। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর বাসনাও পূর্ণকারী হই। সুতরাং জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেক আহমদীর এই তিন দিন নিজ তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করা এবং কর্ম-জীবন পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। সেই সাথে দোয়াও করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে তা লাভ করার সামর্থ্য দান করেন। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন বাস্তবে এই জলসার উদ্দেশ্যকে লাভকারী হই।

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহরাজি প্রচারের উদ্বাত্ত আহ্বান

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩১ মে, ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٥
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অর্থাৎ 'তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করতে থাক'। (সূরা আয যোহা : ১২)

আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতের মাঝে জাগতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক সব ধরণের নেয়ামতই আছে। জাগতিক নেয়ামত তো সবাই পায়, এতে কোন বিশেষত্ব নেই। তবুও যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁকেই সমস্ত নেয়ামতের উৎস জ্ঞান করে তারা তাঁর জাগতিক নেয়ামতের জন্যেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা এর বহিঃপ্রকাশ নিজ ব্যক্তি সত্তায় যেমন ঘটায় তেমনি জগদ্বাসীকেও জানিয়ে দেয় যে, এ নেয়ামত শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই লাভ হয়েছে। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, জাগতিক এসব নেয়ামত ছাড়াও ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক নেয়ামতও রয়েছে। এ যুগে মুসলমান বিশেষ করে প্রকৃত মুসলমান আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিকের দাসও নিশ্চিতভাবেই আমরা-আহমদীরা। আল্লাহ্ তা'লার এ পুরস্কার লাভের সৌভাগ্যবান আমরাই হয়েছি।

কাজেই আল্লাহ্ তা'লার এ কৃপা ও নেয়ামত বর্ণনা করা এবং এর সাক্ষ্য প্রদান করা একজন আহমদীর জন্য ফরজ। এর একটি পদ্ধতি হল, আল্লাহ্ তা'লার বিধি-বিধানের উপর আমল করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করা এবং দ্বিতীয়টি হল, পৃথিবীতে এ কথাগুলো ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দেয়া এবং তবলীগ করা যে, তোমরাও এসো, যে নেয়ামত ও নূর আমরা পেয়েছি সেখান থেকে অংশ নিয়ে তোমরাও

আশিসপ্রাপ্ত হও, কল্যাণের উত্তরাধিকারী হও। কারণ এখানেই রয়েছে আল্লাহ্‌র নূর আর তোমাদের ও জগতের স্থায়ীত্ব এরই মাঝে নিহিত। আর এ থেকেই তোমাদের আর জগতের শুভ পরিণামের পার্থিব উপকরণাদিরও যোগান হয়ে থাকে।

এ বাণী পৌঁছানোর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণের আরও দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়। আমাদের সামান্য চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে তিনি অফুরন্ত দান করেন। আল্লাহ্ তা'লার বাণী পৌঁছানোর কাজে আমরা যে মাধ্যম হই, তার ফলে আমরা অনেক বেশি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করি যা আমরা কখনো কল্পনাও করতে পারি না। এটি আল্লাহ্ তা'লার আরেক ধরণের ভালোবাসা এবং নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ যা আমাদেরকে তাঁর নেয়ামতের উল্লেখ করার প্রতি এবং সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতি মনোযোগী করে তুলে।

অতএব একজন প্রকৃত মু'মিনকে আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতসমূহের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য এ বিষয়টি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যক। বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন তখন তাঁকে তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে সহায়তাও করেছেন, তাঁর নিদর্শনাবলীও দান করেছেন যা দিবালোকের মত প্রকাশ পেয়েছে আর এখনও পাচ্ছে যার দৃশ্য আমরা দেখে যাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হুযূর (আ.)-এর সাথে এই সাহায্য ও সমর্থনপূর্ণ আচরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'তুমি আমার নেয়মতসমূহ সীমাবদ্ধ করতে পারবে না, সেগুলো গণনা করতে পারবে না।'

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহাম করে বলেছেন,

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাইলে, তোমার জন্য তা অসম্ভব।' (তাযকেরা, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪র্থ সংস্করণ)

আরো বলেছেন, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থাৎ 'তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করতে থাক।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, এ অধম وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থাৎ 'তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করতে থাক'- এ আদেশের প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি ঘোষণা করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখি না যে, পরম করুণাময় ও দয়ালু খোদা শুধু অনুগ্রহ ও দয়া পরবশ হয়েই এ অধমকে সেই সব বিষয়ের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আর এ অধমকে তিনি রিক্ত হাতে প্রেরণ করেন নি এবং কোন নিদর্শন ছাড়াও প্রত্যাদিষ্ট করেন নি বরং সেই সমস্ত নিদর্শন দিয়েছেন যেগুলো প্রকাশ পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে। সুস্পষ্টরূপে যুক্তি প্রমাণের দাবি পূর্ণ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিদর্শন প্রকাশ করতে থাকবেন। হুযূর (আ.) আরো বলেন, বান্দা হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করা। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার বান্দা বা আবেদ হওয়ার জন্য নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করতে হবে। এটি জরুরী শর্ত।) কিন্তু وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অর্থাৎ 'তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করতে থাক'- এ আদেশ অনুযায়ী 'ঐশী নেয়ামত' ফলাও করে উল্লেখ করাও জরুরী।

তাই আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাদের প্রতি করুণা করেন তখন এর প্রকাশ ও বর্ণনা আমরা তাঁর নির্দেশিত পন্থায় করে থাকি আর করা উচিত। আমরা নিজের অহমিকা প্রকাশের জন্য নয় বরং নিজের বিনয় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থেই করে থাকি। বিগত দিনগুলোতে আমি আমেরিকা ও কানাডায় সফরে ছিলাম। সেখানে অন্যদের সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৌঁছানোর তৌফিক আমাদেরকে দান করেছেন। এত ব্যাপকভাবে সংবাদ পৌঁছানোর কাজ হয়েছে যা সেখানকার স্থানীয় ব্যবস্থাপনার চিন্তা-চেতনায়ও ছিল না। তাই এটি আল্লাহ্ তা'লার ফযল ছিল, কারো চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন ফল নয়। আর এটাই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ বানাচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আজ এই সফরের বিভিন্ন দিক তুলে ধরব। আমার সফরের কারণে এবার আমেরিকা এবং কানাডার ওয়েষ্টকোষ্ট অঞ্চলের জামাতগুলোর পরিচিতি ছড়িয়েছে। কেননা পূর্বে আমি কখনো সেখানে যাইনি।

আমেরিকার লসএঞ্জেলসে আমি গিয়েছি। এই এলাকা এবং শহরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমি আমার সেখানকার এক খুতবায় করেছি। এটা কেমন এলাকা। এটি স্পেনীশ লোকদের এলাকা। আর এখানে জামাতের কি কি কাজ করার রয়েছে তা আমি বর্ণনা করেছি। অন্যদের সাথে যে যোগাযোগ হয়েছে আর ইসলামের যে প্রকৃত চিত্র তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আপনাদের সামনে দিচ্ছি। এখানে একটি হোটেলে জামা'ত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল যাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্যবস্থাপনার ধারণা ছিল এরা জাগতিক ধ্যানধারণার লোক, বেশি সংখ্যায় হয়তো আসবে না।

কিন্তু শেষ দিন পর্যন্তও আগত ব্যক্তিদের বর্ধিত সংখ্যার বার্তা আসতে থাকলো। আর অনেক বেশি লোকদের বার্তা আসল। কেননা অনুমান করা হচ্ছিল আমরা এত সংখ্যক লোকদের আমন্ত্রণ জানাব আর তা থেকে এত সংখ্যক লোক আসবে। কিন্তু এই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে এত বেশি লোক আসলো যে, ব্যবস্থাপনাকেও হিমশিম খেতে হল। তারপর যে হল-রুমে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানেও আসন সংখ্যা বাড়াতে হয়েছিল। আর পরিশেষে আমার ধারণা আর অনেক বন্ধু আমাকে বলেছেনও, অনেকে হয়তো যারা তাদের বন্ধুবান্ধবদেরকে নিয়ে এসেছিল তাদেরকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। আর যারা এসেছেন, তারা সাধারণ লোক ছিলেন না। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। সমাজের মান্য-গণ্য ব্যক্তি ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন'এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। আর এর আলোকে মহানবী (সা.)-এর মানবতা, প্রেম এবং ভালবাসার বিষয়ে যে জীবনাদর্শের দিকগুলো রয়েছে তা তুলে ধরা হয়। আর এটা বলা হয়েছে, এটি হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

এই শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জন্য আদর্শ। আজকাল মুসলমানদের মধ্যে বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের যে চিত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তারা কিভাবে মুসলমান হতে পারে! মোটকথা, এই শিক্ষার আলোকে প্রদত্ত বক্তব্য সবার উপর এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। সবাই এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার

করেছে ইসলামের শিক্ষা যদি এমন হয় তাহলে নিশ্চয় এর চর্চা করা উচিত। এটিকে বিস্তৃতি দেয়া উচিত।

বর্তমান বিশ্বের জন্য এটি আবশ্যকীয়। আর এটি, ঐ লোকেরা শুধু লোক দেখানোর জন্য বলেনি। বরং তারা বারবার আমার কাছে এসে এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। আর এছাড়াও অনেকেই এমটিএতে নিজেদের চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশও করেছে। সেগুলো রেকর্ডও করা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে গোটা কয়েক আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। ১১ মে তারিখে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল আর এতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজন উপস্থিত ছিল, যাদের সংখ্যা ২৫১। আর তাদেরকে যখন ইসলামের শান্তি, পারস্পরিক ভালবাসা, পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন এবং পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নীতি মালার কথা বলা হল,তখন তাদের উপরে এর একটি গভীর প্রভাব পড়েছে। তারা কথাগুলোকে খুবই পছন্দ করেছে। এই অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসের পাঁচ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মিডিয়ার লোকজনও উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ১৪ জন ব্যক্তি ছিলেন। অনেক উচ্চ শিক্ষিত অতিথি ছিলেন। বিভিন্ন দপ্তরের ১৭ জন সরকারী ও সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭ জন অধ্যাপক ছিলেন। আর এনজিওর লোকও বেশ বড় সংখ্যায় ছিল। ১৩ জন ডিপ্লোমাধারী ছিলেন, এবং অন্যান্য পেশার ৩৬/৩৭জন লোকও ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের ২৯ জন নেতা ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষিত শ্রেনী এবং বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকজনও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর লোকেরাও ছিলেন। সর্বোপরি বড় একটি সংখ্যার লোকদের নিকট এই সংবাদ পৌছানো হয়েছে।

একজন অংশগ্রহণকারী তার অভিব্যক্তি এভাবে প্রকাশ করেছেন। তার নাম বারবারা গোল্ডবার্গ, তিনি বলেন, আপনি আমাকে এবং আমার পরিবারকে এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আর আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। এই অনুষ্ঠান আমার জীবনে এক নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা সঞ্চারের কারণ হবে। আর এভাবে আমাদের সাক্ষাৎ এমন এক কমিউনিটির সাথে হল, যারা আমাদের মধ্যেই ছিল অথচ আমরা এদের সর্ম্পকে অনবহিত ছিলাম।

একজন এভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, (আমার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে) তিনি তাঁর বক্তৃতায় যেটি বলেছেন, 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এবং অন্য সবাইকে উন্মুক্ত মনে গ্রহণ করার মনোভাব এবং আমাদের সবার খোদা একই এবং তাঁর মুখ থেকে যেসব কথা উচ্চারিত হয়েছে তা সবই সত্য। তাঁর বিশ্বশান্তির বাণী এবং বিশ্বকে পরমানু-যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করা, এগুলো এমন বিষয় যা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের গুরত্ব সহকারে শোনা ও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে ইসলামের শিক্ষা সত্য এবং স্বচ্ছ, এটি অন্যদের চোখেও উজ্জ্বল ভাবে প্রতিভাত হয়।

এক শহরের মেয়র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এতে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক এবং সহনশীলতার কথা বলা হয়েছে। একটি অনুষ্ঠানে হযরত (আমার উদ্ধৃতি দেন) এর রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথক হবার বিষয়টি উল্লেখ করছি। বিশ্বের যেখানে যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে লোকদের বিরোধীতা করা হয় তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হোক এবং বিশ্বশান্তির ভিত্তি স্থাপন করা হোক। (খ্রিষ্টান এই ভদ্রলোক বলেন) বিশ্বশান্তি এবং সহনশীলতার এ বাণী প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে এ শিক্ষার মাধ্যমে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত গঠনের সুযোগ করে দিতে পারি। আমেরিকা, সর্বদা যেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, সেখানেই কিনা ইসলামের শিক্ষার প্রশংসা করা হচ্ছে!

লসএঞ্জেলস এর শেরিফ যিনি সে অঞ্চলে খুব বিখ্যাত তিনি বলেন, (আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন) আমি আমার লসএঞ্জেলস সফরে বিভিন্ন ধর্মের পাঁচশত ব্যক্তিকে ভালবাসা, শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার সংবাদ দিয়েছি। তাদের মধ্যে কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ, সিটি কাউন্সিলের কর্মকর্তাবৃন্দ, জন-নিরাপত্তা বিভাগ, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং প্রফেসর সাহেবগণ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। মির্যা মসরুর আহমদ মহানবী (সা.) এর প্রকৃত শিক্ষানুযায়ী 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃনা নয়কো কারো 'পরে'- এর উপর জোর দিয়েছেন। আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা-স্মারকের মধ্যে এ বাণী ছিল। এরপর লিখেছেন, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সে দেশে যেখানে ইসলাম ও মহানবী (সা.) সম্পর্কে অন্যায় ভাবে অনেক বাজে কথা বলা হয়, অথচ এ দেশেই ইসলাম ও মহানবী (সা.) এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর এর প্রশংসা আর সকলের এ শিক্ষা অনুসরন করার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করা ছাড়া তারা আর কিছুই বলতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সব মুসলমানদের বোধশক্তি দিন যেন নিজেদের কর্মের মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার সৌন্দর্য্যকে বিশ্ববাসীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাক্তন গভর্নর বলেন, এ বাণী শান্তি, ভালবাসা এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের বাণী। এটি কোন অস্বাভাবিক কথা নয়। খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের জন্যই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা সবাই এক খোদার কাছে প্রার্থনা করি এবং তিনি আমাদের সবাইকে দেখছেন।

এরপর একজন লসএঞ্জেলস কাউন্সিল সদস্য বলেন, তিনি (অর্থাৎ আমার উদ্ধৃতি দিয়ে) ভালবাসা ও পরস্পর সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, কিভাবে লোকদের একতাবদ্ধ করা সম্ভব এবং পরস্পর ঐক্য সৃষ্টি করা যায়। তার মিশন সবার জন্য শান্তি ও স্বস্তির বাণী, সকলের জন্য খুব হৃদয়গ্রাহী ছিল এবং সবাই খুব আগ্রহভরে শুনেছে। এ বাণীর প্রতিধ্বনি সমগ্র বিশ্বে ঐভাবে শুনা যাবে যেভাবে এটি আজ লস এঞ্জেলসে শোনা গেছে।

আমেরিকান কংগ্রেসের একজন সদস্য Dana Rohrabaker বলেছেন, আপনি যে বাণী দিয়েছেন তা আমাদের চিত্ত গ্রহণ করেছে। আপনার সাথে এটি আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এরপর বলেন, আমি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে আপনার জ্ঞানগর্ভ ও যৌক্তিক আলোচনায় খুব প্রভাবিত হয়েছি। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষন সত্যের খুব নিকটবর্তী বলে অনুভূত হচ্ছে। আপনার বাচনভঙ্গী ও প্রভাবপূর্ণ বর্ননা আমার অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছে। এ বাণী খুব চিত্তাকর্ষক এবং শ্রুতিমধুর এবং সব ধর্মের জন্য গ্রহনযোগ্য।

অনুরুপভাবে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বিভাগের ডীন Rachel Moran, ভদ্রমহিলা বলেছেন যে,

আমার এখানে অংশগ্রহন করা সম্মানের কারণ ছিল। আর এ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও ঐক্যতে আরো উন্নতি সাধন করা । এরপর তিনি বলেন, এখানে আমরা জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের পক্ষ থেকে পয়গাম পেয়েছি। এতে আধ্যাত্মিকতা এবং আদর্শবাদের এক অপূর্ব সংমিশ্রন রয়েছে। এটি আমাদেরকে বিপদসঙ্কুল ও ঝগড়া-বিবাদ দ্বারা পরিপূর্ণ দুনিয়াকে শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্রয়-স্থান করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আমরা এ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছি আর তা হল, সকলে মিলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে প্রাধান্য দেয়া আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। আজ এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে যে, এই দিনে আমরা এমন একটি সভায় উপস্থিত হয়েছি যেটি এত গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম দিচ্ছে যার দ্বারা আমাদের সমস্যাদী এবং বিবাদ আর ঘৃণা-বিদ্বেষ নিঃশেষ হওয়া সম্ভব এবং জগত শান্তির নীড়ে পরিনত হতে পারে।

মিশরের কনসুলেট মোহাম্মদ সামির সাহেবও সেখানে এসেছিলেন, তিনি বলেন, আমি অনেক বক্তৃতা শুনে থাকি, আন্তর্জাতিক শান্তির ব্যাপারে এমন ধরনের বক্তৃতা আমি আমার জীবনে কখনো শুনি নি আর এ বক্তৃতা সরাসরি আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে এবং এতে আমি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছি। আমার বিশ্বাস, এখানে উপস্থিত সকলে আমার সাথে একমত হবেন। এ বানীর লক্ষ লক্ষ কপি জগতে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন আর আমি স্বয়ং এ কাজটি করব।

এরপর একজন প্রফেসর সাহেবা বলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবতাকে যারা ভালবাসে তারা আমাকে খুব প্রভাবান্বিত করেছে। জামাতে আহমদীয়া মানবতার জন্য এমন এক মশাল জ্বালিয়েছে যা আজ বিশ্বের জন্য অতিশয় প্রয়োজন।

আমেরিকার বিখ্যাত মুসলিম ব্যবস্থাপনা (Muslim Public Affairs Council)-এর ডাইরেক্টর সাহেবা উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একজন মুসলিম হিসেবে আমার মাঝে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। আপনাদের সকলকে আমি সাধুবাদ জানাই, শনিবারে অনুষ্ঠিত এই প্রোগ্রাম থেকে এক নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সজীব ও সতেজ হয়ে এ মজলিস থেকে বিদায় নিয়েছি। এরপর বলেন, বক্তৃতাটি ছিল খুবই বাগ্মীতাপূর্ণ এবং প্রভাববিস্তারকারী আর সময়ের দাবি পুরণকারী। আমি এ ব্যাপারে বড়ই সন্তুষ্ট যে, তিনি (হুযূর বলেন, আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন) খোদার রাসূলের বিরুদ্ধে কৃত সমস্ত আপত্তিসমূহ অতি উত্তমভাবে খন্ডন করেছেন, কিছু বক্তা এ বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যান এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ কোন উত্তর দেন না। কিন্তু তিনি দলিল-প্রমান সহকারে ঐ সকল আপত্তির উত্তর দিয়েছেন আর তা-ও এমন এক বক্তৃতা-অনুষ্ঠানে যেখানে অধিক সংখ্যায় অতি উচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বসা ছিলেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এমন বক্তৃতা আমি আমার জীবনে কখনো শুনি নি। এটি সরাসরি আমাদের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে।

এরপর Bernardino county- এর Sheriff বলেন, এমন বক্তৃতা সময়ের দাবি ছিল। এ অনুযায়ী চললে আমরা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।

এরপর একজন আইনজ্ঞ যিনি বড় এক কোম্পানির ডাইরেক্টরও বটে, তিনি বলেন, এটি একটি চমৎকার প্রোগ্রাম ছিল। যুদ্ধের ব্যাপারে ইসলামী নীতিমালা খুবই প্রভাব বিস্তার করেছে, অমুসলিমদের সাথে বিদ্যমান কঠিন সমস্যাদী এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমতাপূর্ণ মীমাংসা একমাত্র এরাই করতে পারে অর্থাৎ আহমদীরাই করতে পারে।

এছাড়া সেখানকার একজন বিখ্যাত ড. বলেন, আমি এ জামাতকে খুব বেশি জানতাম না কিন্তু এ বক্তৃতার প্রত্যেক শব্দ এবং প্রত্যেক অক্ষরের প্রতি আমি মনোযোগ দিয়েছি এবং তা (মনে মনে) সাজিয়েছি। এ বাক্যটি অর্থাৎ পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এটি একেবারে সঠিক কথা। এর ধ্বংসযজ্ঞ সম্বন্ধে জগতের সকল লিডারদেরকে সাবধান করা দরকার।

এরপর একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী Jan Chase বলেন, উক্ত বক্তব্য প্রশংসার যোগ্য ছিল। তিনি উগ্রবাদীদের তিরষ্কার করেছেন এবং সকলের সামনে ইসলামের সঠিক শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন।

এরপর একজন মেহমান বন্ধু ড. ফ্রেড বলেন, যে ধর্মের চিত্র আপনি উপস্থাপন করেছেন এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল। ধর্মের ব্যাপারে আপনার বাক্যাবলী আমার চিন্তার খোরাক হয়ে রয়েছে। "ভালবাসা সবার তরে, ঘৃনা নয়কো কারো পরে" এ বাণী অতি চমৎকার। একে অপরকে এভাবে গ্রহণ করার বার্তা যে, খোদা আছেন যিনি তার খোদা তিনি আমারও খোদা-এ বানী শান্তির রক্ষাকবচ। তিনি আরো বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উক্ত প্রচেষ্টাসমূহ এবং পারমানবিক যুদ্ধের ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে জগতের নেতাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

অতঃপর অপর এক শহরের মেয়র বলেন, জামা'তে আহমদীয়া সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম। আপনাদের 'চার্চ এবং সরকার পৃথক পৃথক থাকা' বিষয়টিকে আমি খুবই প্রশংসা করি। আমাদের এই দেশে অনেক অধিকার অর্জিত হয়েছে কিন্তু আমাদের এ বিষয়টিও জানা থাকা দরকার, জগতে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা তাদের বিশ্বাসের কারণে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

অত:পর বলেন, আমি আমার সমস্ত জীবন শিক্ষা অর্জনে কাটিয়ে দিয়েছি। এ দিক থেকে আমার মাথায় নতুন একটি বিষয়ের উদ্রেক হয়েছে, পৃথিবীতে শান্তি এবং সহনশীলতা বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কিভাবে সহায়ক হতে পারে। আমি আপনার এই কথার সাথে একমত, ততক্ষন পর্যন্ত শান্তি আসতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্বৈরাচার এবং নির্যাতনের মনোভাব দূরীভূত না হবে। আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আশা করছি, আমি এই জগতে উত্তম স্থান বানানোর জন্য আমার নিজ জীবন আপনার নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী অতিবাহিত করবো। এই অনুষ্ঠান, অন্যদের উপর যদি এতটা প্রভাব ফেলে তাহলে আমরা, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আশেকে সাদেকের দাস, আমাদের দায়িত্ব হলো, গুরুত্বপূর্ণ এই বাণীকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছান এবং নিজেদেরকে তদ্রুপ বানানোর চেষ্টা করা।

অত:পর আরেকজন কংগ্রেস Dana Rohrabacher যিনি একজন রিপাবলিকান সদস্য, তিনিও সেখানে শামিল ছিলেন, তার সাথে কেলিফোর্নিয়ার সম্পর্ক, তিনি বিশেষত ইসলাম বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন

এবং একমাস আগে বোষ্টান ম্যারাথনে যে আক্রমন হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন, ইসলাম নব-প্রজন্মকে হত্যা করায় উৎসাহ দেয় আর বর্তমান সমাজের জন্য ইসলাম বিপদের কারণ। এটি তার বর্ণনা ছিল। অত:পর পাকিস্তানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, সেখানে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাদের এক ঘরে করে দেয়া উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক এই বক্তব্য শোনার পর তিনি যেই মন্তব্য করেছেন তা হলো, আজকেই এই বক্তৃতা শুনে আমি এটি বলছি, এটি আমাদের হৃদয়ের কথা। তারপর বলেন,আপনার ভালবাসা এবং একে অপরের প্রতি সহনশীল থাকা এবং একে অন্যকে গ্রহণ করার যে বাণী তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা আমাদের পরস্পরকে একতাবদ্ধ করে রাখবে। বলেন, এটি তাঁর (অর্থাৎ আমার) সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত ছিল, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আর আমি বর্তমান দৃষ্টি ভঙ্গির বিষয়ে তাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবান্বিত হয়েছি। প্রত্যেক ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত লোকেরাই জামাতে আহমদীয়ার খলীফার এই বাণীকে গ্রহন করতে প্রস্তুত এবং শুনতে প্রস্তুত (যা আমি শান্তির বিষয়ে প্রদান করেছি)। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তারা আমাকে শান্তির পয়গাম শুনিয়েছে।

তারপর সেখানকার অর্থাৎ আমেরিকা জামা'তের সেক্রেটারী খারেজা যিনি রয়েছেন তাকেও পরে চিঠিতে জানানো হয়েছে, মির্যা মাসরুর আহমদ সাহেব যিনি উত্তর কেলিফোর্নিয়ায় যে উদ্দেশ্য সাধন করেছেন, তা হলো এখানকার লোকদের মাঝে এমন ভালবাসা, প্রেম-প্রীতির এমন ফসল লাগানো হয়েছে যেটা বছরের পর বছর কাটা হবে। আর সেই ফসল লোকেরা পেতেই থাকবে। এটা হলো সেই দৃশ্য যারা ইসলামের বিরোধী ছিল তারা এখন এই বর্ণনা দিচ্ছে, আমাদের লোকেরা সারা বছর ফসল থেকে ফায়দা উঠাবে, এই ফসল কাটবে, আর এভাবে ইসলামের যে কঠোর মনোভাব ছিল তা দূর হয়ে গেছে।

অত:পর কেলিফোর্নিয়া স্টেটের প্রাক্তন গভর্ণর তিনিও প্রকাশ করেন। তিনি আমার সাথে বসে কথা বলছিলেন আর এম.টি.এ-এর বিষয়ে আমি তাকে বলেছিলাম, জামাতের উদ্দেশ্য কী, কিভাবে তবলীগ করা হয়, কিভবে এম.টি.এ চলে? এ ব্যাপারে তারও খুব আগ্রহ ছিল। অত:পর তিনি ফ্রিকুয়েন্সিও নোট করে নেন আর বলেন, এখন থেকে আমি অবশ্যই এটি দেখবো এবং শুনবো।

Los Angeles -এ দুটি বড় পত্রিকা "Los Angeles Times" আর "Wall Street Journal" তারা আমার ইন্টারভিউও নিয়েছিল। আর সেখানেও ইসলামের উদ্ধৃতি নিয়েই বেশি আলোচনা হয়েছে। অত:পর তিনি আমাকে প্রথম প্রশ্ন এটি করলেন যে, আপনারা ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণীকে কিভাবে বিস্তৃতি দান করবেন যেখানে কতিপয় মুসলমানের কট্টর এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ঘটনার কারনে ইসলামের ওপর অনেক বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। এই বিরূপ প্রভাবকে দূর করার জন্য আপনি কী করছেন? এতে আমি তাদের উত্তর দিয়েছিলাম, প্রকৃত ইসলাম তো শান্তির বাণী। 'ইসলাম' এর অর্থ হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা।

আর আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে, হযরত রাসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করবেন। তিনি এসে গেছেন আমরা যাকে মান্য করেছি । তিনি কেবল মুসলমানদেরকে নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের সত্যতা ও প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা আলোকিত করবেন। তিনি ইসলাম ধর্মের শান্তির বাণী ও এর শিক্ষা দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করবেন। কাজেই এই যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আগমন করেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন আর এ যুগে আমরা এ কাজ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এরপর আমি তাকে যুদ্ধের ব্যাপারে বলেছি,সে প্রশ্ন করেছে মুসলমানেরা কেন যুদ্ধ করেছে? আমি আমার বক্তব্যেও এটা বর্ণনা করেছি। কিন্তু আমার সাক্ষাতকারটি এর পূর্বে ছিল। আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, মুসলমানগণ কখনো আগে আক্রমন করেনি।

বরং মুসলমানদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, তাদের উপর আক্রমন করা হয়েছে এর জবাবে মুসলমানরা তা প্রতিহত করেছে। এখন যেহেতু মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোন বিশেষ যুদ্ধ করা হয় না বা তাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ হয় না এ কারনে যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হবে সকল প্রকার তলোয়ারের জেহাদ নিষিদ্ধ। বর্তমানে মুসলমানদের যে জিহাদী দলই এ বরাতে কাজ করছে, তারা ভুল করছে। হযরত রাসূল করীম (সা.) এবং খলিফা রাশেদীনগণের দ্বারা কখনো এটা প্রমানিত হয় না যে, তারা যুদ্ধের মাধ্যমে অত্যাচার করেছেন।

তারপর সে প্রশ্ন করে, আরব দেশ সমূহে যে আন্দোলন বিদ্যমান এখন সেখানে কি অবস্থা বিরাজ করছে? এ ব্যাপারেও আমি তাকে বলেছি, প্রথমে যে সকল আরব দেশসমূহ ছিল যাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে অথবা যাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা প্রচেষ্টা চলছে তাদেরকে পশ্চিমা দেশ সমূহই সমর্থন করত। বর্তমানে আরব দেশ সমূহে যে আন্দোলন চলছে সেখানকার বিরোধীদের বা বিদ্রোহীদেরকেও পশ্চিমা দেশ সমূহ সমর্থন দিচ্ছে। এর পিছনে তাদের কি উদ্দেশ্য রয়েছে বা কি চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তা তো তারাই ভাল বলতে পারবেন।

এ ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি যে, আমার নিকট দৃশ্যত: মনে হয় পশ্চিমারা ইসলাম ও আরব দেশ সমূহকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে চায়। অনুরুপভাবে আমি মিশরের উদাহরণ দিয়েছি সেখানে আগে কি অবস্থা ছিল আর এখন কি হচ্ছে। লিবিয়ায় কি হচ্ছে? কিন্তু শুকরিয়া সংবাদ-কর্মীরা এ কথাগুলো হুবহু সেইভাবে প্রকাশ না করলেও কিছুটা সীমাবদ্ধতা রেখে হলেও তা প্রকাশ করেছে। এরপর আমি তাদেরকে এটাও বলেছি, পশ্চিমা শক্তিসমূহ যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই চায় তাহলে তারা সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করুক।

এরপর সে সিরিয়ার ব্যাপারেও কথা বলেছে যে এখন সেখানে যে যুদ্ধ হচ্ছে, এটা কি? এ ব্যাপারেও তাকে বলেছি, প্রথমে সেখানে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। এখন সেখানে সেই আন্দোলনে আরো অনেক বিদ্রোহীরা যোগ দিয়েছে। তাছাড়া তাদের পরস্পরের মাঝেও বিরোধীতা রয়েছে। এখন সেখানে কেবল তাদের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধই বিদ্যমান নয় বরং এখন তাদের সেই যুদ্ধ, পশ্চিমা দেশ সমূহের লাভের কারনে পরিনত হয়েছে। এ কারনে এখন দুটি দলের নিয়তই অসৎ আর দু'দলকেই পশ্চিমা দেশ সমর্থন করছে। আমি তাদেরকে বলেছি, পৃথিবী এখন একটি

গ্লোবাল ভিলেজের মত। প্রত্যেকেই, একজন আরেক জনের অবস্থার দরুন প্রভাবান্বিত হয়। রাশিয়া সিরিয়াকে সাহায্য করছে আবার পশ্চিমা পরাশক্তি বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে। যাই হোক, যুদ্ধ বন্ধ হলে দু'দলই লাভবান হবে আর এখন দু'দলই এই চেষ্টা করছে। তারা তাদের পরিবেশিত সংবাদে আমার এ কথাও সংযুক্ত করেছে।

অত:পর আমাকে বলে আপনাদের শান্তির বাণী, এটি বিস্তার লাভ করছে না কেন? আমি তাকে বলেছি, আমাদের বাণী তো বিস্তার লাভ করে চলছে, পৃথিবীবাসী ধীরে ধীরে তা গ্রহন করছে। বর্তমান যুগের লোকেরা ধর্ম গ্রহণ না করলেও তাদের পরবর্তী বংশধররা অবশ্যই তা গ্রহণ করবে। আমরা তো সাহসিকতার সাথে এ বাণী প্রচার করে যাচ্ছি আর আমরা এতে পিছপা হব না। তাকে আমি আরো বলেছি, আমরা আপনাদের মন জয় করতে না পারলেও আপনাদের পরবর্তী বংশধরদের মন অবশ্যই জয় করব। ইনশাআল্লাহ।

এরপর ধর্মের ব্যাপারে কথা হয়েছে। তাকে আমি এটাও বলেছি প্রত্যেক ধর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে আর নবীগণ সত্য শিক্ষাসহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছেন। আমরা সমস্ত নবীগনের প্রতি ঈমান রাখি। কিন্তু সময়ের আবর্তে তাদের শিক্ষায় বিচ্যুতি ঘটে গেছে আর বর্তমানে মুসলমানদেরও একই অবস্থা। কুরআন করিম তো নিজ স্থানে হুবহু রয়েছে কিন্তু মুসলমানরা কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। তারা এর শিক্ষাকে ভুলে গেছে। এ কারনে আল্লাহ তা'লা এ যুগে পুনরায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন।

অত:পর তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উল্লেখ করে বলেন, এজন্য বিশেষ করে আমেরিকান জনগন ইসলাম বিদ্বেষী আর ইসলামের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিমুখতা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। আমি তাঁকে বলি, ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের জন্য আমরা আমাদের কাজ করছি তবে এতে সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এ প্রজন্মে যদি নাও হয় তাহলে আগত প্রজন্মে ইসলামের প্রকৃত চিত্র প্রতিভাসিত হবে আর এর ফলে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। সাধারণভাবে আমি তাদেরকে এটিও বলেছি, মানুষ খ্রিষ্ট ধর্মের বা অন্য কোন ধর্মেরই হোক, তারা ধর্ম থেকে বিমুখ ও সম্পর্কহীন হয়ে যাচ্ছে বরং তারা খোদাতেও বিশ্বাস রাখে না আর নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। তাই এক সময় আসবে যখন প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তারা খোদাতে বিশ্বাস আনবে আর ধর্ম-মুখী হয়ে ফিরত আসবে। তখন আমরা আহমদী মুসলমানগন সেই শূন্যতাকে পূরণ করব আর সে সময় তাদের সম্মুখে প্রকৃত শিক্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যা হোক তিনি সেসব কথা নোট করে নিয়েছেন, রেকর্ড করেছেন আর পরবর্তীতে ভালভাবে পত্র-পত্রিকায় লিখেছেনও।

তদ্রুপ পৃথিবীর বিখ্যাত পত্রিকা Wall Street Journal রয়েছে যা (সমাজের) কর্ণধার ও উঁচু স্তরে পঠিত হয়ে থাকে। এটির ব্যাপক সার্কুলেশন রয়েছে, আমেরিকার বাহিরেও ব্যাপক অঞ্চলে বিশেষ করে চীন প্রমুখ দেশেও যায়। তারা এখানেও ঐ ধরনের প্রশ্ন করেছিল, কিছু প্রশ্ন তো একই রকম ছিল সেগুলোর পুণরুক্তি প্রয়োজন নেই। তারা আমাকে একটি প্রশ্ন করে, আপনি ক্যালিফর্নিয়ায় কেন এসেছেন? আমি তাঁকে বলি, সমগ্র পৃথিবী আমাদের, আমাদের প্রত্যেক জায়গায় যেতে হবে আর ইনশাআল্লাহ্ ইসলামের সংবাদ পৌঁছাতে হবে। এছাড়া এখানে আমাদের জামাত রয়েছে, আমি তাদের সাথে সাক্ষাত করতেও এসেছি।

তারপর তাদের মাথায় সম্ভবত এটিও রয়েছে যে, রাজনৈতিক নেতা বা সাধারণত যেভাবে মানুষ আমেরিকায় ভিক্ষা চাইতে আসে, কিছু নিতে আসে বা সাহায্য চাইতে আসে আমিও হয়ত এ কারনেই এসেছি। তারা জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি এখানে আমেরিকার রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সাক্ষাত করবেন? আপনি তাদের থেকে কি চান, আপনার এজেন্ডা কি? এ প্রেক্ষিতে আমি তাদের বলি, আমি নিজের জন্য আর নিজের জামাতের জন্য তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে আসিনি, আমি কেবল এটি চাই, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক আর এমন প্রোগ্রাম তৈরি হোক, এমন পদক্ষেপ গ্রহন করা হোক যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক হবে। আর পৃথিবী, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। যদি এ অবস্থা নিয়ন্ত্রনে না আসে তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

এছাড়া ইদানিং 'ড্রোন হামলা' হচ্ছে সে সম্পর্কে আমি বলি, নিষ্পাপদের হত্যা করা হচ্ছে আর এ কারণে সেসকল দেশসমূহে যেখানে হামলা হচ্ছে সেখানে পশ্চিমাদের বিরোধিতা বাড়ছে। ইসলামের শিক্ষা তো এটিই যে, নিষ্পাপদের যেন হত্যা করা না হয়, কিন্তু তোমরা এ আক্রমণ সমূহের মাধ্যমে নিষ্পাপদেরও হত্যা করছ আর এ কারণেও বিরোধিতা বাড়ছে।

যা হোক, আমেরিকায় Wall Street Journal, Los Angeles Times এবং Chicago Times আরও অন্য অনেক সংবাদপত্র ছিল যার মাধ্যমে মিডিয়ায় অনেক প্রচার হয়েছে। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন লোকের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। আর অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে পৌঁছেছে অন্তত: পাঁচ মিলিয়ন লোকের কাছে। এছাড়া রেডিও ও টিভির মাধ্যমে দেড় মিলিয়ন লোক পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছেছে। এগুলো কখনো আমাদের চেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব ছিল না। এটি সেই পরিকল্পনা, যা আল্লাহ্ তা'লা প্রণয়ন করেছেন। এটি খোদা তা'লার সাহায্য-সহযোগিতার বহি:প্রকাশ। এটি খোদা তা'লা "সর্বশক্তিমান" হওয়ার সংক্ষিপ্ত এক ঝলক। আল্লাহ তা'লা বলেছেন, তোমাদের উদ্দেশ্য সৎ হলে, চেষ্টা কর তাহলে সেটিরও বর্ধিত ফল দান করব। সুতরাং এখন এটি সেই জামা'তগুলোরও কাজ, তারা এগুলো থেকে উপকৃত হয়ে ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে অগ্রে প্রচার করবেন।

অতঃপর ভ্যানকুভার মসজিদ 'বায়তুর রহমানের' উদ্বোধন হয়েছিল, সেখানেও মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাহিরের অতিথিদের ডাকা হয়েছিল। এটিও মিডিয়ায় যথেষ্ট প্রচারনা পেয়েছে। আর সামগ্রিকভাবে আমেরিকায় ১২ মিলিয়ন লোকের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যা এমনিতে কখনো সম্ভব ছিল না।

মসজিদকে সামনে রেখে কানাডাতে আমার যে সব ইন্টারভিউ হয়েছে, এর মাধ্যমে ৮৫ লাখের মতো লোকের নিকট (আহমদীয়াতের) বার্তা পৌঁছেছে। আমাদের এখানে যেভাবে বিবিসি চ্যানেল আছে তেমনি তাদের ওখানে সিবিসি নামক একটি ন্যাশনাল চ্যানেল আছে। এই চ্যানেলটিও মসজিদের খবর প্রচার করেছে। আর এর মাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ লোকের নিকট এই বার্তা পৌঁছেছে। এছাড়াও সিটিভি নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে ২২ লাখ

লোক, গ্লোবাল টিভির মাধ্যমে ৬ লাখ লোকের নিকট এবং রেডিও কানাডা এবং ফরাসি ভাষায় সিবিসি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রায় চার লাখ লোকের নিকট (আহমদীয়াতের) বার্তা পৌঁছেছে।

যাহোক, সমষ্টিগতভাবে এই মসজিদের মাধ্যমে প্রায় ৮৫ লাখ লোকের নিকট ইসলামের বার্তা পৌঁছেছে। বিভিন্ন রেডিও চ্যানেল এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমেও বার্তা পৌঁছেছে। এগারোটি পত্রিকায় এই খবর ছেপেছে। আর এর মাধ্যমে সাড়ে সাত লাখ লোকের নিকট বার্তা পৌঁছেছে। রেডিওর মাধ্যমে প্রায় এগার লক্ষ লোকের নিকট এই বার্তা পৌঁছেছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীরও গণমাধ্যম ও রেডিও ষ্টেশন রয়েছে। এদের মাধ্যমে প্রায় ছয় লক্ষ লোকের নিকট বার্তা পৌঁছেছে। সেখানে আমাদের এক শিখ বন্ধু মানমিত ভুল্লার সাহেব যিনি একজন রাজনীতিবিদ এবং আলবার্ট্রা প্রদেশের মন্ত্রী, তিনি লিখেন, জেনেভাতে 'শান্তি' বিষয়ের ওপর আমার একটি বক্তৃতা রয়েছে যার খসড়া আমি পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। মসজিদ উদ্বোধনের সময় তিনি এখানে এসেছিলেন তিনি বলেন, আপনার বক্তৃতা শুনার পর আমি নতুন করে আমার বক্তৃতা প্রস্তুত করব এবং তাতে আপনার বর্ণিত বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করব। আমি আপনার এই বক্তব্যর সাথে একমত পোষন করি।

সেখানে 'শেরে পাঞ্জাব' নামক একটি রেডিও চ্যানেল রয়েছে এর এক কর্মকর্তা রবীন্দ্র সিং সাহেব বলেন, আমি আপনার উপাস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন ধরণের ত্রুটি পাই নাই। আপনার এই বক্তৃতা সাহসীকতাপূর্ণ।

Christian Beckter সাহেব বলেন, আপনি মসজিদ উদ্বোধনের সময় এ কথা বলেছিলেন যে, "আমরা যখন কোথাও মসজিদ উদ্বোধন করি বস্তুত সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়।" তিনি বলেন, আপনার এই বক্তব্য প্রমাণ করে আহমদীরা সংঘাত পছন্দ করে না বরং তারা শান্তি প্রিয় মানুষ। আহমদীরা মানবতা প্রতিষ্ঠা করে।

সিবিসির প্রতিনিধি সাংবাদিক বলেন, "তিনি আমার সব প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেছেন। আমি যে বিষয়ের সন্ধানে ছিলাম তা আমি পেয়ে গেছি।" সান্ধ্যকালীন সংবাদে তিনি এ সংবাদটি পরিবেশন করেন। ভারতের এক সাংবাদিক বলেন, 'আমি আপনার এই বক্তৃতাটি হুবহু আমার পত্রিকায় প্রকাশ করব। এতে অভূতপূর্ব বার্তা রয়েছে।' এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমি আজ জানতে পারলাম শান্তি শুধু খ্রিষ্ট ধর্মেই নয় বরং প্রতিটি ধর্মেই বিদ্যমান। আমি আজ যা শিখেছি অবশ্যই আমি তা আমার সন্তানদেরকে শিখাব।' মরক্কোর একজন মুসলমান বলেন, 'আপনি শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আশা করি, ইসলাম সর্ম্পকে উগ্রতার যে ধারণা মানুষের মাঝে রয়েছে মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের শান্তির বার্তা এখন ছড়িয়ে পড়বে। আমি নিজে মুসলমান কিন্তু আপনার এই বক্তৃতার মাধ্যমে আমি ইসলাম সর্ম্পকিত অনেক নতুন বিষয়াদী শিখতে পেলাম।'

একজন মেহমান বলেন, 'আমি মুসলমান নই তথাপি মসজিদ উদ্বোধনের সময় আপনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা চিন্তার অনেক খোরাক জোগায়। এই বক্তৃতায় অনেক বিষয়কে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, (ইসলাম সর্ম্পকে) সাধারণ একজন মানুষের ভয়-ভীতিকে সামনে রেখে আপনি বক্তৃতা করেছেন। এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, প্রশংসাযোগ্য এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল।' একজন বললেন, ''আপনার তৌহিদের বার্তায় সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী রয়েছে।'

আমি যেভাবে বলেছি, এসব কাজে মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, ক্যালগেরী থেকে সিবিসি এই সংবাদগুলো সম্প্রচার করেছে। অনুরূপভাবে সিটিভি এবং ওমনি টিভিও এই সংবাদ সম্প্রচার করে। এভাবে ৮৫ লাখ লোকের নিকট এই বার্তা পৌঁছেছে। সামগ্রীকভাবে হিসেব করলে প্রায় দুই কোটি লোকের নিকট এই বার্তা পৌঁছেছে। এদিক থেকে আমেরিকার জনসংখ্যার প্রায় চার শতাংশ বরং ওয়েষ্টকোষ্ট প্রদেশের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ লোকের নিকট এবং কানাডার মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ লোকের নিকট এই বার্তা পৌঁছেছে। অন্য কোনভাবে এই বার্তা পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। এটা শুধু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে।

পরে সে আবার এখানে, কানাডাতেই একটি প্রশ্ন করে, ইসলাম শান্তির ধর্ম কিন্তু এখন কি মুসলমানদের পক্ষ থেকে শান্তির বিষয়টি প্রকাশ পাচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি তাকে বলেছি, এটাই তো কুরআন করীমের শিক্ষা। কোন নেতা, বিচারক বা সাধারণ লোক যদি এর বহিঃপ্রকাশ না ঘটায় তবে সেটি হল তার দোষ। তাদের (অর্থাৎ সাধারণ মানুষ)কে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রাপ্য অধিকার দেয়া হচ্ছে না অথবা মুসলিম দেশগুলোতে এমন হচ্ছে না।

আর এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন। সে বারবার একই উদ্ধৃতি দিচ্ছিল, যেমন বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে সে বলছিল, কানাডার ট্রেনের ঘটনা, বোস্টনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা, লন্ডনের ঘটনা, এর উত্তরে আমি তাকে বলি, এসব কিছু হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার ফলে। এগুলো ঘটানো ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে এসব লোকের দূরত্বের জন্য এগুলো হচ্ছে। এসব লোক যদি এই সঠিক শিক্ষার উপর আমল করতো তবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। আর এ বিষয়েই আমি তাকে বলেছি, ইসলামের নামে অল্প কিছু সংখ্যক চরম পন্থী দল এসব কাজ করছে। সেখানে আমি তাকে বলেছি, বৃটেনে মুসলমানদের বড় একটি সংগঠন হলো মুসলিম কাউন্সিল, তারা বৃটেনের ঘটনাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিরস্কার ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। এ ঘটনাকে তারা অনৈসলামিক কর্মকান্ড বলেছে। মুসলিম কাউন্সিল খুব ভাল কাজ করেছে এবং খুব ভাল বিবৃতি দিয়েছে।

একইভাবে সে জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীতে এখন সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য কী করছেন? আমি তাকে বলেছি, আমরা তো লাগাতার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের সেবা করে যাচ্ছি। আমাদের কাছে তো কোন (পার্থিব) শক্তি নেই যে, সেই শক্তির জোরে আমরা এই নিপীড়ন নির্যাতনকে প্রতিহত করতে পারি। তবে হ্যাঁ! ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাকে আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি এবং দিতে থাকব।

পরে সে আবার বলে, প্রচলিত আছে মসজিদের মাধ্যমে উগ্রবাদ বিস্তার লাভ করে। এর উত্তরে আমি তাকে বলি, অন্যদের সম্বন্ধে আমি বলতে পারি না, কিন্তু আমাদের জামা'তে আহমদীয়ার মসজিদগুলো থেকে সর্বদা শান্তি, সৌহার্দ্র ও ভালোবাসার বার্তাই পৌঁছানো হয়েছে এবং এজন্যেই আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ

জন্যেই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তে আহমদীয়ার মাঝে সাধারণ ভাবে অপরাধীর সংখ্যা একেবারে না থাকার মত বরং নেই। আর যদি এক দু'জন এমন থেকেও থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে জামাত ব্যবস্থা নেয় এবং ততক্ষণাৎ তাকে জামাত থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সেই মহিলা সি. বি. সি.-এর সাংবাদিক ছিল, বিশ পঁচিশ মিনিটের সাক্ষাতকার ছিল এতে সে বারবার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এমনভাবে প্রশ্ন করছিল যেন আমি তার কথার শিকার হয়ে গিয়ে বলি, ইসলামের শিক্ষা শান্তির শিক্ষা নয় আর আমরা ভিন্ন কোন কথা বলছি। অবশেষে, আমি তাকে বললাম, তুমি বিভিন্ন আঙ্গিকে একই প্রশ্ন বার বার করে যাচ্ছ, আমার উত্তর একই হবে। এ কথা শুনে সে হেসে উঠে। পরে সে আমাদের লোকদের কাছে বলেছে, তিনি আমার কৌশল ধরে ফেলেছেন। আমি তাঁর মুখ থেকে কোন না কোন ভাবে ইসলাম বিরোধী কথা বের করতে চাচ্ছিলাম। যাহোক ইসলামের যে শিক্ষা তা তো সুস্পষ্ট, আর নিজে থেকেই বেরিয়ে আসে। আমাদের মাঝে কোন ভনিতা নেই। এরপর সে বলে, আপনাদের এ বাণী কীভাবে বিস্তার লাভ করবে? আমি তাকে বলি, আমরা এ বার্তা প্রচার করছি এবং করে যাবো। আর ইন-শা-আল্লাহ্ মনোবল হারাবো না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দাবি করেছেন তখন তিনি একা ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় প্রায় পাঁচ লাখ আহমদী ছিল। এরপরে খিলাফতের ধারা শুরু হয়েছে। একশত পঁচিশ বছর অতিবাহিত হচ্ছে, এখন আমাদের সংখ্যা কোটির কোঠায়। আর আমাদের সাথে মুসলমান, খ্রিষ্টান ও অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষও যুক্ত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যত প্রজন্ম একে গ্রহণ করবে, আর পৃথিবীতে তখন সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রকৃত ইসলাম পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে।

যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্‌র কৃপায় এ সফরের মাধ্যমে আনুমানিক বিশ মিলিয়ন বা দুই কোটির বেশি মানুষের কাছে এ বার্তা পৌছে গেছে। এত অধিক সংখ্যক লোকের কাছে বার্তা পৌঁছে যাওয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এত লোকের কণ্ঠে ইসলাম এবং জামা'তের স্বপক্ষে কথা উচ্চারিত হওয়া যার কিছু উদাহরণ আমি দিয়েছি, এগুলো কোন কিছুই মানবীয় চেষ্টায় অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার পরিচালিত শক্তির বিকাশ।

সেখানে লসএঞ্জেলসের খুতবায় আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কাশফের (দিব্যদর্শনের) উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে সম্ভবতঃ বলেছিলাম, বিপুল জনসমুদ্র; কিন্তু আসলে জনসমুদ্র নয় বরং একটি বড় মাঠ ছিল, সেই খালি মাঠ থেকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের ধ্বনি যা উচ্চকিত হচ্ছিল, নিশ্চয় তার এক অংশ এভাবেও পুরণ হয়েছে।

অতএব, এত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণকারী মন্তব্যসমূহ, এ কথার সত্যায়ন করে যে ইনশাআল্লাহ্ এখান থেকে আওয়াজ উঠতেই থাকবে এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের পক্ষে অত্যন্ত জোরালোভাবে এই আওয়াজের প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হতে থাকবে।

আমি বললাম, এটিও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে স্বীয় করুণায় সংঘটিত, আমি একমাস পূর্বে স্পেন সফর করে এসেছি। সেখানে জামাতের পরিচিতি ব্যাপক আকারে ছড়িয়েছে। এটি সেই দেশ যেখানে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল, এখন সেখানে খৃষ্টানরা অগ্রে আছেন, সেখানে এখন পূণরায় ইসলামের পরিচিতি আরম্ভ হয়েছে। একমাস পরে এখন আমি আমেরিকার ঐ অঞ্চলে এসেছি যেখানে অনেক বড় সংখ্যায় স্পেনীয়রা বসবাস করেন।

অতএব, এ কাজ হাতে নেয়া আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'লা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের উভয় দেশের স্পেনিশ ভাষাভাষীদের মাঝে আহমদীয়াত বা প্রকৃত ইসলামের পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। এটাকে অব্যাহত রাখার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব এবং তাদেরকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসব। ইনশাআল্লাহ্, আমি যেমন ইতিপূর্বে জুমআর খুতবায় বলেছি, আমেরিকায় বিশেষ করে লসএঞ্জেলসে স্পেনীয়রা বলেছে তাদের সংখ্যা এখানে অনেক বেশী, স্পেন দেশে বসবাসকারী সংখ্যার চেয়ে এখানে তাদের সংখ্যা দশগুন বেশী– আমরা যেন এদের প্রতি দৃষ্টি দেই। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)ও একবার মজলিস শূরায় বলেছিলেন, পশ্চিম থেকে সূর্য উদয়ের সাথে আমেরিকারও সম্পর্ক রয়েছে। আবার একস্থানে আমেরিকায় তবলীগি কর্মকান্ড সম্পর্কে বলেছিলেন:

"অতএব, বিশেষ করে আমেরিকায় আমাদের তবলীগের প্রোগ্রাম বানানো উচিৎ। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, তবলীগ করতে গিয়ে নিজেদের তরবিয়তের কথা ভুলে গেলে চলবে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরবিয়তের কথাও ভুলে যাওয়া উচিৎ হবে না। এ দুটোই আবশ্যকীয়।" এটি তখন হওয়া সম্ভব যখন আমরা নিজেদের সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকাশ করব।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা কানাডার এক চতুর্থাংশ জনগনের কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াতের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এখন এখানেও তবলীগের ময়দানকে সম্প্রসারণের কাজ হাতে নিতে হবে। আর এটি নিজেদের তরবিয়ত, তবলীগ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা এবং ইবাদতের মান উন্নত করার মাধ্যমে অর্জিত হবে। ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা আমেরিকা, ক্যানাডা এই দুই জামা'তকে এবং দুনিয়ার বাকী জামাতগুলোকেও উত্তমভাবে কাজ করার সৌভাগ্য দান করুন। এখানে একথাও বলব যে, এসব নতুন পরিচয় এবং পথ যা উন্মোচিত হয়েছে, এতে উভয় দেশের (আমেরিকা/কানাডা) যুবকদের তুলনামূলক ভাবে বেশী কাজ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের শক্তি দান করুন।

সুতরাং নুতন প্রজন্মকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী দায়িত্ব নিতে হবে এবং তা পালনের চেষ্টা করতে হবে। উভয় দেশের সেক্রেটারী উমুরে খারেজাগণ এখনো যুবক, তারা আর তাদের টীমের সদস্যরা আল্লাহ্ তা'লার ফজলে ভাল কাজ করছেন। উভয়ে রাবেতার ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপক কাজ করেছেন। আর তাই এখন তবলীগের রাস্তা খুলেছে, এমতাবস্থায় তবলীগ ও তরবিয়ত উভয় বিভাগের অনেক কাজ। এদের থেকে অনেক উপকার গ্রহন করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, তারা আরো বিনয়াবনত হোন; এটা যেন না হয় যে, কিছু কাজ করে গর্ব করা শুরু করেন! বরং আল্লাহ্‌র কাছে বিনয়াবনত হোন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমন বলেছেন, বিনয় এবং নিরহঙ্কার হওয়া খুবই জরুরী। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফিক দান করুন।

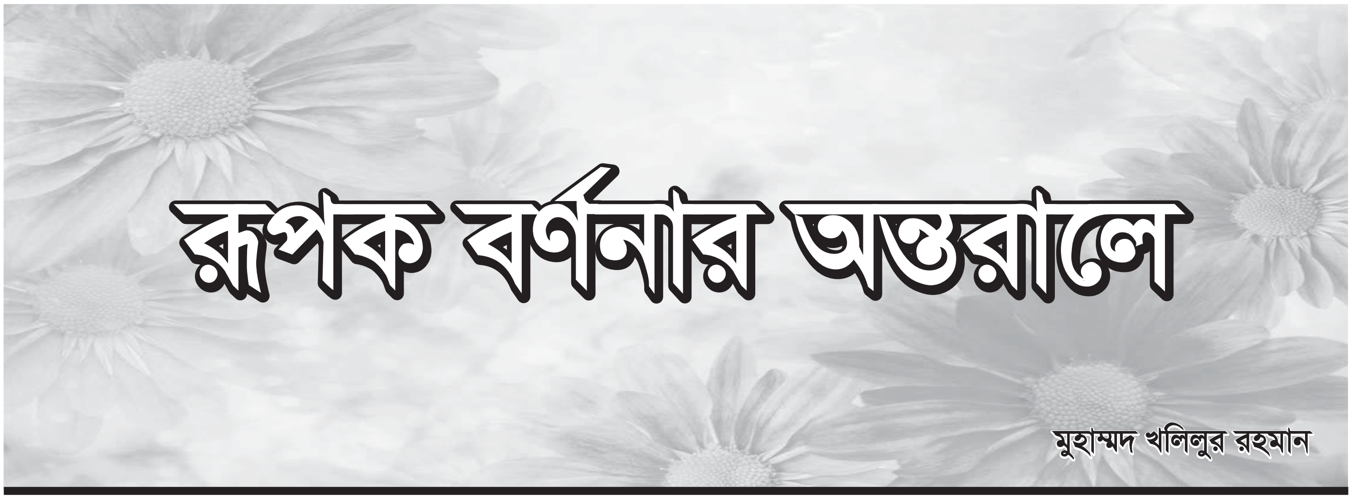

রূপক বর্ণনার অন্তরালে

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

৬। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর কার্যাবলীঃ রূপকাবৃত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে

(ক) কার্যাবলীর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশাবলী এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসঃ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা জুমা-এর ৩ ও ৪ আয়াতে হযরত রাসূলে আকরাম মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন- একটি ইসলামের প্রথম যুগে এবং অন্যটি আখেরীনদের মধ্যে অর্থাৎ আখেরী যুগে ইসলামের পুণ:প্রচারের জন্য। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আখেরী যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর 'বুরুজ' (আত্মিক বিকাশ) বা 'যিল' (প্রতিবিম্ব) হিসেবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব হওয়ার মাধ্যমে রূপকভাবে সূরা জুমায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। আখেরীনদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্বশরীরে পুণরায় আবির্ভাব বা পুনর্জ্জন্ম হওয়া ইসলামের মৌলিক-নীতির পরিপন্থী। উক্ত সূরায় হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আগমনের যে চারটি প্রধান উদ্দেশ্যের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি তাঁর আবির্ভাবের উভয় পর্যায়ের জন্যই প্রযোজ্য।

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফের হাদীসে মহানবী (সা.)-এর পুনরাগমন দ্বারা "আকাশে উঠে-যাওয়া" ঈমানকে ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠার জন্য একজন মহাপুরুষের আবির্ভাবকে বুঝানো হয়েছে। ফলত: আখেরী যুগে ইসলামের পুণ:প্রতিষ্ঠা ও পূর্নরূপে প্রচারের জন্য মহানবী (সা.)-এর অনুসারী 'উম্মতি নবী'রূপে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের চারটি মূল উদ্দেশ্য হলো:-

(১) আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলী (আয়াত) বর্ণনা করা;

(২) অনুসারীদিগকে পবিত্র আখলাক ও পরিশুদ্ধ সুসভ্যজাতি (ইউযাক্কিহিম) হিসেবে গড়ে তোলা;

(৩) পবিত্র কুরআনের শিক্ষাদানের জন্য (ইউয়াল্লেহুমুল কিতাব) সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং

(৪) পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের (হিকমত) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এবং এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণের পথে পরিচালিত করা।

উপরোক্ত মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণভাবে পুণ:প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচারকল্পে এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বব্যাপি ইসলামী তালিম, তরবিয়ত ও তবলিগের জন্য সুদুরপ্রসারী কার্যক্রম গ্রহন করেছেন। উপরোক্ত চারটি মূল উদ্দেশ্যাবলীর প্রেক্ষিতে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য এবং প্রচেষ্টার মূল বিষয়গুলো নিচে উল্লেখ করা হলোঃ-

(১) আকাশে 'উঠে যাওয়া' ঈমানকে (অর্থাৎ রূপকার্থে ঈমানের অভাব এবং মত-পার্থক্যের ক্ষেত্রে সীমাহীন বাড়া-বাড়ি কারণে তিরোহিত ঈমানকে) পুণরায় পৃথিবীতে ঐশী-প্রতিশ্রুত পদ্ধতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ("লাও কানাল ঈমানু মুয়াল্লাকান ইনদাস সুরাইয়া"- সম্পর্কিত বুখারী শরীফের বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।

(২) রূপকভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুণরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐশী-অনুমোদিত ইসলামী খেলাফত পুণ:প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বর্তমান কালের যাবতীয় অন্যায় ও অনাচার দূর করতঃ শান্তি, সৌহার্দ্য এবং কল্যাণময় সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা, (সুরা নূরঃ ৫৬-৫৮ আয়াত এবং সুরা আলে ইমরান :১০৪, 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' সম্পর্কিত হাদীস দ্রষ্টব্য)।

(৩) ইসলামী খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ-সিক্ত নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর ইবাদত কায়েম করা, শির্কের মূলোৎপাটন করা, অবিশ্বাস ও বিদ্রোহের পরিবর্তে বিশ্বাস ও আজ্ঞানুবর্তিতার শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। (ঐ)

(৪) ইসলামী নামায ও যাকাত ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ঐশী সাহায্য ও করুনা কামনা করা (ঐ)।

(৫) অস্বীকারকারী এবং বিরুদ্ধবাদীদের সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন এবং অপচেষ্টা সত্ত্বেও ঐশী-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐশী-প্রতিশ্রুত নেযাম তথা খেলাফতের অধীনে থেকে ক্রমাগত ধারায় উন্নতি লাভ করা (ঐ)।

(৬) প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং ঐশী প্রত্যাদিষ্ট প্রতিশ্রুত সংস্কারক হওয়ার দাবী পেশ করা এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদন করা। এই সকল কার্য সম্পর্কে হাদীসের বিভিন্ন রূপক বর্ণনার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:-

* "ওয়াল্লাযী নাফ্সী বে-ইয়াদেহি লাইউশেকুন্না আই-ইয়ানজিলা ফিকুম ইবনে মার-ইয়ামা হাকামান আদালান ফা-ইয়াকসিরুস সালীবা ওয়া ইয়াকতুলুল

খিনজিরা ওয়াইয়া জাউল জিযইয়া....কায়ফা আনতুম ইযা নাযালাবনা মার-ইয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামাকুম মিনকুম।"

অর্থ:- "আমি তাঁর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জান রয়েছে, তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম আবির্ভুত হবেন মীমাংসাকারী ন্যায়-বিচারক হিসেবে। অত:পর তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর বধ করবেন এবং যিযিয়া রহিত করবেন......... তোমরা কত সৌভাগ্যশালী হবে যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন।" (বুখারী শরীফ: বাব নযুলে ইসা ইবনে মরিয়ম)।

* "লাল মাহদী ইল্লা ইসা ইবনে মরিয়ম"। অর্থ:- ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্যকোন মাহদী নাই।" (ইবনে মাজা)

* "ইউশেখুমান আশা মিনকুম আই-ইয়ালকা ইসাবনা মারইয়ামা ইমামান মাহদীয়ান ওয়া হাকামান আদলান ফা ইয়াকসিরুস সালিবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়া ইয়াজাউল হারব"।

অর্থ:- "তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহদী এবং মীমাংসাকারী ন্যায়-বিচারক হিসেবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর বধ করবেন এবং ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন।" (মসনদে আহমদ বিন হাম্বল: জিলদ-১, পৃ:৪১১)

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো ব্যাখ্যা-সাপেক্ষে অবশ্যই সত্য এবং এই বর্ণনাগুলো হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হবেন এবং তাঁর প্রধান কার্যাবলী হবে: (ক) ইবনে মরিয়ম, ইমাম মাহদী এবং 'ইমামুকুম মিনকুম' হিসেবে আবির্ভুত হওয়ার দাবী করা; (খ) তিনি মীমাংসাকারী ন্যায়-বিচারক হবেন; (গ) তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন; (ঘ) 'খিনজির' বা শুকর বধ করবেন এবং (ঙ) তিনি ধর্মীয় যুদ্ধ রহিত করবেন। (এগুলো সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাখ্যা পরে উল্লেখ করা হবে)

(৭) ধর্মীয় সংস্কার (তাজদীদে দ্বীন) সম্পর্কিত কার্যাবলী অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে যে সকল 'আকায়েদ' কুরআন করীমের শিক্ষা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের বিরুদ্ধে স্থান লাভ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে সকল দুর্বলতা ও খারাবী অনুপ্রবেশ করেছে, সেগুলির সংশোধন ও সংস্কার করা (সূরা ফুরকান:৩১, হিজর:১০ ও সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্রষ্টব্য)।

(৮) তিনি দাজ্জালী ফেত্না অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টানী আকীদার অসারতা প্রতিপন্ন করবেন এবং অনুরূপভাবে ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনা অর্থাৎ পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী চক্রের রাজনৈতিক ও সামরিক মত-বিরোধের অবসান ঘটাবেন (সূরা আম্বিয়া: ৯৭, সূরা কাহাফ:৯৫ ও ৯৯, সূরা রহমান:৩২-৩৬ এবং পূর্বে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহ দ্রষ্টব্য)।

(৯) বর্তমানকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের যুগে অকাট্য এবং অখন্ডনীয় যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী নিদর্শন সম্বলিত লেখার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করা (সূরা তকবীর:১১, আলাক:৫, সূরা বাকারা:২৪ আয়াতের আলোকে)।

(১০) সকল ধর্ম ও মতবাদের মোকাবেলায় ইসলামের সত্যতা এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যুক্তি-জ্ঞান এবং জীবন্ত নিদর্শনাবলীর সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা (সূরা সাফ:১০, সূরা মুজাদিলা:২২, সূরা আল হাক্ক:৪৫ ও ৪৬ এবং পূর্বে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট হাদীস বর্ণিত)।

(১১) বিরুদ্ধবাদী শত্রু এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের জন্য বিশেষ ঐশী-নিদর্শনাবলীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা (সূরা জুমা:৭-৯ আয়াতের আলোকে)।

(১২) পবিত্র কুরআনের শিক্ষার অধিনস্ত অহী বা ঐশী-বাণী লাভ করে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের সন্দেহাতীত জ্ঞান ('হাক্কুল একীন' লাভের পথ উন্মুক্ত থাকার ঘোষণা করা, স্বয়ং এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণতার স্বাক্ষ্য প্রদান করা (সূরা হামীম আস সেজদা:৩১, সূরা ইউনুস:৬৫, সূরা আল হাক্কা:৪৫-৪৭)।

(১৩) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং দারিদ্র দূরীকরণ এবং প্রাচুর্য সম্পর্কিত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য, ন্যায় ও কল্যাণ-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা (সূরা বাকারা:১৯৬, সূরা ত্বাহা:১১৯-১২০, সূরা আল ইমরান:৯৩)

(১৪) বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী এবং যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধ-জনিত সংকটাবলীর ন্যায়-সংগত সমাধানের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শন করা এবং সেই উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা (সূরা হুযুরাত:১০, সূরা আম্বিয়া:১০৫, সূরা আস শুরা:১১-১৫, ৩৭-৪৪, সূরা নূর:৫৬)।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) নিজেও সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন পুস্তকাবলীর মধ্যে ঘোষণা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ্য:

* "আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্দেশ্য হলো: খোদা ও তাঁর সৃষ্ট-জীবের সম্পর্কের মধ্যে যে আবিলতার সৃষ্টি হইয়াছে উহা দূর করত: প্রেম ও অনুরাগের সম্পর্ক পুণরায় স্থাপন করা, সত্যের প্রকাশ দ্বারা ধর্মীয় কোন্দলের অবসান করত: মিলনের ভিত্তি গড়িয়া তোলা, ধর্মের যে সকল তত্ত্ব লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে, তাহা পুণ:প্রকাশ করা, সেই আধ্যাত্মিকতা বা স্বার্থপরতার অন্ধকারে নীচে নিমজ্জিত তার আদর্শ প্রদর্শন করা, আল্লাহ্ তা'লার যে শক্তিনিচয় মানবের মধ্যে প্রবেশ করত: দোওয়ার মধ্যবর্তিতায় প্রকাশিত হয়, তাহা কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কার্য দ্বারা প্রতিপন্ন করা এবং সর্বোপরি সর্বপ্রকার 'শিরক' হইতে মুক্ত, বিশুদ্ধ ও সমুজ্জল তৌহীদ, যাহা সম্পুর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, উহার চিরস্থায়ী চারা রোপন করা। এই সকল কাজ আমার শক্তি দ্বারা নয় বরং সেই খোদার শক্তিতে সম্পাদিত হইবে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর খোদা।" ('লেকচার শিয়ালকোট', পৃ:-৩৪)

* "আমি ইসলামের ওপর হইতে প্রতিটি আপত্তির পঙ্কিল-প্রলেপ অপসারিত করিয়া কুরআন শরীফের উজ্জল মনি-মুক্তা এবং গুপ্ত ধন-ভান্ডার প্রকাশিত করার এবং পৃথিবীর বুকে কুরআন শরীফের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ:৯০)

* "এখন আমি পরম শিষ্টাচার ও বিনয়ের সহিত মহামান্য মুসলিম উলামা 'খ্রিষ্টান, পাদ্রী এবং হিন্দু পন্ডিতগণের নিকট এই বিজ্ঞাপন পাঠাইতেছি এবং সংবাদ দিতেছি যে, চরিত্র, বিশ্বাস ও ঈমানের দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।.......... আল্লাহ আমাকে জানাইয়াছেন যে, যাবতীয় ধর্মের মধ্যে ইসলামই সত্য। আমাকে জানান হইয়াছে যে, যাবতীয় ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র কুরআনের সুশিক্ষাই শুদ্ধতার চূড়ান্ত সীমায়

রহিয়াছে ও মানবের হস্তক্ষেপ হইতে পবিত্র। আমাকে আরও জানান হইয়াছে যে, সমস্ত রাসূলের মধ্যে পূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং স্বীয় জীবন দ্বারা মানবীয় গুণ গরিমার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ছিলেন একমাত্র আমাদের প্রভু হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

খোদা তা'লার পবিত্র ও পরিস্কার ওহী দ্বারা আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি তাঁহার প্রতিশ্রুত মসীহ ও অঙ্গীকৃত মাহদী এবং ভিতর ও বাহিরের মতভেদ সমূহ মীমাংসার জন্য সুবিচারক রূপে প্রেরিত হইয়াছি। আমার জন্য মসীহ এবং মাহদী যে দুই নাম রাখা হইয়াছে- এই দুই নাম দ্বারা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে পূর্বেই সম্মানিত করেছেন এবং পরে খোদা তা'লা আপন পরিস্কার বাণী দ্বারা আমার এই নামই রাখিয়াছেন। যুগের বর্তমান অবস্থাও অনুমোদন করিতেছে যে, আমার এই নামই হউক। বস্তুত: আমার নামের স্বপক্ষে তিন সাক্ষী বিদ্যমান।

(প্রথমত:) আমার খোদা, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের সত্বাধীকারী, আমি তাঁহাকেই সাক্ষী রাখিয়া এই ঘোষণা করিতেছি যে, আমি তাঁহার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি; তিনি স্বীয় নিদর্শন সমূহ দ্বারা আমার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন; যদি কোন ব্যক্তি ঐশী-নিদর্শন সমূহে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া তিষ্ঠিতে পারে, তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। (দ্বিতীয়ত:) যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের সুক্ষকথা এবং তত্বজ্ঞান বর্ণনায় আমার সমকক্ষতা করিতে পারে, তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। (তৃতীয়ত:) যদি কোন ব্যক্তি গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যের গোপন কথা এবং ঐ সমস্ত রহস্যপূর্ণ ব্যাপার, যাহা খোদা তা'লার অসীম ক্ষমতা দ্বারা সংঘটিত হইবার পূর্বে আমার নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে, আমার বরাবর হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, আমি খোদা তা'লার পক্ষ হইতে নহি"। (আরবাইন, ১ম খন্ড)

(খ) ক্রুশ ভঙ্গকারী বলতে কি বুঝায়?

সহী হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যুগে আগমনকারী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অন্যতম প্রধান কার্য হবে এই যে, 'তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন'।

প্রথমতঃ উল্লেখ্য যে, ক্রুশ ধ্বংস করা বলতে খ্রীষ্টানদের গলায় ঝুলানো এবং গীর্জায় রক্ষিত ক্রুশগুলিকে ভেঙে ফেলার কাজগুলিকে বুঝায় না। ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত 'ইয়াকসিরুস সালীব'-এর ব্যাখ্যা বা তাবির হলো ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টধর্মের অসারতা প্রকাশ করা (বুখারী শরীফের সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাখায় আল্লামা আইনী অনুরূপ ব্যাখ্যায় প্রদান করেছেন)।

হযরত মীর্যা সাহেব (আ.) ক্রুশীয় ত্রিত্ববাদের খন্ডনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের এমন কতকগুলো প্রমাণ পেশ করেছেন, যেগুলির মোকাবেলা করার মত পাল্টা যুক্তি-প্রমাণ কেউই পেশ করতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতেও পারবেন না। তাঁর যুক্তি সমূহের মূলকথা হলো এই যে- (১) হযরত ঈসা (আ.) একজন মানুষ রাসূল ছিলেন; (২) তিনি ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর সঙ্গাহীন অবস্থায় মৃতবৎ হয়েছিলেন (ক্রুশে মারা যান নাই) (৩) পরে তিনি গোপনে হিজরত করে ইস্রায়েল জাতির অন্যান্য গোত্রের কাছে ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যের দিকে আগমন করেছিলেন এবং (৪) শেষে কাশ্মিরে অবস্থানকালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন, যেখানে তাঁর 'রওজা' (সমাধি) অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। হযরত মীর্যা সাহেব তাঁর বিভিন্ন পুস্তকের আলোকে এই সকল বিষয়ে আলোকপাত করেন। ফলত: সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈসা (আ.) ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন নাই, বরং পরিণত বয়সে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। এই মহা আবিষ্কার বিশ্বে এক মহা-আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক-গবেষণার ফলে আরও বিস্ময়কর তথ্যাবলী ক্রমান্বয়ে হযরত মীর্যা সাহেবের (আ.) যুক্তি-প্রমাণকেই সমর্থন করে চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ 'ক্রুশ' হলো খ্রিষ্ট-ধর্মের বুনিয়াদী চিহ্ন। বর্তমানে খ্রিষ্টানগণ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ-তাদের মতে পিতা-ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্ব (যীশু) এবং পবিত্র আত্মা। তাদের আরও বিশ্বাস হলো এই যে, হযরত আদম (আ.) ও হাওয়ার কথিত পাপ বংশানুক্রমে মানবজাতির মধ্যে প্রবহমান রয়েছে এবং ঈশ্বর করুণাবশত: এই উত্তরাধিকার জনিত পাপ হতে মানব জাতিকে উদ্ধারের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ক্রুশে জীবন দান করে মানব-জাতির আদি-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। যীশুর এই রক্তদানের মতবাদকে প্রায়শ্চিত্ববাদ বলে অভিহিত করা হয়। হযরত মীর্যা সাহেব (আ.) খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্ব বাদের মুলোৎপাটন করার জন্য অত্যন্ত যুক্তিপুর্ণভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই, বরং তিনি হিজরতের পর পরিণত বয়সে কাশ্মিরে ওফাত-প্রাপ্ত ও সমাধিস্থ হয়েছেন। এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণাদি তিনি বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর প্রমাণগুলিকে খন্ডন করার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন।

বিশেষত: 'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ', 'সিরাজুদ্দীন ঈসায়ী কি চার সাওয়ালোঁ কা জওয়াব', 'আঞ্জামে আথাম', 'রাজে হকীকত', 'আনোয়ারুল ইসলাম', 'জঙ্গে মুকাদ্দাস', 'হুজ্জাতুল ইসলাম', ইজালায়ে আওহাম', 'তৌজিয়ে মারাম', 'ফতেহ ইসলাম' প্রভৃতি পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য। ফলত: এই সকল প্রমাণ দ্বারা যীশুর ঈশ্বরত্ব, ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্ববাদের বিশ্বাস মুলোৎপাটিত হয়েছে।

(চলবে)

প্রকাশিত হয়েছে

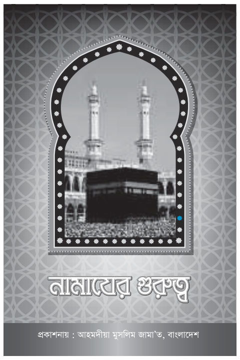

পাঠকের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে **হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)** প্রদত্ত নামায সংক্রান্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা সম্বলিত আকর্ষণীয় বই- **'নামাযের গুরুত্ব'** দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটির মূল্য ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন।

বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস

খন্দকার আজমল হক

(দ্বিতীয় কিস্তি)

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ "আল কুরআন" এ-ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে একইরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে "এবং যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন।" (৮:১৮) অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় যারা তোমার বয়আত করে; বস্তুতপক্ষে তারা আল্লাহ্র বয়আত করে। (৪৮:১১)

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে অনুরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে ঈশ্বরের প্রেরিতগণ ঐশী প্রেমে স্রষ্টার ভিতর এমনভাবে বিলীন হয়ে যান যে, তাঁদের সব কাজই ঈশ্বরের কাজ বলে গণ্য হয়। যীশুর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। খ্রিষ্টানদের ন্যায় হিন্দুগণও শ্রীকৃষ্ণের কথা বুঝতে না পারায় তাঁকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছে। কিন্তু মুসলমানগণ এ ভুল করে নাই। "আল্লাহো আকবর" ধ্বনী দ্বারা তারা তৌহিদ বা আল্লাহ্র একত্বকে প্রতিষ্ঠা করে আসছে। তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে শুধুমাত্র আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল রূপেই জানে।

বাইবেলের নিচের আয়াতটিও খ্রিষ্টানদের বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। বলা হয়েছে "আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।" (যোহন- ১:১-২) এর কয়েক আয়াত পরেই বলা হয়েছে" আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন।" (যোহন- ১:১৪) খ্রিষ্টানগণ বলতে চান যে, যেহেতু বাক্য বলতে যীশুকে বুঝান হয়েছে, অতএব এখানে যীশুকে ঈশ্বর বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মাংসে মূর্ত্তিমান হবার পূর্বে যীশু ঈশ্বরের নিকট 'যীশু' এই বাক্যরূপে বিদ্যমান ছিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বর যীশুকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা সৃষ্টির আদিতেই করেছিলেন। যে কারণে বলা হয়েছে, "আদিতে বাক্য ছিলেন"।

ঈশ্বর যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন প্রথমে তা' তাঁর মনে ইচ্ছারূপে উদয় হয় এবং যা সৃষ্টি করতে চান, তা বাক্যাকারে প্রকাশ করেন। বাইবেলের আদি পর্বের প্রাথমিক পরিচ্ছেদ সমূহ পর্যালোচনা করলে এর প্রমাণ মিলে। যেখানে বলা হয়েছে, সৃষ্টির প্রথমে বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ঈশ্বরের মনে বিশ্বকে আলোকিত করবার ইচ্ছা জাগলে তিনি তার ঐ ইচ্ছাকে "দীপ্ত হউক, তাহাতে দীপ্ত হইল।" বাক্য দ্বারা প্রকাশ করলেন, তখন বিশ্ব আলোকিত হল। (আদি ১:১-৫) ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টিই এভাবে হয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ, "আল কুরআনে" বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন শুধু বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (৩৬:৮৩) অবশ্য এই হওয়াটা একটি পদ্ধতির মাধ্যমে হয়ে থাকে, এটা সময় সাপেক্ষ। যীশুর জন্মের ব্যাপারেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। 'দীপ্ত হউক' বলার সঙ্গে সঙ্গে যেমন দীপ্ত হয় নাই, তদ্রুপ যীশুরূপ মানব সৃষ্টির ইচ্ছা আদি হতেই ঈশ্বরের মনে বাক্যাকারে বিদ্যমান থাকলেও যখন যীশুকে মানবাকারে সৃষ্টির প্রয়োজন হল, তখন তিনি তাঁকে মাংসে মূর্তিমান করে জগতে পাঠালেন। এটাই আদিতে বাক্য ছিলেন....আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রকাশ করলেন এর তাত্বিক-অর্থ। যোহনের ১:১-১৪ আয়াত সমূহ পাঠ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, এর প্রতিটি আয়াতেই রূপকের ব্যবহার হয়েছে যা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

আসলে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রেরিত ভাষা অনেক উন্নত হয়ে থাকে। আর ভাষা যত উন্নত হয়, রূপকের ব্যবহারও তাতে তত বেশী থাকে। এজন্য বাইবেল তথা সকল ঐশীগ্রন্থেই রূপকের ব্যবহার অধিক দেখা যায়।

অতএব, ঐশীগ্রন্থ বুঝতে হলে জ্ঞানদ্বারা তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রেরীতদের কোন কথা অযৌক্তিক বা অমূলক নয়। জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করলেই তার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায়। অবশ্য এর জন্য ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন, যেন তিনি এমনভাবে সাহায্য করেন, যাতে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়।

৩। যীশু সর্বশক্তিমান নন :

বাইবেলের নূতন-নিয়মে যীশুখ্রিষ্ট দ্বারা যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা' দ্বারা, খ্রিষ্টানগণ যীশুকে সর্বশক্তিমান প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন, "যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং যীশুও সর্বশক্তিমান, সুতরাং যীশুই ঈশ্বর।" কিন্তু বাইবেল বলে যে, যীশু নিজ হতে কোন কাজ করেন নাই, "সদাপ্রভু" সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই তাঁর দ্বারা উক্ত কার্যাবলী, জনসমক্ষে প্রদর্শন করেছেন। যীশু নিজেই বলেছেন, "কারণ, আমি আপনা হতে বলি নাই, কিন্তু কী কহিব, ও কী বলিব তাহা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন।" (যোহন- ১২:৪৯)। অন্য এক স্থানে বলেছেন, "পিতা হইতে অনেক উত্তমকার্য তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তাহার কোন কার্য প্রযুক্ত আমাকে পাথর মার?" (যোহন- ১০:৩২)। তিনি আরও বলেছেন, "আমি যে সকল কার্য পিতার নামে করিতেছি, সেই সমস্ত আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।" (যোহন- ১০:২৫)।

যীশুর প্রদর্শিত অলৌকিক কার্যাবলী যে, যীশু আপনা হতে করেন নাই, তা তাঁর প্রেরিতগণও স্বীকার করেছেন। তাঁর অন্যতম প্রেরিত পিতর বলেন, "নাসরতীয় যীশু পরাক্রমকার্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন সমূহ দ্বারা তোমাদের নিকট প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য

করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেই জান।" (প্রেরীত-২: ২২)

অতএব, যখন 'যীশু নিজেই কোন অলৌকিক কার্য করেন নাই'-বলে উল্লেখ করেছেন, তখন তাঁকে সর্বশক্তিমান বলার যৌক্তিকতা কোথায়? যীশু যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে তাঁর শিষ্যগণও সর্বশক্তিমান। কেননা, নূতন নিয়ম হতে জানা যায় যে, তারাও যীশুর ন্যায় অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেছিলেন। যেমন প্রেরিতদের বিবরণ হতে জানা যায় যে, তাঁর এক প্রিয়-শিষ্য পিতর তার এক মৃত-শিষ্য টবিথাকে জীবিত করেছিলেন। (প্রেরীত- ৯: ৩৬-৪০) যীশুর শিষ্যগণও যে যীশুর ন্যায় অলৌকিক কার্য প্রদর্শনে সক্ষম ছিলেন, সে সম্পর্কে যীশুর নিজের সাক্ষ্যও বিদ্যমান। যীশু এক স্থানে বলেছেন "সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাকে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য করিতেছি, সেও করিবে, এমনকি, এসকল হইতেও বড় কার্য করিবে, কেননা-আমি পিতার নিকট যাইতেছি।"(যোহন- ১৩: ১২) অতএব, অলৌকিক কার্য করলেই তাকে সর্বশক্তিমান বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

যীশু সর্বশক্তিমান হলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবারের আশায় ডুমুর গাছের নিকট গেলে ডুমুর ফল পেলেন না কেন? (মার্ক-১১: ১২-১৩) তিনি যদি সর্বশক্তিমান হতেন, তবে ডুমুর গাছকে অভিশাপ না দিয়ে গাছটিতে ফল ধরিয়ে সেই ফল দ্বারা ভোজনকার্য সমাধান করতে পারতেন না কি? তিনি সর্বশক্তিমান হলে গ্রেফতারের পূর্বে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন কেন? এবং ক্রুশে লটকানোর পূর্বে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন কেন? এবং ক্রুশে লটকানোর পূর্বে কেনইবা চিৎকার করে প্রার্থনা করেছিলেন, "এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী," (মার্ক-১৫: ৩৪) নিজের অসহায় অবস্থায় যিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না, তিনি কিরূপে সর্বশক্তিমান হন?

৪। যীশু মানুষ, তিনি সৃষ্ট, স্রষ্টা নন।

পবিত্র বাইবেল হতে জানা যায় যে, যীশু মনুষ্য-কন্যা মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (লুক- ১: ৩০-৩১) মনুষ্য-কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করায় তিনি মানুষ। যীশু নিজেও পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে নিজেকে মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন বাইবেল বলে, "তখন যীশু দিয়াবলের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন। তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষকের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল যেন এই পাথর গুলো রুটি হয়ে যায়।"

কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, "মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রকৃত বাক্য নির্গত হয়- তাহাতেই বাঁচিবে। (মার্ক ৪:১৫) অপর এক স্থানে দেখা যায়, যখন যিহুদীরা বলেছিল, "তুমি মানুষ হইয়া ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছ।"(যোহন-১০:৩৩) তখন তিনি মানুষ হবার দাবী অস্বীকার করেন নাই। বরং শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ঈশ্বরত্বের অভিযোগই অস্বীকার করেছিলেন। (যোহন- ১০:৩৪-৩৬) যীশুর বংশাবলী পত্রে দেখা যায় যে, তাঁকে দাউদের সন্তান, আব্রাহামের সন্তান বলা হয়েছে। (মার্ক-১১১) আর দাউদ, আব্রাহাম মানুষ ছিলেন। অতএব যীশু মনুষ্য সন্তান ছিলেন। তিনি যদি ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র হন, তবে তাঁকে 'মনুষ্য সন্তান' বলে চিহ্নিত করা হল কেন?

যিনি মনুষ্য, তার জন্ম-মৃত্যু আছে। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিন দিনের জন্য হলেও যীশু মৃত্যুবরণ করেন (মথি- ১:১৬; মার্ক১৫:৩৭) যিনি ঈশ্বর, তিনি স্রষ্টা, জীবিত ও মৃত সকলের মালিক। তিনি জন্ম মৃত্যুর উর্ধ্বে। কিন্তু যীশু মানুষ হবার কারণে জন্ম মৃত্যুর অধীন ছিলেন। তিনি সৃষ্টি। যিনি নিজেই সৃষ্ট, তিনি স্রষ্টা হন, কীভাবে?

৫। বাইবেল ত্রিত্ববাদ স্বীকার করে না।

খ্রিষ্টানগণ বলে থাকে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, তিনে মিলে এক ঈশ্বর। এই মতবাদকেই ত্রিত্ববাদ বলে। কিন্তু বাইবেল হতে জানা যায় যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক সত্তা। যেমন নূতন নিয়মের এক স্থানে যীশু বলছেন, "অতএব তোমরা গিয়ে সমূদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তাইজ কর।" (মথি-২৮:১৯) এখানে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে তিনটি পৃথক সত্তা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। "তিনে এক একে তিন"-যে এক ভ্রান্ত-ধারণা, তার প্রমাণ বাইবেলের অন্যস্থান হতেও প্রমাণিত হয়।

বলা হয়েছে, "আর যখন সমস্ত লোক বাপ্তাইজ হয়, তখন যীশুও বাপ্তাইজ হইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময় স্বর্গ খুলিয়া গেল এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে কপোতের ন্যায় তাঁহার উপর নামিয়া আসিলেন, আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।" (লুক- ৩:২২-২৩) এখানে যীশু, পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বর পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করায় সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা তিনটি পৃথক সত্তা।

খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী একই সত্তার তিন নাম হলে যীশুর নিকট কপোতরূপে কে আসিলেন এবং পৃথিবীতে যীশু ও পবিত্র-আত্মার উপস্থিতিতে স্বর্গ হতে কে তাঁকে সম্বোধন করলেন? বাইবেলের অন্য এক স্থান হতে যে যীশু বাপ্তাইজ হবার পর পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। (লুক-৪:১) যীশু নিজেই ঈশ্বর হলে অন্যদের ন্যায় বাপ্তাইজ হবার প্রয়োজন হল কেন? এবং পবিত্র আত্মার আবেশে চালিত হবার প্রয়োজনই বা হল কেন? বাইবেলের এক স্থানে বলা হয়ছে যে, যীশু পবিত্র আত্মা দ্বারা মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (মথি-১:১৮) যীশুও পবিত্র আত্মা একই সত্তা হলে তিনি কীরূপে পবিত্র আত্মা দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন?

অতএব দেখা গেল, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, তিনে মিলে এক ঈশ্বর, এই ধারনার কোন ভিত্তি নেই। বরং যীশু নিজেই এক ঈশ্বরের উপাসনা করতে বলেছেন, যিনি যীশুরও "ঈশ্বর"। বাইবেল বলে, এবং যীশু তাহাদিগকে বিলক্ষন উত্তর দিয়েছেন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "হে ইস্রাইল শুন, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একই প্রভু, আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।" (মার্ক-১২: ২৮-৩০)

তখন প্রশ্নকারী অধ্যাপকটি বলেছিলেন, "বেশ গুরু! আপনি সত্য বলিয়াছেন যে তিনি এক এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই।" (মার্ক-১২:৩২) আরও দেখুন, "তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, "ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরে নও।" (মার্ক-১৪:৩৪) পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানেও সদাপ্রভু ইশ্বর ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে। "অতএব অদ্য জ্ঞাত হও, মনে রাখ যে, উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে সদাপ্রভুই ঈশ্বর। অন্য কেহ নাই।" (দ্বিঃবিঃ ৪:৩৯) সদাপ্রভু অন্যত্র বলেন, "এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি। আমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই।" (দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯)

বাইবেলের এরূপ পরিস্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা থাকা সত্বেও খ্রিষ্টানগণ ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস কোথা হতে পেলেন?

(চলবে)

দোয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন
ভাইস প্রিন্সিপাল-২, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

পবিত্র কুরআনের নিরীখে দোয়ার গুরুত্ব ও কল্যাণ

দোয়ার আভিধানিক অর্থ হল 'ডাকা'। ব্যাপক অর্থে এর অর্থ হলো –যাচনা করা বা সাহায্য চাওয়া। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ হলো- নিজের বিপদ আপদ দূর করা ও প্রয়োজন পুরা করার জন্য আল্লাহ্‌কে ডাকা এবং তাঁর সাহায্য যাচনা করা। দোয়া করার ফলে আল্লাহ্ তা'লা ও বান্দার মধ্যে গভীর ও নিবীড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণরাজি অর্জিত হয়।

দোয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন "ফাজকুরুনি আজকুরুকুম" (বাকারা : ১৫০) অর্থাৎ - অতএব আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদেরকে, স্মরণ করবো। 'যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদের বলে দাও নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে রয়েছি। আমি দোয়াকারীর দোয়ার উত্তর দেই, যখন তারা আমাকে ডাকে। তাই উচিত, তারা যেন আহ্বানে সাড়া দেয়, আর আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়।' (বাকারা : ১৮৭)

দোয়ার জন্য ধরাবাধা নিয়ম-কানুন নেই। যখন খুশি, যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায় দোয়া করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন– 'তাদের প্রভু প্রতিপালককে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে বসে, শোয়া অবস্থায়।' (আলে ইমরান : ১৯২) হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্বস্তি একমাত্র দোয়া, ইবাদত ও যিকরে ইলাহীর মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে। জাগতিক কোন আরাম আয়াশের বস্তুর মাধ্যমে এটা হয় না। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন– শোন! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। (রাদ-২৯)

এ কারণে দোয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন বা অমনোযোগী হওয়া কিছুতেই কাম্য নয়। এটা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমার অযোগ্য কাজ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– আর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। আমার ইবাদত করা থেকে যারা নিজেদেরকে উর্ধ্বে মনে করে, তারা নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (আল মু'মেন-৬১)

আল্লাহ্‌কে কি বলে, কি নামে ডাকতে হবে সে বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যার যেভাবে খুশি যে, নামে খুশি, ডাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন–"আর সব সুন্দর নাম আল্লাহ্‌রই। সুতরাং তোমরা তাঁকে এসব নাম ধরে ডাক।" (আরাফ ১৮১) আমরা দোয়া না করলে আল্লাহ্‌র কিছু যায় আসে না। দোয়া করলে বা না করলে লাভ ক্ষতি আমাদের নিজেদের। আল্লাহ্ তা'লা এ প্রসঙ্গে বলেন–"তুমি বল, তোমরা দোয়া না করলে তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের দোয়াটি গ্রাহ্য করবেন না।

যেহেতু তোমরা এ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছ, কাজেই এর শাস্তি অবশ্যই তোমাদের পিছু লেগে থাকবে। ব্যকুলচিত্তে, আশা-আকাঙ্খা নিয়ে, মনের আকুতি মিশিয়ে, নাছোড় বান্দা হয়ে দোয়া করলে সেটা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, (নমল : ৬৩) অথবা তিনি কে যিনি ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া শুনেন, যখন সে তার সমীপে দোয়া করে ও তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরারিধীকারী করে দেন?। আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য কোন উপাস্য আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।"

দোয়া সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বক্তব্য

* যে দোয়া একনিষ্ঠ হৃদয়ে করা হয়, সেটাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। সেটা কবুল (গ্রহণ) করা হয়। হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন–"আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় ও অতি দানশীল। যখন বান্দা তাঁর সমীপে দু'হাত উঠায়, তখন তিনি এটাকে অপূর্ণ, শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।" (তিরমিযী কিতুবুল দাওয়াত)

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন–"মানুষ যখন সিজদায় থাকে, তখন তার প্রভু-প্রতিপালকের সবচে নিকটে অবস্থান করে। এজন্য সিজদায় সবচেয়ে বেশী দোয়া কর।" (মুসলিম কিতাবুল সালাত)

* মহানবী (সা.) বলেন, – "যখন তোমরা দোয়া কর, তখন এ দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে দোয়া

কর, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তোমাদের দোয়া শুনবেন। আর স্মরণ রেখ! খোদা তা'লা গাফেল ও বেপরোয়া হৃদয়ের দোয়া শোনেন না" (সহী বুখারী)।

* মহানবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি চায় বিপদের সময় তার দোয়া যেন শোনা হয়, তার উচিত, নিরাপদ সময়ে অধিকহারে দোয়া করা।' তিরমিযী আবওয়াবুদ্ দাওয়াত)

* মহানবী (সা.) বলেন- 'দোয়া হল ইবাদতের মগজ।' "দোয়া ছাড়া তকদীর (অসুখ বিধান) পরিবর্তিত হয় না।" "যখন কোন মুসলমান খোদার সমীপে দোয়া করে, তখন তিনি এই তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থার দোয়াকে গ্রহণ করেন। (১) হয় এটাকে ঐ অবস্থায় এ জগতেই গ্রহণ করেন। (২) নতুবা এটাকে দোয়াকারীর জন্য আখিরাতের ভান্ডার হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

(৩) কোন ঐশী-নীতি বা ঐশী-পরিকল্পনার কারণে যদি দোয়া গ্রহণ করা না হয়, তবে এর কারণে দোয়াকারীর অনুরূপ কোন কষ্ট বা মন্দকে দূর করে দেয়া হয়।

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের জন্য দোয়া করা ও যাচনা করা আবশ্যকীয়। দোয়া গ্রহণ করা ও ক্ষমা করা এটা আমার দায়িত্ব।" (তিবরানী)

"আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ-আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে দোয়া যাচনা কর। আর জেনে রেখ, আল্লাহ্ তা'লা গাফেল হৃদয়ের দোয়া গ্রহণ করেন না" (তিরমিযী)।

"যখন তোমাদের কেউ দোয়া করে তখন তার উচিত নিজের সংকল্পে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে যাচনা করা। আর এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়–"হে আল্লাহ্! যদি তুমি পসন্দ কর, তাহলে আমার এ দোয়া গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'লা তো তাঁর পসন্দ হলেই গ্রহণ করবেন। তিনি সবকিছুর মালিক। তাঁর ওপর কোন চাপ নেই। তাই গা-ছাড়া শব্দ ব্যবহার করে দোয়ার শক্তি ও মনোযোগকে দুর্বল করা উচিত নয়।"

* হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, নিজের দোয়া যখন গৃহিত হয়েছে বলে বুঝতে পার, তখন এ দোয়া কর, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি বেইজ্জাতিহি ও জালালিহি তাতিম্মুস্ সলিহাত্' অর্থাৎ সব প্রশংসা ঐ সত্তার, যার সম্মান ও প্রতাপের কারণে সব পুণ্য কর্ম পরিপূর্ণ ভাবে পরিসমাপ্ত হয়। (মুস্তাদেরেক হাকেম)

দোয়ার বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বক্তব্য

* সর্বগণ্য বিষয় হলো, যাঁর নিকট দোয়া করা হচ্ছে, তাঁর প্রতি পূর্ণবিশ্বাস থাকতে হবে। এখনও তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্ববিষয় জ্ঞাত মনে করতে হবে। তার সত্তার প্রতি ঈমান রাখতে হবে যে তিনি দোয়া শোনেন ও গ্রহণ করেন (মলফুযাত, খন্ড- ৩, পৃ-৫৫২)

* সাপের বিষের ন্যায় মানুষের মধ্যেও বিষ রয়েছে। এই বিষের প্রতিষেধক হলো দোয়া। এর মাধ্যমে উর্দ্ধলোক থেকে এক প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। যে দোয়া থেকে গাফেল, সে মারা গেছে। এক দিন ও রাত যে দোয়া থেকে শূন্য, সে শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে গেছে। প্রতিদিন হিসেব নেয়া উচিত, দোয়ার হক আদায় করতে পেরেছি কিনা। (মলফুযাত, খন্ড- ৩, পৃ-৫৯১)

* যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়ার মাঝে সত্যিকার ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রভাবহীন ও বৃথা কাজ হবে। (মলফুযাত, খন্ড- ৫, পৃ-৪৫৫)

* নামাযে নিজের ভাষায় দোয়া যাচ্না কর। যে স্বত:সিদ্ধ.........আবেগ মাতৃভাষায় সৃষ্টি হয়ে সেটা অন্য ভাষায় কখনও সৃষ্টি হতে পারে না। (মলফুযাত, খন্ড- ৪, পৃ-২৯)

* মূলত: খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দোয়া করা উচিত। তাহলে অন্যান্য দোয়া এমনিতেই গ্রহণ হয়ে যাবে। কেননা গুনাহ থেকে মুক্ত হলে বরকত লাভ হয়। এছাড়া সেই দোয়া গ্রহণ হয় না, যেটা শুধুমাত্র এই নশ্বর জগতের জন্য করা হয়। (মলফুযাত, খন্ড- ৩, পৃ-৬০২)

* দোয়া এক মৃত্যু। মৃত্যুর সময় যেভাবে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা কাজ করে, ঠিক সেভাবে দোয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা থাকা আবশ্যকীয়। (মলফুযাত, খন্ড- ৩, পৃ-৫১৬)

* দোয়া কি? আল্লাহ্ এবং তাঁর সরল, নেক বান্দার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ সুলভ ইতিবাচক সম্পর্কের নাম দোয়া। আল্লাহ্ করুণা ও আন্তরিকতার সাথে তাতে সারা দেয়, আল্লাহ্ ততই তার নিকটে আসেন। দোয়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় এবং এমন এক বিশিষ্ট গুণ ধারণ করে, যা আশ্চর্যজনক ফলাফল সৃষ্টি করে। (বারাকাতুদ দোয়া-পৃ:-১২)

* দোয়া এমন জিনিষ, যা শুকনো খড়কেও সবুজ সতেজ করতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা সেভাবে তার তকদীর ও ইচ্ছাকে রেখেছেন, যে অনুযায়ী যে-কোন পাপী-ব্যক্তি যে ধরনেরই বিপদে বা কষ্টে নিপতিত হোক, দোয়া তাকে রক্ষা করতে পারে। (আলহাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৩)

* মনে রাখবে, দোয়া সেই অস্ত্র যা এ যুগে বিজয় লাভের জন্য আমার হাতে দেয়া হয়েছে। হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা কেবল এ দোয়ার অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধে জিততে পার। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন)

দোয়া গ্রহণযোগ্য হওয়ার সময়

কিছু সময় রয়েছে যেগুলো দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার জন্য উপযোগী ও সর্বোত্তম।

(১) রাতের শেষ অংশে দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার উপযোগী ও সর্বোত্তম সময়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন–"আমাদের প্রভু-প্রতিপলক প্রতিরাতে নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কে আছে যে আমাকে ডাকছে যাকে আমি তার ডাবে সাড়া দেই? কে আছে যে আমার কাছে যাচনা করছে যাতে আমি দান করি? কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা যাচনা করছে যাতে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই? (তিরমিযী, কিতাবুত্ দাওয়াত)

(২) মহানবী (সা.) বলেছেন– আযান ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ব্যর্থ হয় না (সহী বুখারী)

(৩) সূর্য অস্ত যাওয়া ও সূর্য ওঠার পূর্ববর্তী সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

(৪) আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত সময়ের দোয়া গ্রহণ হয়।

(৫) রোযার ইফতার করার সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

(৬) সফরের সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

(৭) নতুন চাঁদ দেখার সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

(৮) জুমুআর দিন আসর ও মাগরীবের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া গ্রহণ করা হয়।

দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী

দোয়া গ্রহণের জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে যা হওয়া আবশ্যকীয়।

(১) দোয়া গ্রহণের জন্য দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতা থাকা আবশ্যক। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে

আল্লাহ্ দোয়া কবুল করবেন এবং করার ক্ষমতা রাখেন।

(২) দোয়ার প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য হৃদয়, মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা পুতপবিত্র হওয়া অতি আবশ্যকীয়।

(৩) বান্দার মধ্যে বিনয় ও খোদার ভয় সৃষ্টি হওয়া আবশ্যকীয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "নিজের প্রভু-প্রতিপালককে ভয়-ভীতির সাথে স্মরণ কর।"

(৪) দোয়ার জন্য নীরব নিস্তব্ধ, কোলাহলমুক্ত জায়গা বেছে নেয়া সর্বোত্তম। এতে মনেপ্রাণে খোদার সকাশে ফরিয়াদ করা যায়। একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

(৫) দোয়া করার সময় বিনয়, ...ভয়ভীতি ব্যকুলতা সৃষ্টি দোয়াকে গ্রহণীয় করার জন্য আবশ্যকীয়।

(৬) দোয়ার জন্য শরীর, জায়গা ও বিছানা পুতপবিত্র ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যকীয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। বান্দাদের নিকটবর্তী হন। কিছু নোংরা আবর্জনা থেকে দূরে থাকেন।

(৭) এক হাদীসে বর্ণিত, দোয়া উর্ধ্বলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। ততক্ষণ পর্যন্ত ওপরে যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা.) এর প্রতি সূচনা ও উপসংহারে দরূদ প্রেরণ না করা হয়।

(৮) দোয়ায় প্রার্থিত বাবু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে দোয়াকারীর জন্য শুভ ও সম্মানজনক হওয়া আবশ্যকীয়।

(৯) দোয়ায় বেশী করে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত।

(১০) দোয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র অযাচিত দান সমূহের কথা চিন্তা করা উচিত। এতে হৃদয় বিগলিত হবে।

(১১) দোয়াকারীকে দোয়ার সব সময় সব ধরণের নির্বাচন করে নেয়া আবশ্যক।

(১২) দোয়ার জন্য আশিষমন্ডিত স্থান নির্বাচন করে নেয়া আবশ্যক। এটাও মনের ওপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে।

(১৩) আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নমাগুলোর দোহাই দিয়ে দোয়া করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন– (বারাকাতুদ দোয়া, পৃষ্ঠা ১৬)

মনে রাখা দরকার, বিনয় ও কাতরতাই একমাত্র শর্ত নয়। অন্যান্য বহু শর্ত রয়েছে যে ধর্মীয় তা ও পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, সংশায়াতীত অটল বিশ্বাস, খোদাপ্রেম ও গভীর মনোনিবেশ ইত্যাদি।

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেনঃ

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি

জাফর আহমদ

(১ম কিস্তি)

বস্তুবাদী মানুষের দৃষ্টিতে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে মহাজাগতিক প্রাকৃতিক নিয়মে। তাঁরা পৃথিবীকে দেখেন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে– সূর্য পূর্বগগনে উদিত হয়, অস্তমিত হয় পশ্চিমের দিগন্তে, দিনের পর আসে রাত, রাতের পর দিন, দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর, বছরের পর যুগ, যুগ যুগান্তরে। প্রকৃতির সহজাত নিয়মে তেমনি নি:সীম নীল আকাশ মেঘের ঘনঘটায় বৃষ্টির ফল্গুধারা নামায়, সিক্ত প্লাবিত করে মরু প্রান্তর, বনবনানী, ভরে ওঠে শস্যের ক্ষেত, পল্লবিত হয় লতাপাতা, প্রস্ফূটিত হয় অযুত প্রসূন। প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়, মধুমক্ষিকারা গুঞ্জরণের আনন্দ উৎসারিত গান গাইতে গাইতে আহরণ করে বেড়ায় ফুলের মধু, আর 'পাখীসব করে রব রাতি পোহাইলে।' কি সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী! চারণ কবি তাই সকাতর প্রার্থনায় গেয়ে ওঠে :

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল
মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী!

(বস্তুবাদী মানুষের দৃষ্টিতে কোথাও কারো মেহেরবানী নেই, ওসব কবির কবিত্ব!)

বস্তুবাদী মানুষ দৃষ্টির আড়ালের কোন বস্তুকে মানতে চায় না। তারা অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, অতীব সহজ সরল এবং কস্মিনকালেও মোনাফেক নন। কবিকূল যেমন স্বপ্নমনস্ক হয়ে থাকে, মানসচক্ষু তাদের আকাশের ওপারে না দেখা আরেক আকাশে নিয়ে চলে যায়, বস্তুবাদীরা তেমন কোন আকাশের কথাও শুনতে নারাজ, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষেণে তা স্পষ্ট না হয়। মানুষ হিসেবে তাঁরা ভালো এবং চমৎকারও বটে। তাঁরা বলেন, যে যারই উপাসনা করুক না কেন, সেটি তার ব্যক্তিগত অভিরুচি। পাশাপাশি তাঁরা প্রত্যেকের মতামত ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার মনোভাবও ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ তাঁদের দৃষ্টিতে সকল ধর্মের মান এবং মানদন্ড একই। এরা এমনই সজ্জন যে, একজন কবির কল্পনা (imagination) যখন আধ্যাত্মিকতার (spirituality) পর্যায়ে উপনীত হয়ে কবিত্বকে অমৃতলোকে পৌঁছে দেয়, এরা ততটুকু গন্তব্যেও বিশ্বাস রাখতে চান না। কেননা এর যাত্রাপথ চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না, এর পদধ্বনি কানেও শোনা যায় না। অতএব এরূপ গন্তব্যে উত্তরণের ভাবনা অলীক কল্পনামাত্র। (শুদ্ধতম কবিদেরও অনেকে এমন ধারণা পোষণ করেন, যা সত্যিই বিস্ময়কর!)

তবে আমরা সজ্জনের ধ্যান-ধারণায় লালিত এরূপ মানুষের প্রতি আন্তারিক ভালোবাসার মনোভাব প্রকাশ করি এবং এমন কোন প্রয়াস বা আকাঙ্খা পোষণ করি না যে, তাঁরা আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাঁদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু-প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সিজদাবনত হবেন। এমনকি যারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস রাখেন, এরূপ অমুসলমানরা মুসলমান হবেন এবং যেসব মুসলমান আমাদের মহান রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী এ যুগের ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে অদ্যাবধি ইমাম মাহ্দী বলে গ্রহণ করেননি, তারাও তাঁকে গ্রহণ করে নেবেন, এরূপ অভিলাষও আমাদের নেই। কেননা মহাবিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অনুপম সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে অবহিত করেন, "কিতাব কি এবং ঈমান কি, তুমি তা জানতে না। কিন্তু আমরা এ বাণীকে জ্যোতি বানিয়েছি এবং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের বান্দাদের মাঝে যাকে চাই হেদায়াত দিই ।" (সূরা আশ্ শুরা : ৫৩)

"ভালভাবে বাণী পৌঁছানোই এ রাসূলের দায়িত্ব। তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তোমরা যা গোপন কর, আল্লাহ্ তা জানেন।" (সূরা আল মায়েদা : ১০০)

সুতরাং হেদায়াতের ভার আল্লাহ্‌র হাতে। আমাদের কাজ হলো মহান আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা এবং তাঁর সৃষ্টির সেরা মানবজাতির কল্যাণে তাদের কাছে খোদা ও তাঁর সবচাইতে প্রিয় বান্দার বাণী পৌঁছে দেয়া। আমাদের কাজ আমরা করবো, খোদার কাজ খোদা করবেন।

কুরআন শরীফের ১ম আয়াত : "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"– আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত অসীম দানকারী ও বার বার কৃপাকারী।

এ মহাগ্রন্থের শুরুতেই আল্লাহ্ নিজ পরিচয় তুলে ধরে জানাচ্ছেন যে, তিনি এমন এক সত্তা যিনি না চাইতেও দান করেন, চাইলেও দান করেন আর তাঁর দানের পরিমাণ সীমাহীন। এমনই করুণাময় তিনি, যিনি মহাবিশ্বের পালনকর্তা, মানুষ যতবড় অপরাধই করুক না কেন, যতবার অনুতপ্ত হয়ে বিগলিত চিত্তে তাঁর কাছে ক্ষমা চায়, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন, কেননা তিনি করুণা দয়া ও ক্ষমার আধার। এমনই অনুগ্রহকারী সর্বশক্তিমান খোদা, যার অনুগ্রহরাজি সূক্ষ্ম বা স্থুল সকল দৃষ্টিতেই দৃশ্যমান।

নিজ ইচ্ছা বা অভিলাষ অনুযায়ী দাম্পত্যজীবনে মানুষ কি সন্তান সন্ততি লাভ করতে সক্ষম? মানুষ কিছুই করতে পারে না, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই মানবশিশু জন্ম নেয়। জননীজঠরে শিশুর বেড়ে ওঠা, স্নেহ-কোমল মায়ের স্তনে তার জন্য পুষ্টিকর দুধ, বাতাসে অক্সিজেন, সবকিছুই প্রস্তুত রাখেন আল্লাহ্ তা'লা।

আর মা বাবা খেয়ে না খেয়ে পরম যতনে লালন-পালন করে নিজেদের শিশুকে।

মানুষের জন্য এ মমত্ববোধ সৃষ্টির উৎস যিনি, তিনিইতো পরম অনুগ্রহশীল রহমান খোদা!

'আল্লাহ্ তা'লা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর নূর'- পৃথিবীর আলোকমালার জ্যোতির্ময় উৎস। মহাবিশ্বের এই নিপুণ স্থপতির অলৌকিক নির্মাণশৈলী আমাদের এ পৃথিবী : "তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদরূপে বানিয়েছেন এবং মেঘ থেকে জলধারা বর্ষণ করেছেন। এরপর তা দিয়ে তিনি তোমাদের জন্য রিয্‌করূপে (আহার সামগ্রী, আয় উপার্জন ইত্যাদি) নানা প্রকারের ফলমূল উৎপন্ন করেছেন। অতএব জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাবে না (সূরা বাকারা : ২৩)।

এ আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ছাদ যেমন এর নীচে বসবাসকারীদের নিরাপত্তা বিধান করে, তেমনি নিখিল বিশ্বের দূরবর্তী অংশগুলোও (গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি) আমাদের পৃথিবীর নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। এখন এ সত্য প্রমাণিত যে, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় বস্তুনিচয় পৃথিবীর সবদিকে নিজ কক্ষপথে মহাশূণ্যে ভেসে চলেছে, আর এগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীর স্থিতি ও নিরপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

মহানুভব খোদা তা'লা কুরআন মজীদে আরো বলেন, "তোমরা যা বপন কর, এর সম্পর্কে কি তোমরা ভেবে দেখছ! তোমরাই কি তা উৎপন্ন কর, নাকি আমরা উৎপন্ন করি? আমরা চাইলে তা খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারতাম। তখন তোমরা (এই বলে) আর্তনাদ করতে থাকতে, 'নিশ্চয় আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমরা তো (একেবারেই) বঞ্চিত হয়ে পড়েছি'। তোমরা কি সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করেছ, যা তোমরা পান করে থাক? তোমরাই কি একে মেঘ থেকে অবতীর্ণ কর, নাকি আমরা অবতীর্ণ করি? আমরা চাইলে তা লবণাক্ত করে দিতাম। অতএব তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না? তোমরা কি সেই আগুন সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ, যা তোমরা জ্বালিয়ে থাক? তোমরাই কি এ আগুনের গাছ উৎপন্ন কর, নাকি আমরা উৎপন্ন করি? আমরা একে এক উপদেশের মাধ্যম এবং সফরকারীদের জন্য কল্যাণের উপকরণ বানিয়েছি। (সূরা আল ওয়াকে'আ:৬৪-৭৪)

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে মানুষ কিংবা জীবজগতের জন্য খাদ্য বা শস্যদানা, ফলমূল, পানি এবং আগুন উৎপন্ন করে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টিজগতের প্রতি অপার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হচ্ছে তাপ, আর তাপের উৎস হল আগুন। এসব কল্যাণকর উপাদান হল আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ।

আল্লাহ্ তা'লা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে নিজ গুণে গুণান্বিত করেছেন। কাজেই প্রতিটি মানুষ বা মানবগোষ্ঠির মধ্যে যে যে গুণ রয়েছে, যার মাধ্যমে সে নিজে বা সমষ্টিগতভাবে উপকৃত হয় বা অন্যের উপকার করতে সক্ষম, তার সবই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। সুতরাং প্রথমত মানুষ নিজের দিকে তাকালেই তার সামনে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাবে। এরপর সে যদি নিবিষ্টমনে সৃষ্টির দিকে তাকায়, তবে তার অনভূতি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতির্ময় দুয়ার উদ্‌ঘাটিত হবে এবং সে দেখতে পাবে রহমান খোদার অপার অনুগ্রহ : "তিনি দু'টি পূর্বের প্রভু-প্রতিপালক এবং দু'টি পশ্চিমেরও প্রভু-প্রতিপালক। অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (সূরা রাহমান : ১৮-১৯)।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির সীমা নেই। আমরা স্মরণ করতে পারি সেই যুগের কথা যখন আল্লাহ্ তা'লার সবচাইতে প্রিয় বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতির শান্তি ও মুক্তির দূত হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু শত্রুর রক্তচক্ষু আর লাত, মানাত, উজ্জা ও হোবলের পূজারীরা ইসলামের অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। হিজরতের ত্রয়োদশ মাসে সিরিয়া থেকে মক্কা অভিমুখী কোরেশরা বাণিজ্য কাফেলার ছদ্মবেশে এসে মুসলমানদের আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। তাদের নেতৃত্বে ছিল কুশলী কোরেশ সর্দার আবু সুফিয়ান এবং দুর্ধর্ষ সেনাপতি আবুজাহেল। এক অসম যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল বদরের প্রান্তরে।

রাসূল করীম (সা.) সারারাত ধরে দোয়া করে আল্লাহ্‌র কাছে আকুতি জানাতে থাকলেন : "হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! সারা পৃথিবীতে মাত্র এ ক'টি লোকই তোমার ইবাদতকারী। হে আমার প্রভু! যদি এই ক'টি লোক আজ এ যুদ্ধে মারা যায়, তাহলে এই ভূপৃষ্ঠে তোমার নাম নেয়ার মত আর কে থাকবে"?

এ ক'টি লোক ছিল যুদ্ধে অনভিজ্ঞ, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন পদচারী এবং কিছু উটের আরোহীসহ ৩১৩ জন সাহাবী মাত্র। তাঁদের সাথে ঘোড়া ছিল শুধু একটি (কারো মতে দু'টি)। অপরদিকে শত্রুপক্ষের ছিল এক হাজারেরও বেশী পুরোপুরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুদক্ষ সশস্ত্র সৈনিক এবং রসদ ও সাজসরঞ্জামসহ একাধিক কাফেলা। গোপনে এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণ পরিকল্পনা করে পূর্বাহ্নে এসে তারা শিবির ফেলেছিল শক্ত এঁটেল মাটির জমিনে। আর মুসলমানরা তাঁবু গাড়লো অবশিষ্ট এক বিকল্প বালুকাময় স্থানে, যা যুদ্ধের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

রাতে প্রচুর বৃষ্টি হল। ফলে মুসলমানদের বালুকাময় এলাকা ভিজে শক্ত হয়ে গেল আর শত্রু শিবিরের এঁটেল মাটি ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেল। এরপরের বিস্ময় ছিল একই সাথে খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ এবং ক্রোধের বহি:প্রকাশ। বাহ্যত দুর্বল ও ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর সাথে আবু জাহেলের এক বিশাল সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। মহাপরাক্রমশালী খোদা তা'লা সেদিন মহানবী (সা.) এর হাতকে নিজ হাতে পরিণত করেছিলেন এবং সেই হাত দিয়ে এক মুষ্টি কংকর আবু জাহেলের সৈন্যবাহিনীর দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন; আর সেই একমুষ্ঠি কংকর মরুর বুকে প্রবল বাতাসের তোড়ে প্রলয়ঙ্করী ঝড়- ঝঞ্ঝায় পরিণত হয়ে আবু জাহেলসহ তার বিশাল বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। মক্কাবাসীরা সেদিন তাদের এক অভিশপ্ত-পরিণতি প্রত্যক্ষ করে আর মুসলমানরা অবলোকন করে ইসলামের জয়যাত্রা।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে পরিদৃষ্ট অবিস্মরণীয় এ যুদ্ধে ঐশ্বরিক সাহায্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন : "আর তুমি যখন (হে মুহাম্মদ! তাদের প্রতি কংকর) নিক্ষেপ করেছিলে (তা) তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন।" (সূরা আনফাল : ১৮)

এটি ছিল মহানবী (সা.) ও তাঁর উম্মতের প্রতি রহমান খোদার বিশেষ অনুগ্রহ।

(চলবে)

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(১৫তম কিস্তি)

আমরা জানি, মহানবী (সা.)-এর জীবনে হুদায়বিয়ার সন্ধি একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সন্ধির ফলে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে, যা উনিশ বছর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এ সন্ধির ফলে মহানবী (সা.) ও কুরাইশদের মধ্যে অবশেষে শান্তি স্থাপিত হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারের পথ নির্বিঘ্ন হয়েছে।

এরপর আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ স্থানে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে-এ প্রসারের হার নিরুপন করা যায় এ হিসাবে যে, যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি করা হয়, তখন মহানবীর সঙ্গে উপস্থিত মুসলমানের সংখ্যা পনেরশত জন অথচ দু'বছর পর মক্কা বিজয়ের সময় এ সংখ্যা ছিল দশ হাজার। এ ঘটনা অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণ করে যে, ইসলামের আকর্ষণ ও শ্রেষ্ঠত্ব আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে নিহিত। অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি করার জন্য মহানবীর যে ব্যাকুল উদ্‌বিগ্নতা এবং স্পষ্টত:ই অসম চুক্তির ধারা মেনে নেয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর দৃঢ় আস্থাই প্রমাণ করে এবং অস্ত্রের হানাহানির প্রতি তাঁর অনীহাই প্রকাশ করে।

এরপর মহানবী (সা.) তাঁর মনোযোগ গুরুতর দায়িত্ব পালনের দিকে বেশি করে নিবদ্ধ করেন, এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ইসলামের সার্বজনীন বাণী সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়া। কেননা মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছিলেন, "হে রাসূল! তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (মানুষের কাছে ভালভাবে) পৌঁছে দাও। আর তুমি তা না করলে তুমি যেন) তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বই পালন করলে না। আর আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের (কবল) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের হেদায়াত দেন না" (সূরা আল মায়েদা: ৬৮)। তারপর আরো বলা হয়েছে, "তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান জানাও। আর তুমি সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের সবচেয়ে ভাল জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদেরও সবচেয়ে ভাল জানেন" (সূরা আন নাহল: ১২৬)। "আর তুমি বল, এ সত্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক" (সূরা আল কাহফ: ৩০)।

যেহেতু মহানবী (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ যে, তিনি যেন এক আল্লাহ্র বাণী লোকদের কাছে পৌঁছাতে থাকে তাই মহানবী (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর থেকে এদিকে বেশি মনোযোগী হোন। এছাড়া হুদায়বিয়ার সন্ধি রাসূল করীম (সা.)-কে অনেকটা স্বস্তি এনে দিয়েছিল। তাই মদিনায় ফিরার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আরব উপদ্বীপ-সমীপবর্তী চতুর্দিকে সকল দেশের শাসকগণকে ইসলাম গ্রহণের জন্য পত্র মারফত দাওয়াত দিবেন। মহানবী (সা.)-এর আমন্ত্রণ লিপি বাইজান টাইন সম্রাট হীরাক্লিয়াস, ইরানীয়ান সম্রাট, মিশরের ভাইস রয় ইয়ামামা প্রধান, আবিসিনিয়ার সম্রাট, গাসানের গভর্নর, ইয়ামনের ভাইস রয় এবং বাহরাইনের গভর্নরসহ আরো অনেক রাজা-বাদশাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।

এদের অনেকেই মহানবী (সা.)-এর দাওয়াতে ইসলামের শান্তির ছায়া তলে আশ্রয় নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হযরত রাসূল করীম (সা.) আবিসিনিয়ার রাজা নিগাস আসহামাকে যে পত্র লিখেছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল, "মহামহিম, চির করুনাময় আল্লাহর নামে, আবিসিনিয়ার রাজা নিগাসকে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের নিকট হতে। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর প্রশংসা করি। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি রাজাধিরাজ, পবিত্রতম, শান্তির আধার, নিরাপত্তা প্রদাতা, রক্ষক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মেরীর পুত্র যীশু আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত যাকে তিনি মেরীর নিকট প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাকে শরীক-বিহীন আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে আমার সহিত সহযোগিতা করার জন্য এবং আমাকে অনুসরণ করার জন্য এবং আমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য, কেননা আমি আল্লাহর রাসূল। তোমাকে এবং তোমার লোকজনকে মহামহিম আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আমার বাণী তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং অকপটে সত্যের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

অতএব আমার আহ্বানে সাড়া দাও। আমি ইতিমধ্যে আমার চাচাতো ভাই জাফরকে এবং এক মুসলমান দলকে তোমার দেশে পাঠিয়েছি। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর যে নির্দেশ পালন করে।"

আবিসিনিয়ার রাজা নিগাস মহানবী (সা.)-এর এই পত্র পেয়ে উত্তর পাঠালেন যে, "সর্বোচ্চ কল্যাণময় এবং চির করুনাময় আল্লাহর নামে। আবিসিনিয়ার রাজা নিগাস আসহামা হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের নিকট। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর রাসূল তাঁর দয়া ও আর্শিবাদসহ। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনিই আমাকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছেন। হে আল্লাহর রাসূল, আপনার পত্র আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আকাশ ও জমিনের প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি, যীশু তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি আপনি যেরূপ বর্ণনা করেছেন তার বাইরে একবিন্দুও অন্য কিছু নন। আমি উহা স্বীকার করছি। যে উদ্দেশ্যে আপনি আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন। আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্যিকারের বাণী-বাহক, যে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমি আপনার চাচাতো

ভাই এর বয়আত নিচ্ছি এবং ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করছি। আল্লাহ্ ও সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর উদ্দেশ্যে আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর করুনা ও তাঁর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক।” হিজরী নবম বছরে নিগাস মারা যান। তাঁর মৃত্যুর খবর জানতে পেরে তার জন্য মহনবী (সা.) গায়েবী জানাযার বন্দোবস্ত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, আবিসিনিয়ার নিগাস, ইসলামের একজন ধর্ম ভাই প্রাণ ত্যাগ করেছেন, তাঁর মুসলিম ভাইয়েরা তাঁর বিদেহী আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবে।

এমনই অনেক রাজা-বাদশাদের কাছে তিনি (সা.) ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। তাদের মধ্যে বাহরাইনের আমীর মুনযের তাইমীর মহানবী (সা.)-এর পত্র পেয়ে ঈমান আনার পর তিনি রাসূল করীম (সা.)-এর কাছে পত্র লিখেন যে, ‘আমি এবং আমার অনেক সঙ্গী আপনার উপরে ঈমান এনেছি। তবে, অনেকে এমনো আছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক ইহুদী ও মাজুসীও আছে। তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে নির্দেশ দান করুন যে, আমি তাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবো।’

এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে পত্র লিখে পাঠান, পত্রে বলা হয়েছিল “আমি আনন্দিত যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ। যেসব প্রতিনিধি আমার পক্ষ থেকে যাবে, তুমি তাদের নির্দেশ পালন করে চলবে। কেননা, যে তাদের আনুগত্য করবে, সে আমার আনুগত্য করবে। আমার যে দূত তোমার কাছে গিয়েছিল, সে তোমার অনেক প্রশংসা করেছে। সে প্রকাশ করেছে যে, তুমি ইসলাম কবুল করেছ। আমি আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জাতির জন্য দোয়া করেছি। অতএব, তুমি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী নিয়ম-কানুনের প্রচলনকর। তাদের মাল-সামানের হেফাজত কর। কাউকেও চারজনের বেশি স্ত্রী রাখতে দিবে না। মুসলমান হবার পূর্বে তারা যে সমস্ত পাপ করেছিল তা মাফ করা হবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পুণ্যকাজের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ তোমাকে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হবে না এবং যে সকল ইহুদী ও মাজুসী সেখানে আছে তাদের উপর শুধুমাত্র এক প্রকারের কর ধার্য করা যাবে, তার বেশি কিছু দাবী করা যাবে না” (যুরকানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫০-৩৫২ ও আস সিরাতুল হালবিয়াঃ ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৭৮)।

বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে এই অত্যাচার্য মহান মানুষটির ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এতই উজ্জল ছিল যে, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কারো সাথে তাঁর তুলনা করা সম্ভব নয়। তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতি গভিরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, আরব মরুর এই নিরক্ষর ব্যক্তি চৌদ্দশত বৎসর আগে অন্ধকার যুগে যার জন্ম, তিনিই আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা ও সারা পৃথিবীর নেতা।

তিনি (সা.) কেবল তাদেরই নেতা নন যারা তাঁকে নেতা হিসেবে মানে বরং তিনি তাদেরও নেতা যারা তাঁকে নেতা বলে মানে না। তিনি সাদা-কালো, ধনী-গরীব সকল জাতি এবং সমগ্র বিশ্বের নেতা। তাঁর আগমনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছেন। অন্ধকার কবর থেকে বের করে আলোয় প্রবেশ করিয়েছেন। তাদেরকে ভাববাদিতা, কুসংস্কার, বিস্ময়কর বস্তুর পূজা ও বৈরাগ্যবাদ থেকে যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ ও যথার্থ আল্লাহ ভীতি ভিত্তিক এক আল্লাহর ইবাদত এবং ধার্মিকতার দিকে ফিরিয়ে এনেছেন।

তিনি ধর্মের সাথে জ্ঞান ও কর্মের এবং জ্ঞান ও কর্মের সাথে ধর্মের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। তিনি ধর্মীয় শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার বৈজ্ঞানিক শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে যথার্থ ধার্মিকতা সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি পূজা ও শিরকের ভিত্তিমূল উৎপাটিত করেছেন এবং জ্ঞান শক্তি বলে তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসকে এমন মজবুদ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যার ফলে মুশরিক ও মুর্তি পূজারীদের ধর্ম একত্ববাদের রঙ্গে রঙ্গীন হতে বাধ্য হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা কাকে বলে এবং আল্লাহকে কিভাবে লাভ করা যায় তা তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন।

তিনিই সর্বপ্রথম মানুষকে যথার্থ মূল্য ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। যারা প্রত্যেক শক্তিশালী ব্যক্তিকে নিজেদের প্রভু মনে করতো তাদের তিনি (সা.) বুঝিয়েছেন যে, মানুষ নিছক মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন ব্যক্তি যেমন জন্মগতভাবে পবিত্রতা, শাসন ক্ষমতা ও প্রভূত্বের অধিকার নিয়ে আসেনি তেমনি অপবিত্রতা, গোলামী, দাসত্ব ও অধীনতার কলংক নিয়েও কেউ জন্মগ্রহণ করে নাই।

এই শিক্ষাই মহানবী (সা.)-এর, তিনি মানবতার একাত্মতা, সাম্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্মদাতা। তিনি পৃথিবী বাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে নৈতিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শালীনতা, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং মানবতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। যুদ্ধের ক্ষেত্রেও যে সুসভ্য কিছু রীতি নীতি আছে তা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন। শত্রুর সাথে কি ধরণের আচরণ করা চাই তাও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। এক কথায় বলা যায় সব ধরণের গুণাবলীর সমাহার ছিলেন আমাদের নেতা ও বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে লাখ লাখ মানুষ আশ্রয় নেয়া শুরু করলো।

(চলবে)

কৃতি ছাত্র/ছাত্রী

* রাসেল আহমদ (সাবাব) ২০১৩ এস,এস,সি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম গভঃ স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে গোল্ডেন A+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সে একজন ওয়াকফে নও। তার বোন ফিজা আহমেদ ২০১৩ ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় গোল্ডেন A+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, সে ৫ম শ্রেণীতেও ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করে, তারা দু'জন ডাঃ মেজর (অবঃ) আসাদ-উজ জামান সাহেবের ছেলে আরিফ উজ জামান-এর সন্তান এবং তাদের মা রওশান আরা আহমদ, চট্টগ্রামের লাজনা ইমাল্লাহর প্রেসিডেন্ট। তাদের উজ্জল ভবিষ্যত ও সার্বিক সফলতার জন্য তারা সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

নওশিন আনজুম

* আমার ছোট মেয়ে তাহেরা মাজেদ রাফা, পিতা. শহীদ ডা. আব্দুল মাজেদ, এ বছর এইচ, এস, সি পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ড হতে জি.পি.এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দোয়ার আবেদন সে যেন জীবনের সকল পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে দেশের ও জামা'তের সেবা করতে পারে। দোয়াপ্রার্থী

মাতা-**কোরায়শা মাজেদ**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনা

* আমার ছোট মেয়ে আফসানা আহমদ (টুম্পা) ২০১৩ইং সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি পরীক্ষায় এচঅ-৫ অর্থাৎ অ+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন তার মেধা শক্তি আরও বৃদ্ধি করে দেন এবং যে যেন ভবিষ্যতে আরো উত্তম ফলাফল লাভ করতে পারে সে জন্য জামা'তের সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

রফি উদ্দিন আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ

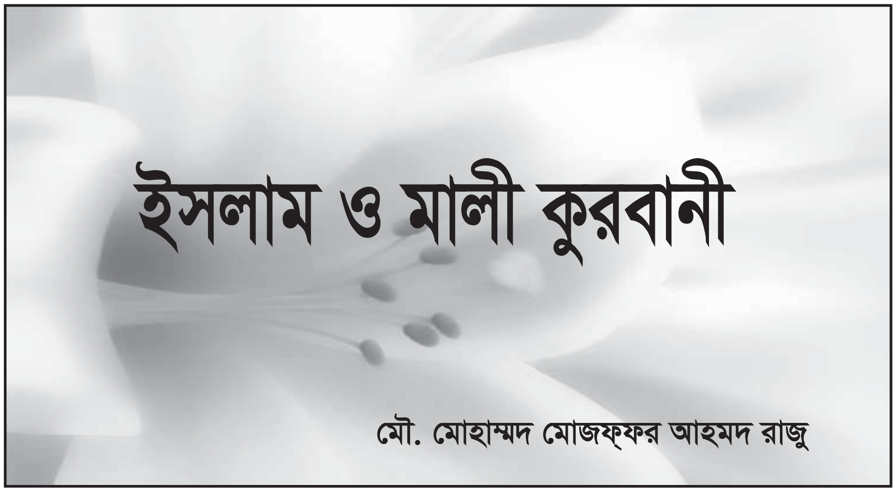

ইসলাম ও মালী কুরবানী

মৌ. মোহাম্মদ মোজফ্‌ফর আহমদ রাজু

(৩য় কিস্তি)

পবিত্র কুরআন শরীফ গভীরভাবে পাঠ করলে অতি সহজেই একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগ হচ্ছে এক আজিমুশ্বান যুগ। পৃথিবীতে বড় বড় জাতি তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহংকারে মত্ত হবে এবং পরিণামে তারা কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধ্বংসও হবে। তারা মাল-সম্পদের মোহে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়বে যে মনে হবে তারা কখনো এ জগত ছেড়ে তাদেরকে স্রষ্টার কাছে যেতে হবে না। তারা মৃত্যুর কথা ভুলেই যাবে। পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলো পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর ওপর প্রভূত্ব করবে, তাদের অনেক সম্পদ থাকায় দরিদ্র দেশগুলোকে এমনভাবে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিবে যে তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না। পাশ্চাত্যের ধনীদেশগুলো সুদের ব্যবসা করবে আর এমন ভাবে সেই ব্যবসা তারা পরিচালনা করে যে, অঢেল থাকা সত্বেও দরিদ্র দেশগুলো এহেন ধ্বংসকারী অশ্লীল তা এবং সুদ থেকে বের হতে পারবে না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী, 'যারা সুদ খায় তারা সেভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায়, যাকে শয়তান তার সংস্পর্শে এনে জ্ঞান-বুদ্ধি হারা করে ফেলে। ইহা এই কারণে যে, তারা বলে, 'ক্রয়বিক্রয়ও সুদেরই মত, অথচ আল্লাহ্ তা'লা ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন....। (সূরা বাকারা : ২৭৬) হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করেছিল বনীইসরাইলী জাতি, তারা তাদের শরীয়তকে নিজেদের মত করে কেটে-ছেটে খোদার ওপর খোদকারী করেছিল।

এ যুগে দুনিয়ার অর্থলোভী সুদখোররা মাটির কীটের মতো তাদের অর্থ সম্পদকে ভালবাসবে এবং জমা করে বার বার গণনা করে অহংবোধ করবে, অপরদিকে মহান আল্লাহ্ তা'লার মহান পরিকল্পনাকে এই পৃথিবীর বুকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে আগমনকারী হযরত মসীহ্ ও মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে এমন এক জামা'ত কায়েম হবে যারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মহান শরীয়তের দায়-দায়িত্ব পূর্ণরূপে কায়েম ও কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ও জান, সম্মান সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিয়ে তা রক্ষা করবে। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আহমদীদেরকে হাজারো জাতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কখনও তাদের কোন কাজে আসবে না, এবং এরাই অগ্নির ইন্ধন। (সূরা আলে ইমরান: ১১)

আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মু'মিনগণ তাদের সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধকে দুনিয়ার সমস্ত কিছুর মোকাবেলায় প্রাধান্য দিয়ে এ দুনিয়ার ও পরজগতের কল্যাণ লাভ করে। তারা কখনও অহংকারী হয় না, সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার প্রেরিত শরীয়তকে যেমন নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে, অপর দিকে সেই শরীয়তের প্রসারতার লক্ষ্যে যত ধরনের ধর্মের শিক্ষামালা আছে সবগুলোর প্রতি তাদের থাকে অজস্র ভালবাসা। তারা ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি নিয়ে খোদা তা'লার ধর্মের সেবা করে। তারা অবিশ্বাসী হয় না কারণ অবিশ্বাস হলো ইবলিসের পথ আর ইবলিস খোদার নৈকট্য থেকে দূরে। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খেলাফতের চিরস্থায়ী বরকত ও কল্যাণের ধারায় খলীফাতুল মসীহ্‌র নির্দেশে তাদের কষ্টে অর্জিত ধন-সম্পদ থেকে দু'হাতে কুরবানী করে সারা বিশ্বে আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ নির্মাণসহ মানবজাতির সেবা করে যাচ্ছে।

আহমদী জামা'তের সদস্যগণ মনে করে এ দুনিয়াতে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র ধর্মে কায়েম, প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্য দাঁড় করানো হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর দাসগণকে বেছে নিয়েছেন, তাই তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র ধর্মের সেবার জন্য কুরবানী করাকে সকল পুণ্যের কেন্দ্র বিন্দু বলে বিশ্বাস করে। মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বাণীতে বলেন, 'তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালবাস উহা হতে খরচ কর এবং যা কিছু তোমরা খরচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা উত্তম রূপে অবগত আছেন।" (সূরা আলে ইমরান : ৯৩) বনী ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.) এর মাধ্যমে নির্দেশ করেছিলেন যে, তোমরা একটি গরুকে কুরবানী কর। আল্লাহ্‌র আদেশের মুকাবেলায় বনী ইসরাইল জাতি হাজারো প্রশ্ন করেছিল এবং বলেছিল গরুটি কেমন হবে, তার রং কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা গরুকে কুরবানী করতে রাজি ছিল না, যা করেছিল তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেছিল। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার স্মরণ রাখতে হবে আমরা বনী ইসরাইল জাতির মতো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবো না।

আমরা আমাদের জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তান, মান-সম্মান সমস্ত দিয়ে হলেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা অর্জন করবো। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে ইসলাম ও কুরআনের জীবন দানকারী ও মানবজাতিকে উদ্ধারকারী হযরত ইমাম মাহ্‌দী এ পৃথিবীতে আগমন করে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই জামা'তকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্ ও মহানবী (সা.)-এর সন্তুষ্টি হাসিল করতে চাও, তাহলে শোন! "এটা সুস্পষ্ট যে তোমরা দু'টি বস্তুকে মহব্বত করতে পার না। তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, তোমরা মালকেও ভালবাস এবং আল্লাহ্ তা'লাকেও ভালবাস। শুধুমাত্র একটিকেই ভালবাসতে পার। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ্‌কে ভালবেসে তাঁর পথে মাল খরচ করে, তবে

আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, তার মালেও অন্যদের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হবে। কেননা মাল আপনা-আপনি আসে না বরং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তার মালের একাংশ ত্যাগ করে সে অবশ্যই তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মালকে মহব্বত করে আল্লাহ্‌র পথে সেই খেদমত পালন করে না, তবে নিশ্চয়ই সে তার সেই মাল হারাবে।" (তবলীগে রেসালত, ১৩তম খন্ড)

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে জামা'তের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যাও কম নয় যারা তাদের ধন-সম্পদ কুরবানী করাকে প্রাধান্য দিচ্ছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অনেক উর্ধ্বে, আর তাদের মাল-সম্পদে অন্যান্যদের তুলনায় আল্লাহ্ তা'লা বৃদ্ধি করেও চলেছেন। মু'মিনদের কাজ হল কোন পথে গেলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে বা আল্লাহ্ খুশি হবেন সে পথ অবলম্বন করা। কারো প্রতি আল্লাহ্ যদি খুশি হয়ে যান তো সেই মু'মিন বান্দার আর কি প্রয়োজন রইল। কোন বাদশা যখন তার দরবারের পেয়াদার প্রতি রাজি হন, তখন সে পেয়াদার সম্মান ও মালের কোন অভাব কি আর থাকতে পারে, কখনও নয়। তাই আমরা দাস, আর দাসের কাজ ব্যস্ত থাকা। মালিক যখন একবার খুশি হয়ে যাবেন, তখন দ্বীনও পূর্ণ হবে দুনিয়াও হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বাণীতে বলেছেন, "নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে, তাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান সন্ততি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না, এবং তারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা অবস্থান করবে। (সূরা আলে ইমরান : ১১৭)

ধর্মের বিরোধিতা হবে। তার জন্য অনুসারীদের অনেক মাল-সম্পদ খোয়া যেতে পারে, বিরোধীরা আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তাঁর ধর্ম রক্ষার্থে অনুসারীদের কোন সম্পদ খোয়া গেলে আল্লাহ্ তা পূরণ করবেন। পাকিস্তানে শত রকমের বিরোধিতা চলছে, যুগের মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.)কে মানার কারণে, পাকিস্তানে বিরোধিরা আহমদীদের ব্যবসা জ্বালিয়ে দেয়, আহমদীগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসায় ধৈর্যধারণ করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'লা সেখানে হাজারো নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা কখনও ঋণ রাখেন না, মু'মিনদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের ধনে এক আজিমুশ্বান বরকতের রাস্তা উন্মোচন করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ যারা খরচ করতে কুণ্ঠাবোধ করে বা কৃপণতা করে, তাদের ধন-সম্পদ সেভাবে বৃদ্ধি লাভ করে না যেভাবে ধন কুরবানীকারীদের ধনে বৃদ্ধি লাভ করে থাকে। কোন কোন অজ্ঞরা প্রশ্ন করতে পারেন যে, দুনিয়াতে অস্বীকারকারীদের ধন-সম্পদতো বেশী, তাদের ধন-সম্পদের কোন কমতি নাই, তাদেরকে বলছি, অস্বীকারকারীরা এ দুনিয়ার জীবনকে সবকিছু মনে করে নিয়েছেন, তারা দুনিয়াকে খোদার মুকাবিলায় প্রাধান্য দেয়ায় আল্লাহ্ তাদেরকে এক ধরণের পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন, আল্লাহ্ তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। এমন এক সময় আসবে, এ দুনিয়াতেই তাদের পরীক্ষা তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে, আর পর জগতে তাদের জন্য কোন অংশই থাকবে না।

মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র বাণীতে বলেন, 'এবং যারা উহার (ধন সম্পদ খরচ করার) ক্ষেত্রে, যা আল্লাহ্ আপন ফজল দ্বারা তাদিগকে দিয়েছেন, কৃপণতা করে, তারা উহাকে নিজেদের জন্য কল্যাণজনক মনে না করে, বরং ইহা তাদের জন্য অকল্যাণজনক হবে। যা সম্বন্ধে তারা কৃপণতা করে উহাকে নিশ্চয় কেয়ামত দিবসে তাদের গলার বেড়ি করা হবে এবং আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর পূর্ণ স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং যা তোমরা করছ তদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।' (সূরা আলে ইমরান ; ১৮১)

ধন-সম্পদ অনেক সময় মানুষের জন্য অহংকারের কারণ হয়, আর অহংকার মানুষকে মনুষ্যত্ব শূন্য করে এক সময় সে ধর্মশূন্য হয় আর এভাবে খোদার গযবে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ফজলে আহমদী জামা'তের সদস্যগণ তাদের উপার্জিত অর্থ থেকে ষোল আনায় এক আনা করে দিয়ে ধর্মের সেবা করে চলেছে, এতে তারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন করে নিপীড়িত, নির্যাতিতদের, অধিকারসহ বিভিন্ন দেশের মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ এক সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

(চলবে)

কবিতা-

নওজোয়ানের ডাক

জি,এম, সিরাজুল ইসলাম

আগে বাড়ো আহমদী নওজোয়ান-
এক সাথে গাও সবে বিজয়ের গান,
রাখবে ধরে খোদ্দামের নিশান-
না হয় যেন তার কোন অপমান,
ছয় যুগ পার করে বঙ্গে পচাত্তরে-দ্বীনের
সেবায় তোমার কি অবদান"।
আগে বাড়ো আহমদী নওজোয়ান ॥

ইসলামের ঝান্ডা তোমাদের হাতে-
মানব সেবায় থেকো দিনে রাতে,
ওয়াদা করেছো তুমি খলিফাতে-
ডানে বায়ে আগে পিছে থাকবে সাথে,
থাকো তুমি যেখানেই খলিফার আহব্বানে
জান, মাল, সম্ভ্রম দিবে কুরবান"।
আগে বাড়ো আহমদী নওজোয়ান ॥

পথ হারা হবে না এ জাতি কভূ -
আছে খলিফা, মাহদী, রাসুল, প্রভূ ,
এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা-
সবখানে পাবে এ যুবকের দেখা,
যারা সর্বক্ষণে খলিফার অধীনে নির্দ্বিধাতে
মানে সব ফরমান"।
আগে বাড়ো আহমদী নওজোয়ান ॥

গোমরাহীতে ভরা বিশ্বভূবন-
এ যুবকেই করবে তার সংশোধন,
পথ হারা যুবকেরা ঘুরে বিপথে-
আহমদী ছেলে থাকে তাহাজ্জুদে,
কলেমা, নামায, রোযা করো না কভূ কাযা
যাকাত আর হজ্জে রেখ বজায় ঈমান"
আগে বাড়ো আহমদী নওজোয়ান।

মাহদীর সৈনিক যুবক সবাই-
ভালবাসা সবার তরে ঘৃনা নাই,
এসো এসো দিদ্বা ভুলে বুক মিলাই-
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ভাই,
এ জামা'তের সম্মান রাখবে তোমরা অম্লান
হতে দিওনা তার কোন অপমান"।
আগে বাড়ো আহমদী নওজোয়ান।

আগে বাড়ো আহমদী নওজোয়ান॥

যিকরে খায়ের-

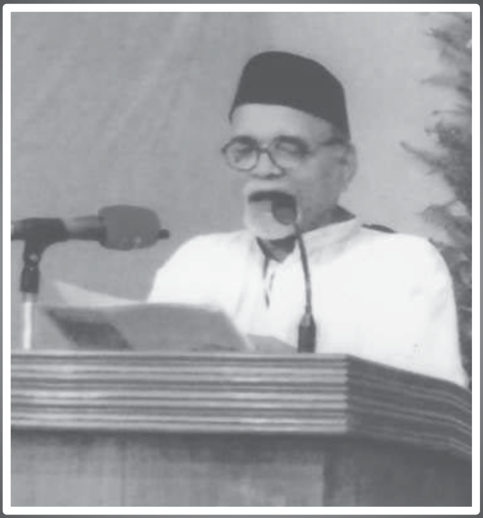

এক সজ্জন ব্যক্তির তিরোধান

চট্টগ্রাম জামা'তের সাবেক আমীর মোহতরম মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব বিগত ৩১-০৭-২০১৩ইং তারিখ রাত্রে ঢাকাস্থ CMH এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম দীর্ঘ প্রায় (আট) বছর সময়কাল ২০১২ইং পর্যন্ত চট্টগ্রাম জামা'তের আমীরের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং জামা'তের অপরিসীম খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার আরও একটি বিশেষ পরিচয় হলো: তিনি প্রখ্যাত মোবাল্লেগ মরহুম মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের দ্বিতীয় জামাতা অর্থাৎ বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রার অগ্রদূত মরহুম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহ.) এর নাতনী জামাই। তিনি ওসীয়্যতকারী [মুসী] ছিলেন।

মরহুমের পিতা ও তাঁদের পরিবার সমেত ১৯৫৭ ইং সালে চট্টগ্রামে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং সেই থেকে এই পরিবারের সবাই আহমদীয়াতের জন্য নিবেদিত প্রাণ। মরহুমের পিতাও দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম জামা'তের ফাইন্যান্স সেক্রেটারী ছিলেন।

জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব ১৯৭৪ইং সালে BUET থেকে Civil Engineering এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। PWD তে সরকারি চাকুরিতে যোগদানের পর চাকুরী সূত্রে তাঁকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কাজ করতে হয়েছে। পরিশেষে PWD - Chittagong Zone থেকে তিনি ২০০৯ইং সালে Additional Chief Engineer হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি জামা'তের নেযামের প্রতি খুবই অনুগত ছিলেন এবং খেলাফতের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম গভীর ভালোবাসা। তিনি প্রায়শ: হুযূর (আই.) এর নিকট দোয়ার জন্য চিঠি লিখতেন। মরহুমের অধিক কাছাকাছি থেকে খাকসার চট্টগ্রাম জামা'তের নায়েব আমীর ও জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর সময়কাল কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। চট্টগ্রাম জামা'তের নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যাদি যার কতক পূর্বে সূচিত হলেও জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেবের আমারতকালে সুসম্পন্ন হয় :-

ক) 'বায়তুল বাসেত মসজিদ কমপ্লেক্স' তবলীগি সহায়ক নান্দনিক পরিবেশ তিলে তিলে গড়ে তোলা হয় এবং অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়।

খ) MTA দেখার ডিশ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন হালকায় চালু করা হয়।

গ) ষোলশহরে হালকায় মোয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মাণ।

ঘ) প্রতি শুক্রবার লঙ্গরখানা চালুকরণ।

ঙ) মসজিদ কমপ্লেক্স Maintenance [রক্ষণাবেক্ষণ) এর ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

চ) বিভিন্ন হালকায় নিয়মিভাবে তবলীগি সভার আয়োজন করা ইত্যাদি।

ছ) চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেবের স্মরণে মসজিদ কমপ্লেক্স 'স্মৃতিফলক' লাগানো হয়; একইভাবে মুরাদপুর কবরস্থানেও সমাহিত বুযুর্গদের স্মরণে 'স্মৃতিফলক' লাগানো হয়।

চট্টগ্রাম জামা'তের তবলীগি অনুষ্ঠান ও যে কোন সভায় সৌন্দর্য ও আকর্ষণ তাঁর উপস্থিতিতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। তিনি সুযোগ সাধ্যমত বিপদাপদে বহু মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, প্রয়োজনে সুপরামর্শ দিয়েছেন। মরহুম বহু মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি মরেও অমর হয়ে থাকবেন এবং আমাদের মনিকোঠায় চির জাগরুক থাকবেন– তাঁর সুমহান কর্ম ও সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। পরিশেষে আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে খেলাফতের কল্যাণের চাদরে আবৃত থাকার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

সৈয়দ মমতাজ আহমদ

[লেখক : সাবেক নায়েব আমীর ও
জেনারেল সেক্রেটারি
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম]

মহান সফলতার সাথে যুক্তরাজ্যের ৪৭তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা সম্পন্ন

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ কৃপায় যুক্তরাজ্যের ৪৭তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা যা গত ৩০, ৩১ আগষ্ট ও ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৩ লন্ডনের হ্যামশহরের হাদীকাতুল মাহদীতে অনুষ্ঠিত হয় যা নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে মহা সফলতার সাথে সমাপ্তি ঘটে, আলহামদুলিল্লাহ্। এক দিক থেকে যুক্তরাজ্যের এবারের জলসা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে কারণ এবছর যুক্তরাজ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শত বছর পূর্তি হচ্ছে তাই এবারের জলসা ছিল একটি ঐতিহাসিক জলসা।

এ জলসায় ৮৯টি দেশ থেকে ৩১,২০৫ জন নিষ্ঠাবান আল্লাহ্ ভক্ত লোকেরা অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এবারের জলসায় উপস্থিতি গত বছরের জলসা থেকে চার হাজার বেশি ছিল। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে সাথে সারা বিশ্বের লাখ লাখ আহমদী এবং অন্যান্যরা এমটিএ-এর মাধ্যমে জলসার বরকত থেকে ফায়দা হাসিল করেন।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে জলসার তিন দিনই আবহাওয়া খুবই ভালো ছিল যার ফলে জলসার সকল কার্যক্রম অত্যন্ত সুশৃঙ্খলতার সাথে হয়। এছাড়া জলসার পূর্বের জুমুআর খুতবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রিয় খলীফা (আই.) জলসার সকল কর্মকর্তাদের যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা যেন হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মেহমানদের আতিথেয়তা যেন খুব সুন্দরভাবে করেন সেই নসীহত অনুযায়ী প্রত্যেকেই সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে জলসাকে সফলতায় পৌছান। জলসার ব্যবস্থাপনা এতোই আকর্ষণীয় ছিল যার সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রি এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গরা প্রশংসাও করেছেন যার সম্পর্কে হুযূর (আই.) গত ৬ সেপ্টেম্বরের খুতবায় উল্লেখ করেন।

৩০ আগষ্ট লাওয়ায়ে আহমদীয়া বা আহমদীয়া জামা'তের পতাকা উত্তোলন ও দোয়ার মাধ্যমে ৪৭তম জলসা সালানার কার্যক্রম শুরু করেন হুযূর (আই.)। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় হাদীকাতুল মাহদীর জলসা গাহে হুযূর (আই.) জুমুআর খুতবা প্রদান করেন এবং জুমুআ ও আসর নামায জমা পড়ান। তারপর জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বাংলাদেশ সময় রাত ৯.৩০। হুযূর (আই.) জলসা গাহে প্রবেশ করার সাথে সাথে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ দাড়িয়ে সন্মান প্রদর্শন করেন এবং নারায়ে তাকবীরের ধ্বনীতে প্রকম্পিত করেন সারা বিশ্ব।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) জলসার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন এবং ভাষণ শেষে দোয়া পরিচালনা করেন। হুযূর (আই.)-এর দোয়ার মাধ্যমে জলসার প্রথম দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

জলসার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ৩১ আগষ্ট বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টায়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর **'হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব (রা.)-এর জীবনী'** সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আতাউল মুমিন জাহিদ, প্রফেসর, জামেয়া আহমদীয়া, যুক্তরাজ্য। এরপর **'আল্লাহ্‌র স্মরণই হচ্ছে হৃদয়ের প্রশান্তির উৎস'** এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মোহতরম জামিল উর রহমান, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়া। জলসার এ পর্যায়ে একটি উর্দু নযম পাঠ করা হয়।

এরপর **'পবিত্র কুরআনের সমালোচনার উত্তোর'** এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মোহতরম ড. ইফতিখার আহমদ আয়ায, চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিটি, যুক্তরাজ্য। এই বক্তৃতার মাধ্যমে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। এরপর বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫টায় হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) লাজনাদের জলসা গাহে আগমন করেন। হুযূর (আই.)-এর আগমনে লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যদের নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবারের ধ্বনীতে আকাশ বাতাশ যেন মুখরিত হয়ে ওঠে। লাজনা ইমাইল্লাহদের পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর কৃতী ছাত্রীদের হাতে হুযূর (আই.) পুরস্কার তুলে দেন। এরপর হুযূর (আই.) লাজনাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শেষে হুযূর (আই.) দোয়া পরিচালনা করেন। হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি পুরুষ জলসা গাহসহ সারা বিশ্বের সকলেই শ্রবণ করেন।

জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এতে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রি, এমপিসহ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে তাদের অভিব্যক্তি তুলে ধরেন। তারা সবাই একথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, আজ বিশ্বে যদি প্রকৃত মুসলমান থেকে থাকে তাহলে কেবল মাত্র আহমদীরাই রয়েছে। আহমদীরা দেশের সবচেয়ে ভালো নাগরীক।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) জলসা গাহে আসেন। আবারো পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ হয়। নযম পাঠ শেষে হুযূর (আই.) বক্তৃতা প্রদান করেন। গত এক বছরে সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের অর্জন সমূহের এক ঝলক নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাহায্য করছেন তার কিছু দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেন। কিভাবে হাজার হাজার পথ হারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছে এবং এ জামাতে দীক্ষা গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছেন তার কিছু নমুনা তিনি উল্লেখ করেন।

এবছর আরো দু'টি দেশে আহমদীয়া জামা'তের চারা রোপিত হয়েছে যার ফলে ২০৪টি দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এবছর ৫লাখ ৪০ হাজার ৭৮২ জন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দীক্ষা নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া মিডিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আহমদীয়া জামা'তের বাণী পৌঁছেছে।

গত বছর পর্যন্ত ৭০টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এবছর আরো একটি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে এ পর্যন্ত ৭১টি ভাষায় সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআনের অনুবাদ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রকাশ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন বই অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে সেই সাথে যুগ খলীফাদেরও বিভিন্ন বই-পুস্তক ছাপানো হয়েছে। এবছর ৩৯৪টি নতুন মসজিদ জামা'তের মোট মসজিদের সাথে যুক্ত হয়েছে।

জলসার শেষ দিনের কার্যক্রম শুরু হয় ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টায়। পবিত্র কুরআন তেলোওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে জলসা জলাসর ৪র্থ অধিবেশন শুরু হয়। বক্তৃতা পর্বে **'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর'** এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোহাম্মদ করিম উদ্দিন, নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ, কাদিয়ান। এরপর **'মহানবী (সা.)-এর জন্য তাঁর সাহাবীদের (রা.) ভালোবাসা'** এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মোহতরম সৈয়দ মোবাশ্বের আহমদ আয়ায, গবেষণা বিভাগ, রাবওয়া। এই বক্তৃতার পর একটি উর্দূ নযম পাঠ করা হয়।

এরপর **'ইসলামের সেবার তরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর গভীর আবেগ'** এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ, ইমাম, মসজিদ ফজল ও মিশনারী ইনচার্জ, যুক্তরাজ্য। এরপর **'যুক্তরাজ্যে আহমদীয়া জামা'তের শত বছর'** এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম রফিক অহমদ হায়াত, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য। এই বক্তৃতার মাধ্যমে জলসার ৪র্থ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

২১তম আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান শুরু হয় বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায়। সারা পৃথিবী থেকে আগত সকলেই এই বয়আত অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। হুযূর (আই.) যখন জলসা গাহে প্রবেশ করেন হাজার হাজার নিষ্ঠাবান আহমদীদের কণ্ঠে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি উচ্চরিত হতে দেখা যায়। পুরো জলসা গাহ যেন বিশেষ এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজমান ছিল।

হুযূর (আই.) বয়আত পরিচালনার স্থানে বসে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর এবছর ৫লাখ ৪০ হাজার ৭৮২ জন আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন আর ১১৬টি দেশ থেকে ৩০৯টি জাতি আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। গত বছরের চেয়ে এ সংখ্যা ২৬ হাজার ৪৩০ থেকে কিছু বেশি। হুযূর (আই.)-এর পবিত্র হাতে হাত লেখে বিভিন্ন দেশের নওমোবাঈনরা বয়আত গ্রহণ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বয়আতের বাক্যাবলী ইংরেজীতে পাঠ করেন, হুযূর (আই.)-এর সাথে সাথে বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ করা হয়।

জলসায় অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের কাধে হাত রেখে সরাসরি বয়আত নিয়ে নিজেকে ধন্য করেন। এছাড়া এমটিএ-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের ২০৪টি দেশের আহমদীরাও নতুন ভাইদের সাথে বয়আত নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর সমগ্র বিশ্বের আহমদীরা হুযূর (আই.)-এর সাথে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করেন। এই সিজদার পরেই ২১তম আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়। কুরআন তেলাওয়াতের পর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর হুযূর (আই.)-এর উপস্থিতিতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর হুযূর (আই.) কৃতী ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এরপর তিনি জলসার সামাপ্তি বক্তব্য রাখেন। এতে হুযূর (আই.) মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা জগতের সামনে আবারো স্পষ্ট করেন। বক্তৃতা শেষে তিনি (আই.) সারা বিশ্বের শান্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন। এই দোয়ার মাধ্যমেই ৪৭তম জলসা সালানার সমাপ্তি ঘটে।

মাহমুদ আহমদ সুমন

যুক্তরাজ্যের ৪৭তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিনে হুযূর (আই.) প্রদত্ত বক্তব্যের এক ঝলক

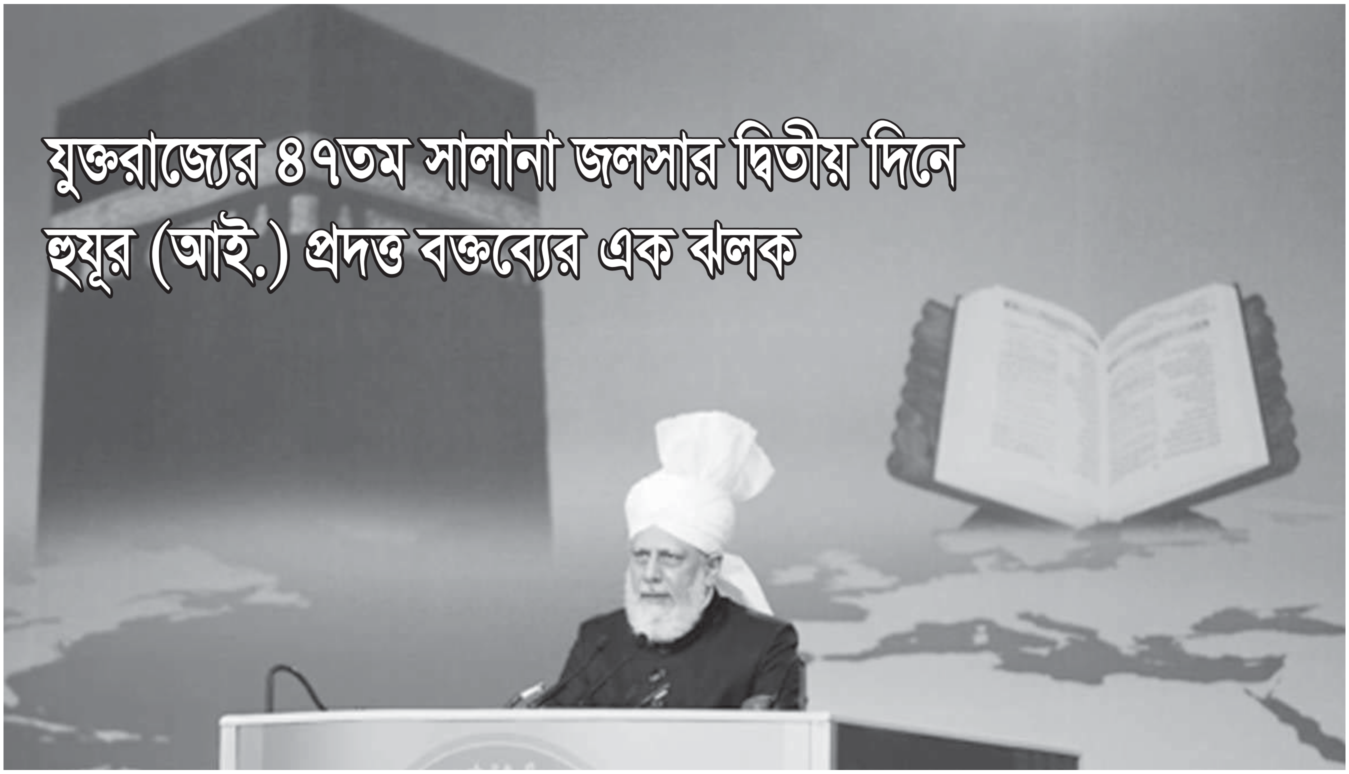

গত ৩০, ৩১ আগষ্ট ও ১ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল যুক্তরাজ্যের ৪৭তম সালানা জলসা। এই বছর যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার ২য় দিনে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। নিম্নে তাঁর বক্তব্যের এক ঝলক তুলে ধরছি।

* আহমদীয়াত এখন পর্যন্ত–২০৪টি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ২টি নতুন দেশ (১) কোস্টারিকা (২) মন্টিনিগো। কোস্টারিকায় স্পেনিষ ভাষায় কথা বলা হয়। বসতি প্রায় ৪৬ লক্ষ। আর মন্টিনিগো আলবেনিয়ার উত্তরে বসনিয়ার পাশে ইউরোপের একটি বসতি প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার।

* এ বছর ৪৫টি দেশে বই, পত্র ও ফোল্ডার সহকারে, প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে। গ্রীকে কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

* এ বছর ৬৬৫টি স্থানে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* ১৫২ স্থানে নতুন জামা'তের চারা রোপন হয়। ঘানায় ৬৫, সিয়েরালিওন ৫৬, সেনেগাল ৪৭, বুর্কিনাফাসু ৪১, আইভরিকোষ্ট ৪৫, ভারত ৩৯, নেপাল ৯, ইউকে ৭, জার্মান ৬। ইন্দোনেশিয়ায় ৬টি জামা'ত স্থাপিত হয়েছে। আরও অনেক স্থানে ১, ২টি করে জামা'ত স্থাপিত হয়েছে।

* এ বছর ৩৯৪টি নতুন মসজিদ হয়েছে। ১৩৬টি নতুন নির্মিত হয়েছে, ২৫৮টি পূর্বে নির্মিত। ইন্দোনেশিয়ায় ৩৯টি নির্মাণাধীন আছে।

* নিউজিল্যান্ডে-এ বছর প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছে, আয়ারল্যান্ড ও জাপানে নির্মাণাধীন আছে।

* মিশন হাউজ ১২১টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

* ১০৮টি দেশে মিশন হাউজ ২৫৬৩টি। এই ব্যাপারে রিপোর্ট পাওয়া গেছে ৬৮টি দেশের। মিশন হাউজ নির্মাণে ভারত প্রথম ও ইন্দোনেশিয়া ২য় স্থানে রয়েছে।

* মিশন হাউজ নির্মাণে খরচ হয় ৩৫,৩২০০০ ডলার।

* এ পর্যন্ত কুরআন অনুবাদ ৭১টি ভাষায় হয়েছে। এ বছর 'ইয়াউ' নামে ১টি নতুন ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

* বই : মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই সিতারায়ে কায়সারিয়া English ও সুইডিস ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সুইডিস ভাষায় তার আরও বই অনুদিত হচ্ছে।

* মহানবী (সা.) এর জীবনী বশিরউদ্দিন সাহেবের লেখা সীরাত খাতামান নবীঈন-এর ২য় খন্ড English অনুদিত হয়েছে।

* দিবাচা তফসীরুল কুরআন English-এ অনুদিত হচ্ছে।

* মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বই 'ইসলাম মে ইখতেলাফাতে আগাজ' ও 'বারাকাতে খিলাফত' English-এ অনুদিত হয়েছে।

* সারাহুল কাসিদার অনুবাদ জালালউদ্দিন শামস্ সাহেবের প্রকাশিত হচ্ছে।

* "তাহরীকে জাদীদ" এক ইলাহী তাহরীক English অনুদিত হয়েছে।

* খলীফা রাবে (রাহে.) ১৯৮২-১৯৮৭ খোতবার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

* মহানবী (সা.) সম্পর্কে খলীফাদের বক্তব্য নিয়ে মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেবের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

* মাসালেহুল আরব প্রকাশিত হয়েছে।

* আবদাউল শামস্ সাহেবের সাহাবী (রা.) দের জীবন চরিত প্রস্তুত হচ্ছে।

* আরবী অনুবাদ হয়েছে বারাহীনে আহমদীয়া ও রূহানী খাযায়েন (৪ খন্ড)।

* চীনা ভাষায় অনুদিত হয়েছে World Chisis.

* French ভাষায় অনুদিত হয়েছে স্যার জাফরুল্লাহ্ খান (রা.) এর বই Women in Islam.

* এছাড়া রাশিয়া ও পূর্তগীজ ভাষায় অনেক বই অনুদিত হয়েছে।

* ২৭টি ভাষায় "আল ওসীয়্যত" পুস্তক অনুদিত হচ্ছে।

* ফার্সি ভাষায় "ইসলামী নীতিদর্শন" এবং সোহেলী ভাষায় "তোহ্‌ফায়ে কায়সারিয়াহ্" অনুদিত হচ্ছে।

* ২১৩টি ভাষায় বই-পুস্তক ফোল্ডার (তবলীগ) ছাপা হয়েছে।

* ১৪১টি ভাষায় প্রস্তুত হচ্ছে।

* তুলনামূলক ধর্মের আলোচনা সম্পর্কে ম্যাগাজিন ছাপা হয়েছে।

* মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বই The introduction study of holy Quran এবং মহানবী (সা.) সম্পর্কে বই কাদিয়ানে ছাপা হচ্ছে।

* তবলীগ সম্পর্কে ৬৪টি দেশের রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

* মোট ৬২৫ টি ভাষায় ফোল্ডার ছাপা হয়েছে।

* ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার বই, ২৪ লক্ষ ফোল্ডার বিতরণ করা হয়েছে। অনেক স্থানে বুক স্টল ও কুরআন প্রদর্শনী হয়েছে।

* জার্মানে প্রদর্শনী হয়েছে ১৯টি।

* এ বছর পবিত্র কুরআনে প্রদর্শনী হয়েছে ব্যাপক হারে।

* পত্র-পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়েছে ৪,৪৬২টি। প্রকাশিত হয়েছে ১০৮৮টি প্রবন্ধ।

* ৮৬টি প্রেস নোটিস পাঠানো হয়েছে।

* ব্যাপকহারে লিফলেট আর পামফ্লেট, ছাপা হয়েছে, মোট ৩০ লক্ষ ২৩ হাজার বিতরণ করা হয়েছে। আমেরিকায় ২০ লক্ষ ৭০ হাজার (৭ কোটি কানাডায় ৫ লক্ষ ৮ হাজার, জার্মানে ৪ লক্ষ ৩ হাজার, সুইজারল্যান্ডে ৭ লক্ষ ১১ হাজার, জ্যামাইক ৯ হাজার, যুক্তরাজ্যে ১০ লক্ষ, আয়ারল্যান্ডে ১ লক্ষ, ন্যাদারল্যান্ডে ৪ লক্ষ, ফ্রান্সে ২ লক্ষ, পুর্তগালে ৩১ হাজার, কঙ্গো ৩ লক্ষ, ভারত ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার বাংলাদেশে ৬০ হাজার, বেলজিয়াম ১০ লক্ষ, আফ্রিকায় ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার, ফ্লাইয়ারস বিতরণ করা হয়েছে।

* প্রিন্টিং প্রেস লন্ডনের রাকিম প্রেসে ৪ লক্ষ ১৪ হাজার বই লিফলেট ছাপা হয়েছে। AL FAZAL, Review of Religion প্রভৃতি ছাপা হয়েছে।

* আফ্রিকায় ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার বই ও লিফলেট ছাপা হয়েছে।

* MTA ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইড প্রবর্তন করা হয়েছে।

* Video on demand এর সূচনা করা হয়েছে ৮ হাজার ভিডিও ৭০ লক্ষ বারের বেশী দেখা হয়েছে।

* Internet এ অনেক বই ও প্রোগ্রাম এর রাখা আছে।

* al islam.org এ ১৬টি বই, E- book, আনওয়ারুল উলুম, খোতবায়ে মাহমুদ অন্যান্য অনেক বই আছে। কুরআনের ৪৩ ভাষায় আছে।

* মার্সল আইল্যান্ড এ লোকাল TV তে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

* Faith Mattar, Beacon of truth, রাহে হুদা ইত্যাদি অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে,

* মালীতে নতুন ৪টি রেডিও স্টেশন নিয়ে মোট রেডিও স্টেশন সেখানে ৬টি।

* ফ্রেঞ্চ ভাষায়, সোহেলী ভাষায় ও ফুরফুরা ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে।

* বুর্কিনাফাসুতে ৪টি, সিয়েরালিওন ১টি, ঘানায় ১টি, আফ্রিকায় ১ রেডিও স্টেশন চালু হয়েছে।

১৮ কোটি ২৬ লক্ষ মানুষের কাছে বাণী পৌঁছেছে।

* ওয়াকফে নও এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২ হাজার ১০৮ জন। মোট সংখ্যা ৫০ হাজার ৬৯৩ জন, মেয়ে ১৯ হাজার ৩৩৬ জন, ছেলে ৩১ হাজার ৩৫৭ জন। পাকিস্তানে ২৮ হাজার ২১০ জন এবং অন্যান্য দেশে ২২ হাজার ৪৮৩ জন।

* কেন্দ্রীয় ডেক্স ভারত ভালো কাজ করছে।

* বাংলা ডেস্ক সবুজ ইশতেহার, আল ইস্তেফতা, বারাহীনে আহমদীয়া বই অনুবাদ করছে, ৪৮ ঘন্টা বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছে :

* ফ্রেঞ্চ ডেক্স কুরআন অনুবাদ করছে।

* Turkish ডেস্ক ভালো কাজ করছে।

* আরবী ডেক্স এর অধীনে বই অনুদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

* MTA ও বেশ ভালো সারা ফেলেছে এবং MTA এর মাধ্যমে অনেকে আহমদী হচ্ছে। রেডিও শুনে, খোতবা শুনে ও MTA এর অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকে আহমদী হয়েছে।

* Review of Religion ১৪ হাজার কপি প্রকাশিত হয়েছে।

* কানাডাতে MTA ভালো কাজ করেছে।

* আফ্রিকায় আদর্শ গ্রাম নির্মাণ হচ্ছে।

* নুসরৎ জাঁহা স্কিমে ১২টি দেশে ৪২টি হসপিটাল নির্মিত হয়েছে। ৪৪ জন ডাক্তার কর্মরত আছেন।

* বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন হয়েছে, বুর্কিনাফাসুতে ৪ হাজার চোখের অপারেশন হয়েছে। আরও অন্যান্য দেশে চোখের অপারেশন হয়েছে।

* বেলাল ফান্ড ও তাহের হার্ট ফাউন্ডেশন ভালো কাজ করেছে।

* মরিয়ম শাদী ফান্ডে ভালো কাজ হচ্ছে এবং অনেকের বিয়ে শাদী দেওয়া হয়েছে।

* Humanity First এর অধীনে ঘানায়, আফ্রিকায় ৭ হাজার ১৯০ বার সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং বাচানো হয়েছে ৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার, নাইজেরিয়ায় ৩১ হাজার বার ওয়াকারে আমল করা হয়েছে এবং ৬ লক্ষ মার্কিন ডলার এর কাজ হয়েছে। বুর্কিনাফাসুতে ১৯ হাজার মার্কিন ডলার এর কাজ হয়েছে।

* মালিতে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বেনিনে ৪৮ হাজার, সিয়েরালিওনে ৫২ হাজার, ভারতে ৩ হাজার ৩২৩, ঘানা ৯৩ হাজার সংখ্যক নতুন আহমদী হয়েছে।

* মোট বয়আত ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৮২ জন।

* জলসায় উপস্থিত ছিল ৩১ হাজার ২০৫ জন।

সংগ্রহে: ***নওশিন আনজুম তানিয়া***

সং বা দ

তারুয়া জামা'তে ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ 'আমীন' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ২৫ আগষ্ট ২০১৩ রবিবার তারুয়া জামা'তে মক্তবের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে আমীন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শামছু মিয়া। মক্তবের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে প্রথমবার কুরআন খতমকারীরা হচ্ছে (১) তন্ময় আহমদ, পিতা জনাব মোমেন আহমদ, মাতা-লুৎফা বেগম। (২) সম্রাট আহমদ, পিতা-জনাব ছাব্বির আহমদ, মাতা-ঝর্না বেগম, (৩) রাব্বি আহমদ, পিতা-জনাব কামাল মিয়াজী, মাতা-জরিনা বেগম। (৪) মিনহাজ আহমদ, পিতা-জনাব কামাল মিয়াজী, মাতা- জরিনা বেগম। (৫) রিফাত আহমদ, পিতা-জনাব আমীন আহমদ, মাতা-বিলকিছ বেগম।

(৬) সজিব আহমদ, পিতা-জনাব মালু মিয়া, মাতা-শেফালী বেগম। (৭) ইমন আহমদ, পিতা-জনাব বাবুল আহমদ, মাতা-লিলি বেগম। (৮) তন্বী আক্তার, পিতা-জনাব মজনু মিয়া, মাতা-খালেদা বেগম। (৯) জান্নাত বেগম, পিতা-জনাব রানা মিয়া, মাতা-রীনা বেগম। (১০) সৌরভ আহমদ, পিতা-জনাব হুমায়ূন আহমদ, মাতা-আকলিমা বেগম। (১১) মিথিলা খাতুন, পিতা-জনাব আবু হানিফ, মাতা-রীনা বেগম। (১২) আয়ন

আহমদ, পিতা-শামীম আহমদ, মাতা-হোসনা বেগম। (১৩) অয়ন্তি আক্তার, পিতা-শামিম আহমদ, মাতা-হোসনা বেগম। (১৪) শ্রাবনী আক্তার, পিতা মৃত-ডা: আব্দুল গফুর, মাতা-হেলেনা বেগম (১৫) রবিন আহমদ, পিতা-জনাব কামাল মিয়াজী মাতা-জরিনা বেগম।

এদের কুরআন পাঠ শুনার পর একটি নযম 'মাহমুদ কি আমীন' থেকে পাঠ করে শোনান মক্তবের ছাত্র ফজল আহমদ। তারপর মক্তব শিক্ষকগণ জনাব মিজানুর রহমান ও জনাব রহিছ মোল্লা নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর জামা'তের সেক্রেটারী ও তালিমুল কুরআন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী বক্তব্য প্রদান করেন সবশেষে মৌলবী এনামুল হক রনী, স্থানীয় মোয়াল্লেম আমীন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এ অনুষ্ঠানে ২টি মক্তবের ৫৬ জন ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

জহির আহমদ মিয়াজী

খুলনায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

হুযূর (আই.) কর্তৃক অনুমোদিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার ২০১৩-২০১৬ মেয়াদের মজলিসে আমেলার সদস্যদের অংশগ্রহণে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় গত ২৬-০৭-১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৯-৩০ মিনিট হতে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন স্থানীয় আমীর, মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। তেলাওয়াতে কুরআন ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয় এবং জুমুআর নামাযের বিরতীসহ বিকাল ৫-৩০ মি. পর্যন্ত এই কর্মশালা চলে। মজলিসে আমেলার পুরাতন ও নুতন সদস্যদেরকে এই কর্মশালায় "তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া-এর বিধি-বিধান কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় জামা'তের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য" শীর্ষক পুস্তকে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/সেক্রেটারীদের কাজের ধরণ, এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীদেরকে নিজ নিজ বিভাগের কাজ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ, পত্র যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পরিশেষে স্থানীয় আমীর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল সেক্রেটারীদের- কে তাক্ওয়া ও খোদা ভীতি সামনে রেখে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালনের আহ্বান জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এন, এ শাহীন আহমদ

খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও মজলিসের কর্মতৎপরতা

মসীহ মাওউদ দিবস

গত ৩০ আগষ্ট মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে সমজিদে বাদ জুমুআ মসীহ মাওউদ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলোওয়াত করেন তাহের রেদওয়ান। নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ বোরহানুল হক, জনাব আলহাজ্জ কায়সার আলম, মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন এবং স্থানীয় কায়েদ। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

আতফাল দিবস

গত ১৭ আগষ্ট মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে সমজিদে দিনব্যাপী আতফাল দিবস অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের কার্যক্রম পবিত্র কুরআন তেলোওয়াত, নযম পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। এতে আতফালদের বিভিন্ন প্রতিযোগীতা নেয়া হয়। শেষে পুরস্কার বিতরণ ও স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমনের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

গাজীপুর জামা'তে পবিত্র রমযানে তালীমি কার্যক্রম

পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, গাজীপর-এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এতে তালিমুল কুরআন ক্লাস, নামায প্রশিক্ষণ ক্লাসসহ বিভিন্ন তরবীয়ত মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

সেক্রেটারী তরবীয়ত

খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের কর্মতৎপরতা

'আমীন' অনুষ্ঠান

২০১৩ সনে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৩৩ জন আতফাল পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করেন। সকল কুরআন খতমকারীদের নিয়ে গত ৩০ শে আগষ্ট ২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ এক বিশেষ 'আমীন' অনুষ্ঠান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কায়েদ, জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নায়েবে আমীর, জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, সেক্রেটারী তালিম জনাব মোশারফ হোসেন এবং মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। পবিত্র কুরাআন তেলাওয়াত ও আহাদ পাঠের পর নায়েব আমীর প্রথমে দোয়া পরিচালনা করেন। আমীন অনুষ্ঠানে ৩৩ জন কুরআন খতমকারীসহ ৬৪ জন আতফাল, ১৮ জন খোদ্দাম, ১৪ জন আনসার, পর্দার আড়ালে ২৫ জন লাজনা নাসেরাত মোট ১২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্থ বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহ

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৪ শে আগষ্ট হতে ৩০ আগষ্ট পর্যন্ত ৪র্থ বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়। ২৩ আগষ্ট ২০১৩ তারিখ জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর আহাদ পাঠ ও উদ্বোধনী ভাষণ দেন সভাপতি। এরপর শিক্ষা সপ্তাহের ধারাবাহিক কার্যক্রম শুরু হয়। ৭ দিন ব্যাপী ২টি ভাগে নানা শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। যেমন : কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা বাংলা, অর্থসহ নামায, সাধারণ জ্ঞান-১ম পত্র, সাধারণ জ্ঞান ২য় পত্র, গণিত প্রতিযোগিতা, পয়গামে রেসানী, চিত্রাংকন, দরূদ শরীফ পাঠ, রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি। এছাড়াও শিক্ষা বিষয়ক এবং তবলীগ সংক্রান্ত এক বিশেষ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ২৯ আগষ্ট দিবাগত রাত বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২২ জন আতফাল মসজিদে রাত্রি যাপন করে নামাযে অংশ নেন। ৩০ আগষ্ট বাদ মাগরীব জনাব জুয়েল আহমদ জেলা কায়েদ এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরুব্বী সিলসিলাহ, মৌ. আবু তাহের মোয়াল্লেম, জনাব মোশারফ হুসেন, সেক্রেটারী তালিম এবং স্থানীয় কায়েদ জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফলকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিগণ। আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ৪র্থ বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহের সমাপ্তি ঘটে। এ বৎসর ৭৮ জন আতফাল উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

নাযেম আতফাল

ছাত্র সমাবেশ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ আগষ্ট ২০১৩ তারিখ আহমদী পাড়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সমাবেশে ৫ম, ৮ম, ১০ম/এসএসসি পরীক্ষার্থী ও এসএইচসি পরীক্ষার্থীসহ অন্যন্য শ্রেণীর মোট ৩২ জন ছাত্র, খোদ্দাম, আতফাল উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে ছাত্রদের লেখা পড়ার খোঁজ খবর নেয়া হয়। সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে ও লেখাপড়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, ছাত্ররা কে কি কৌশলে পড়ালেখা করে তা বিনিময় করা হয়। সর্বোপরি শিক্ষা অর্জনে সাফল্য অর্জনে আহমদী ছাত্রদের দায়িত্ব সকলকে বোঝানো হয়।

নাযেম, উমরে তোলাবা

দাঈ ইলাল্লাহ্ প্রশিক্ষণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ আগষ্ট ২০১৩ তারিখ আহমদী পাড়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ এক দাঈ ইলাল্লাহ্ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দেন মৌ. আবু তাহের, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। প্রশিক্ষণে ৩৪ জন আতফাল, ৯ জন খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন।

নাযেম তবলিগ

শোক সংবাদ

গত ২৯ আগষ্ট ২০১৩ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে ঢাকা জামা'তের সদস্য পলাশপুর হালকার (কদমতলী শ্যামপুর), জনাব মোবারক হোসেন লস্কর, পিতা: আলী আহমদ লস্কর, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর গ্রামের বাড়ি ঘাটুরা, থানা+জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর মেয়ে নুসরাত জাহান শিমু (প্রভাষক বাংলা, শ্যামপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা) এর বাসায় ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা দুই নাতী ও দুই নাতনী রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতের উচ্চ স্থান দান করুন এবং পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ধারনের তৌফিক যেন দান করেন এজন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

নুসরাত জাহান শিমু

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব [সূরা আলে ইমরান- ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহ্‌মদী ও অন্যান্য প্রকাশনা পড়তে, শুনতে ও দেখতে log in করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org

www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

New Vol. No. 76 | 5th Issue

The Ahmadi Fortnightly

15th September, 2013 Tk. 18.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com